সাংবাদিকতা

দ্বিতীয় পাঠ

আর রাজী

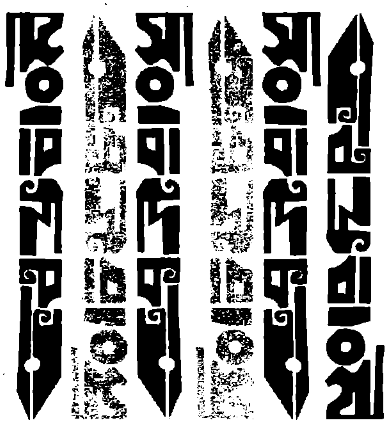

সাংবাদিকতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাংবাদিকতা

দ্বিতীয় পাঠ

আর রাজী

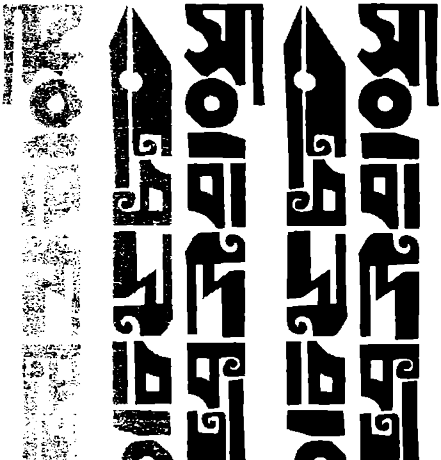

ভাষাচিত্র

www.pathagar.com

সাংবাদিকতা : দ্বিতীয় পাঠ

আর রাজী

প্রকাশক
খন্দকার মনিরুল ইসলাম
ভাষাচিত্র
রুম ৭৬ ৩য় তলা আজিজ মার্কেট শাহবাগ
ঢাকা ১০০০ হাতফোন : ০১৭১১ ৩২৪ ৬৪৪
প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০০৯
স্বত্ব এবং ও, বিক্রমাদিত্য
প্রচ্ছদ সব্যসাচী হাজরা
মুদ্রণ টিমওয়ার্ক
মূল্য ১০০ টাকা

---

shangbadikota ditio path a book of journalism by ar raji
first published: february 2009
published by
BHASHACHITRA
room 76 2nd floor aziz market
shahbag dhaka 1000 cell: 01711 324 644

price: tk. 100 US $ 5

ISBN: 984-300-002534-0

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যার জন্য আজ আমরা স্বাধীন
একাত্তরের শহীদ সেই মেজকাকা
আকরাম আলী খন্দকারের
প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কিছু কৈফিয়াত, কিছু ব্যাখ্যা

এটি আদৌ 'বই' হয়েছে কি না বা এটি প্রকাশযোগ্য 'কিছু' কি না সে সম্পর্কে আমি খুব নিশ্চিত নই। আমি সাংবাদিকতার কিছু বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। সম্মান দ্বিতীয়-তৃতীয় বর্ষে। পড়াতে গিয়ে কোনো না কোনো বই (বিকল্পহীনভাবেই ইংরেজি ভাষার) অনুসরণ করি। 'নকলামি করে পড়াই' তা-ও বলা যেতে পারে।

পড়ানোর কাজটি আরও সহজ করে নিতে শ্রেণীকক্ষে ঢোকার আগে সংশ্লিষ্ট বইটি অনুসরণ করে আমি আমার মতো করে কিছু 'টোকা নেয়া'র চেষ্টা করি। আমার ল্যাপটপে এবং বাংলা ভাষায়। সেই চেষ্টা কখনো কখনো এমন রূপ নেয় যাকে কোনোভাবেই 'টোকা নেয়া' বলা যায় না। আবার লেখাগুলোকে 'ভাষান্তর', 'অনুবাদ', 'তরজমা', 'ছায়ানুবাদ', 'ভাবানুবাদ' ইত্যাদি কোনও একটি নামেও চালিয়ে দেওয়া যায় না। আমার প্রতি খুব নিষ্ঠুর হলে কেউ অবশ্য একে 'নকলবাজি' বলতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে এই নকলামির অভিযোগ আমার জন্য শিরধার্য বটে, কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে আমার 'নিজস্বতা'ও সত্য। তেমনি কিছু 'লেখা' কখনো কখনো শিক্ষার্থীদের ফটোকপি করে দেই। শিক্ষার্থীরা খুশী (?) হয় বলেই মনে হয়। তাদের কেউ কেউ লেখাগুলোর পরিচয় বা উৎস জানতে চায়। আমি হয়তো একটি বা দু'টি মূল বইয়ের নাম বলি এবং এ-ও বলি যে, আমার অন্যান্য পাঠ, শোনা, অভিজ্ঞতা ও কিছুটা নিজস্ব 'চিন্তা-ভাবনা'ও ও-তে মিশে আছে। ফলে যা ওখানে লেখা আছে তা কোনো একক বইতে না-ও মিলতে পারে।

তো ওইসব 'টোকা' প্রকাশ করার কথা মাথায় এলো কেন? এর উত্তর আমি ঠিক দিতে পারবো না। এখানে ছাপা হওয়া দু'একটি লেখা লিটলম্যাগ বা স্বল্প পরিচিত সংকলনে আগে ছাপা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই বলে উদ্যোক্তারা হয়তো মনে করেছেন আমিও লেখার যোগ্য! সুতরাং তারা লেখা পেতে 'চাপ' দিয়েছেন। আমিও তাদের 'চাপাচাপিতে' আমার ওই সব জোড়াতালি দেওয়া, অসিদ্ধ লেখা তাদের দিয়ে দিয়েছি। তারা ছেপেছেনও। খুবই স্বল্পসংখ্যক পাঠক সেসব পড়েছেন হয়তো। তাদেরই দু-একজন যখন শুনেছেন অমন 'লেখা' আমার ল্যাপটপে আরও রয়েছে তখন কেউ কেউ বলেছেন 'বই করে ফেলো'। 'বই' করার লোভ বড় স্নায়ুবিকার করা! সম্ভবত সেই অসঙ্গত লোভই আমাকে এই অযাচিত কাজ করতে প্ররোচিত করেছে। আমি প্রকাশক খুঁজেছি। সুধী পাঠক, 'বই'টি যদি আপনাদের বিরক্তির কারণ হয় তবে প্রার্থনা রইলো– নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

এই 'গ্রন্থ' নির্মাণে সবচে বেশি সহায়তা নেয়া হয়েছে 'দ্যা *ডিসিশন মেকিং প্রসেস ইন জার্নালিজম*' বইটি থেকে। কার্ল হাউআসম্যান[১]-এর লেখা ওই বইটিই একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে শুরু করেছিলাম। শ্রেণীকক্ষের বক্তৃতাগুলো অনেকটা ওই বইটির সূচি ধরেই এগুচ্ছিলো। সুতরাং তারই স্পষ্ট ছায়া রয়ে গেছে এই কথিত গ্রন্থটি জুড়েও। সূচি নির্ধারণেও রয়েছে তার বড় প্রভাব। তবে কোনোভাবেই আমি দাবি করতে পারবো না

---

[১] Hausman, Carl. (1990). The Decision-Making Process In Journalism, Nelson-Hall Publishers, Chicago.

www.pathagar.com

যে, ওই বইটিকে আমি অনেকখানি অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছি। বরং আমি স্বাধীনভাবে নিজের ভাবনা-চিন্তা জুড়ে, আমি যাদের পড়াই তাদের বোঝানোর জন্য সহজ করে, নিজেদের উদাহরণ যোগ করে আলোচনাগুলোকে অনেকটাই নিজের করে ফেলেছি বলেই আমার ধারণা।

এবার এই কথিত 'বই'টির আধেয় নিয়ে কিছু কথা। প্রথম লেখাটি এটি নিশ্চিত করতে যুক্ত করা হয়েছে যে, আমি বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতা সম্পর্কে কিছুটা অবহিত। আবার যে কোনো বিষয়ে পাঠ নেয়ার আগে তার পরিপ্রেক্ষিত/পরিপার্শ্ব সম্পর্কে একটু ভালো ধারণা রাখা নবীন শিক্ষার্থীদের জন্যও জরুরি। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার চেহারাটি কেমন তার কিছুটা আন্দাজ হয়তো নবীনরা করতে পারবেন প্রথম লেখাটি থেকে, সে আশাতেই লেখাটি জুড়ে দেয়া, যার শিরোনামঃ **জানা থাকলেই সব সুস্পষ্ট**।

গল্পকথকদের সর্বশেষ সংস্করণঃ সাংবাদিক

'মজমা জমানো' প্রথম লেখাটির পরই শুরু হয়েছে বইটির আসল অংশ। সেই আসল অংশের শুরুর লেখাটি তৈরি করেছিলাম ওয়েবসাইটে পাওয়া একটা ইংরেজি নিবন্ধ প্রায় অনুকরণ করে। সে ওয়েব-ঠিকানা আমি এ মুহূর্তে দিতে অক্ষম। এই লেখাটিও আগে একস্থানে ছাপা হয়েছে, তবে কেন যেন– আমি যে ওটির প্রস্তুতকারী (লেখক বলতে সাহস হলো না) তা সেখানে উল্লেখ নেই। সে যাই হোক, কাজের কথায় আসি। আজ যাদের আমরা সাংবাদিক বলে জানি তারা কোথা থেকে এলেন? কেমন করে বিকশিত হলো আজকের এই সাংবাদিকতা? সাংবাদিকতার মূল প্রেরণাটি আসলে কী? অনেকেই বলেন গল্পই আমাদের ধরে রেখেছে বংশ পরম্পরায়। ওই আদি যুগের গল্পকথকরাই আজ সাংবাদিক নামে আমাদের কাছে পরিচিত। –এ কথাগুলোই বিস্তারিতভাবে বয়ান করা হয়েছে **গল্পকথকদের সর্বশেষ সংস্করণ** শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

'সংবাদ' –নামেই যার পরিচয়

যা কিছু নতুন, তা-ই সংবাদ; মানুষের আগ্রহ আছে এমন যে কোনো ঘটনার বিবরণই খবর –খবরের এমন নানান সংজ্ঞা হামেশাই শোনা যায়। এই সব সংজ্ঞার মধ্যে সবচে কার্যকর সংজ্ঞা কোনটি? সংবাদের সংজ্ঞাগুলোর প্রতিটিই নাকি এককেটা কৌতুক! সত্যিই কি তাই? সংবাদকে শনাক্ত করার সহজ উপায় খুঁজতে গিয়ে এমনই কিছু প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'সংবাদ' –নামেই যার পরিচয়** শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে।

কী ছাপবেন, কেন ছাপবেন

গল্পকথকদের বিক্রয়যোগ্য পণ্য নির্বাচনে অর্থাৎ সাংবাদিকতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংবাদ-বিচার (নিউজ জাজমেন্ট) ক্ষমতা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ামক। আর এই বিচার ক্ষমতা গড়ে ওঠে– সজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, সংশয়বাদিতাসহ কাছাকাছি বেশ কিছু গুণ ও সামর্থের ওপরে ভিত্তি করে। কীভাবে এই সংবাদ-বিচারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় তার

www.pathagar.com

প্রাথমিক প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **কী ছাপবেন, কেন ছাপবেন** শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে।

সত্যের কোনো স্বচ্ছ সংজ্ঞা নেই

'সত্যতা' এই প্রত্যয়টিকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা সব সময় সম্ভব হয় না। পক্ষপাতদুষ্ট গোষ্ঠী থেকে আসা একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, যেমন কোনো ইন্সুরেন্স ইন্ডাস্ট্রি নিয়ন্ত্রিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে আসা "দাবি পরিশোধের হার দশ ভাগ বৃদ্ধি" শীর্ষক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি 'সত্য' কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কারণ, যে সব হিসাব-নিকাশ দেওয়া হয়েছে তা সত্য হতে পারে, ঘটনার উপস্থাপনাও হতে পারে যথার্থ কিন্তু বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা এবং সেই ব্যাখ্যার উপস্থাপনার ধরন হতে পারে বিপথে নিয়ে যাওয়ার মতো, এবং সত্যের কিছু সংজ্ঞার আলোকে সেটিকে মিথ্যেও বলা যেতে পারে। এ বিপদ থেকে দূরে থাকতে সাংবাদিকরা নথি, ঘটনা, ইস্যু, এমনকি ব্যক্তিরও সত্যতা নির্ণয় করতে কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন। কী সেই প্রক্রিয়া? –এ নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে **সত্যের কোনো স্বচ্ছ সংজ্ঞা নেই** শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে।

প্রতিবেদনটি কি সমীচীন হচ্ছে?

সত্যের মতো ঔচিত্যতা বা ফেয়ারনেসের ধারণাটিকেও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। কোনো একটি সংবাদ পরিবেশন উচিত হচ্ছে কি না, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেকটাই নির্ভর করে– সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা এবং সে সংক্রান্ত প্রচলিত ধ্যানধারণার ওপরে। এছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঔচিত্যতার প্রসঙ্গ এলে দেখা হয় কখন এবং কিভাবে অন্যান্য পক্ষগুলোর বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে সে দিকটিও। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, একটি সংবাদ বিষয়ের সঙ্গে অসংখ্য পক্ষ জড়িত থাকেন যাদের সবাইকে তুলে ধরতে গেলে প্রতিবেদন হয়ে ওঠে জটিল।

ঔচিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত আরেকটি প্রসঙ্গ হচ্ছে– প্রতিবেদনের পূর্ণাঙ্গতা। পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরির কাজটি সাংবাদিকদের জন্য এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের মতামত কি নেয়া হয়েছে? এমন কোনো প্রশ্ন কি আছে যার উত্তর দেওয়া হয়নি? প্রতিবেদনটা জমা দেওয়ার আগে আর কতো জন বা কার কার সঙ্গে কথা বলা উচিত? প্রতিবেদনে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে তা কি কোনোভাবে ঔচিত্যতাকে ক্ষুণ্ন করেছে? একটি সমীচীন প্রতিবেদন তৈরির স্বার্থেই উত্তর দিতে হয় এমন একগুচ্ছ প্রশ্নের। এইসব প্রশ্ন ও উত্তর আলোচিত হয়েছে **প্রতিবেদনটি কি সমীচীন হচ্ছে?** শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

যুক্তিতেই মুক্তি

সাংবাদিকরা যেসব বড় বড় ভুল করেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– যুক্তি পরম্পরা না মেনে অর্থাৎ 'অ থেকে ক্রমানুসারে ঔ'তে না গিয়ে হঠাৎ করে 'ঔ'-তে চলে গিয়ে উপসংহার টেনে ফেলা। ধারাবাহিকভাবে তথ্য দিয়ে যেখানে উপসংহারে পৌঁছানোর কথা সেখানে

www.pathagar.com

মাঝের প্রসঙ্গগুলো বিবেচনা না করে একটি বক্তব্যের পরিসমাপ্তি টানা বড় ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। প্রথম অধ্যায়ে ধোঁয়া-সন্ধানী যন্ত্র সংক্রান্ত যে উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে সেটি কু-যুক্তি দিয়ে কাজ শেষ করার একটি সাধারণ উদাহরণ।

আনুষ্ঠানিক যুক্তি প্রয়োগ সাংবাদিকতার বিষয় না হলেও সাংবাদিকরা সাধারণত যুক্তির ভিত্তিতেই কোনো সিদ্ধান্তে পৌছান। এর সঙ্গে কোনো তথ্যের ব্যাখ্যায় পরিসংখ্যান এবং পরিসংখ্যান নির্ভর যুক্তির প্রয়োগ অবশ্যই প্রতিবেদনটিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

যুক্তি আর পরিসংখ্যান ভিত্তিক তথ্য ব্যাখ্যার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে **যুক্তিতেই মুক্তি** শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে।

বিকৃতি: শয়তানের মতো সার্বক্ষণিক এক সঙ্গী

প্রতিবেদনটি কোনোভাবে বিকৃত হয়েছে কি? –একটি প্রতিবেদনের কেবল উপস্থাপনার ধরণ বা কাঠামো দেখেই অনেক সময় এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সম্ভব। আজকাল টেলিভিশনের মতো দৃশ্যমাধ্যমের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সংবাদপত্রগুলোও ছবির ওপরে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে, ভালো ছবির ওপরে। টিভি বা সংবাদপত্র দু' ক্ষেত্রেই, যদি ভালো ছবি থাকে তাহলে দেখা যায় সংবাদটি যাচ্ছে, আর ছবি না থাকলে বা ছবি ভালো না হলে, তা যাচ্ছে না। এই 'ভালো ছবি' বা জীবন্ত কিছু দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকেই আসলে সমস্যা দেখা দেয়। যেমন ধরা যাক, সড়ক দুর্ঘটনায় এক শিশুর মৃত্যু হলে এলাকাবাসী রাস্তা অবরোধ করে। ওই অবরোধ তুলে নেয়ার ঠিক পরপরই টেলিভিশন প্রতিবেদক ঘটনাস্থলে আসেন। এখন, ভালো ছবি পাওয়ার জন্য তিনি কি আবার রাস্তায় প্রতিবন্ধক তৈরি করতে বলবেন? যদি বলেন– "প্লিজ, একটু, প্লিজ"; তাহলেই সম্ভবত প্রতিবেদক বিকৃতির পথ ধরে চলতে শুরু করলেন।

কাগজ ও হাওয়া নির্ভর, দু'ধরনের মাধ্যমেই এই বিকৃতির বিষয়টি প্রাসঙ্গিক। প্রতিটি প্রতিবেদকই জানেন, একটি ভালো উদ্ধৃতি তার প্রতিবেদনটিকে আরো প্রাণবন্ত করে তোলে। কিন্তু একটি ভালো উদ্ধৃতি কি একটি ভালো প্রতিবেদন তৈরি করে? একটি শক্তিশালী উদ্ধৃতি বা আকর্ষক উদ্ধৃতি কি প্রতিবেদনটির যথার্থ অর্থ বিকৃত করে দেয় না? আর বেশ কিছু মানুষের উদ্ধৃতিকে মিশিয়ে তৈরি করা 'মিশ্র উদ্ধৃতি' বা 'কম্পজিট কোট'-এর ক্ষেত্রেই বা একজন প্রতিবেদকের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে?

এসব প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে **বিকৃতি: শয়তানের মতো সার্বক্ষণিক এক সঙ্গী** শীর্ষক অষ্টম অধ্যায়ে।

নৈতিকতা: নিরন্তর নাচিয়ে চলা প্রত্যয়

নীতি-নৈতিকতার বিষয়টি এমন কিছু নিয়ম-কানুনের সংমিশ্রণ যা চটজলদি আয়ত্বে আনা বেশ কঠিন। সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালার একটি তালিকা আমাদের দেশসহ বেশ কিছু দেশেই আছে। তা কিছুটা কাজেও দেয়। কিন্তু ওটি, একজন সাংবাদিক দায়িত্ব পালনকালে যেসব প্রশ্নের মুখোমুখি হন তার সবগুলোর উত্তর দিতে পারে না। এ

www.pathagar.com

কারণেই একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক কিভাবে তার নৈতিকমান অক্ষুণ্ন রাখেন সে সংক্রান্ত আলোচনা মূল্যবান। প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করা হয়েছে **নৈতিকতা: নিরন্তর নাচিয়ে চলা প্রত্যয়** শীর্ষক নবম অধ্যায়ে।

আগে জানলে...

একজন পরিণত সাংবাদিক জানেন, তার অধিকাংশ প্রতিবেদনই কাউকে না কাউকে আঘাত করে বা নিদেন পক্ষে কাউকে না কাউকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। একজন মানুষ হিসেবে, এই পরিস্থিতিতে, সাংবাদিক যা হিসাব করেন তা হলো– প্রতিবেদনটির সুফল সম্ভাব্য নেতিবাচক ফলাফলের চেয়ে বেশি হবে কি না? এই কঠিন হিসাব-নিকাশের প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে **আগে জানলে...** শীর্ষক দশম অধ্যায়ে।

সমাধান একটাই: ভালো লেখক হওয়া

একজন সাংবাদিক হিসেবে আপনি হয়তো সংবাদমূল্য বিবেচনা করেই একটি বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন, সংবাদটির সত্যতাও নিশ্চিত করলেন, ঔচিত্য রক্ষার ব্যাপারটিও আপনার মাথায় রইলো, প্রতিবেদনটি যুক্তিযুক্ত হলো কি না তা-ও একাধিকবার বিবেচনা করলেন, চেষ্টা করলেন ঘটনা যেন একটুও বিকৃত হয়ে না যায় সেটিও নিশ্চিত করতে, আইন-কানুনের দিক থেকে যেন আটকে না যান, নৈতিকতার দিকটি যেন ঝুলে না যায়– সব বিবেচনা করলেন, পরিণতি কী হতে পারে তা-ও অনুমান করে নিয়ে তবে আপনি প্রতিবেদন জমা দিতে গেলেন–, কিন্তু তখনও কেমন যেন খুঁত-খুঁতে একটা অস্বস্তি আপনার মধ্যে কাজ করতে পারে। সেই অস্বস্তির কারণ সম্ভবত আপনার প্রতিবেদনের ভাষা। আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন, যে শব্দ আপনি ব্যবহার করছেন তা একশ ভাগ যথার্থ হয়নি কিংবা প্রতিবেদনটিতে কিছু বাহুল্য শব্দ রয়ে গেছে বলে আপনার মনে হচ্ছে। এই যে অযথার্থ শব্দ বা বাহুল্য শব্দের ব্যবহার– আপনার একটি আদর্শ সংবাদ বা যথাযথ সংবাদ পরিবেশনের সব চেষ্টাকে ভণ্ডুল করে দিতে পারে। আপনি যতোটুকু অনুমান করছেন সাংবাদিকতায় ভাষা সম্ভবত তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাংবাদিকতার এই ভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **সমাধান একটাই: ভালো লেখক হওয়া** শীর্ষক একাদশতম অধ্যায়ে।

এ ধরনের অধিকাংশ গ্রন্থে আইন-কানুন নিয়ে একটি অধ্যায় থাকে। আমি যে ইংরেজি বইটি সামনে রেখে এই টোকাগুলো নিয়েছি সেখানেও আইন-কানুন সংক্রান্ত একটি অধ্যায় রয়েছে। আইন-কানুন সম্পর্কে জানা আসলেই খুব জরুরি। আজকাল যারা সংবাদপত্রে কাজ করছেন তারা কখন আবার আইনী মারপ্যাঁচে জড়িয়ে যান তা নিয়ে বেশ উদ্বেগের মধ্যে থাকেন। কোথায়, কোন আদালতে, কে মামলা ঠুকে দেবেন আর প্রতিবেদক, সম্পাদক বা বার্তা সম্পাদককে ছুটতে হবে এক জেলা থেকে আরেক জেলায় কিংবা এই আদালত থেকে সেই আদালতে– এই নিয়ে বেশ দুঃশ্চিন্তা করতে দেখা যায় সংবাদকর্মীদের। কিন্তু যেহেতু আমার আরেকটি গ্রন্থে (*সাংবাদিকতা: প্রথম পাঠ, রাজী ও*

www.pathagar.com

অন্যান্য) এ সংক্রান্ত বিস্তারিত কথাবার্তা রয়েছে সুতরাং এ নিয়ে এই গ্রন্থে কোনো আলোচনা করা হলো না।

বইটির নামকরণ নিয়েও একটা কৈফিয়াত দেওয়া দরকার। বিসিডিজেসি প্রকাশিত আর একটি বই রয়েছে যার নাম– সাংবাদিকতাঃ প্রথম পাঠ। সেটিও মূলত 'নকলামি' করে লেখা। সে নকলামির দায়ও মূলত আমার। তো সেই ধারাবাহিকতা (নানান অর্থে) বজায় রাখতে আমি 'সাংবাদিকতাঃ দ্বিতীয় পাঠ' নামটি এই বইয়ের জন্য নির্ধারণ করেছি। তবে, প্রথম পাঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে তৈরি করা আর দ্বিতীয় পাঠ একটু পরিণতদের কথা মাথায় রেখেই সাজানো। আমজনতা এই গ্রন্থটি পাঠ করে উপকৃত হবেন এমন আশা নেই। তবে এটি পাঠ করে নবীন শিক্ষার্থীরা একটু ভিন্নভাবে তাদের জানা বিষয়গুলো পরখ করে দেখার সুযোগ নিতে পারেন। যদি সে সুযোগ তারা নেন তাহলে এই অভাজনের মনোবাসনা কিছুটা পূরণ হয়।

আর রাজী
শিক্ষক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

জানা থাকলেই সব সুস্পষ্ট

এই বাজার-যুগে সব কিছুর মতো সাংবাদিকতাকেও একটি ব্যবসা হিসেবে গণ্য ও গ্রহণ করা হচ্ছে। ব্যবসা ব্যাপারটা খারাপ তা বলবো না। কিন্তু এটুকু বলে রাখতে চাই, ব্যবসার সঙ্গে নৈতিকতার যে সম্পর্ক সেটি প্রথম শ্রেণীর নয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর– সে যে নামেই ব্যবসাকে ডাকা হোক না কেন। আরও উল্লেখ করতে চাই, এ দেশে এক আদি ভুল বোঝাবুঝির কারণে সাংবাদিকতার ব্যবসা যারা করেন তাদের কাছ থেকে আশা করা হয় প্রথম শ্রেণীর নৈতিকতা। শেয়ালের পেট থেকে বাঘের বাচ্চা জন্ম নেবে– এমন এক অদ্ভুত প্রত্যাশা যে কোনোদিন স্বাভাবিকভাবে পূরণ হওয়ার নয় সে কথাটা আমাদের অনেকেরই মনে থাকে না।

বাংলাদেশে এমন কোনো ব্যবসার কথা কেউ কি উল্লেখ করতে পারবেন যেটি ব্যবসা-বাণিজ্য যেটুকু নৈতিকতা মেনে বা বজায় রেখে করা হবে বলে আশা করা হয় সেটুকু বজায় রেখে করা হচ্ছে? আলবৎ না। সুতরাং সাংবাদিকতা নিয়ে যারা ব্যবসা করছে তাদের নীতি-নৈতিকতা নিয়ে পৃথক করে প্রশ্ন তোলা কি ঠিক হচ্ছে? যারা তত্ত্বালোচনা করেন, তারা বলেন– হ্যাঁ, তেমন প্রশ্ন করা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বরং জরুরি। কেননা, সাংবাদিকতা এমন এক ধরনের ব্যবসা যেখানে অন্যান্য সব কিছুর নীতি-নৈতিকতার দিকটি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, যাচাই-বাছাই করা হয়, ভালোমন্দ রায় দেয়া হয়। অন্যের নীতি-নৈতিকতা, সঠিকতা, যথার্থতা নিয়ে যে ব্যবসায় প্রশ্ন করা হয় সেই ব্যবসায়টির নীতি-নৈতিকতাতো অবশ্যই অন্যান্যদের চেয়ে উন্নত হতেই হবে। নইলে, অমন প্রশ্ন উত্থাপনের নৈতিক অধিকারটি আর সাংবাদিকতা-ব্যবসার এখতিয়ারভুক্ত থাকে না। সুতরাং আর সব কিছুর থেকে সাংবাদিকতার কাছে নীতি-নৈতিকতার দাবিটা একটু বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যবসার মৌলিক চরিত্রকে অতিক্রম করে সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলো সে দাবি যে মেটাতে কখনোই সক্ষম হবে না– এই সত্যটিও শুরুতেই আমাদেরকে কবুল করে নিতে হবে। সেই সঙ্গে বুঝতে হবে, সংবাদপ্রতিষ্ঠানের ব্যবসার চরিত্রটা অন্যান্য ব্যবসা থেকে কোথায়, কীভাবে ভিন্ন।

সংবাদমাধ্যমের টিকে থাকার জন্য ব্যবসা করাটা জরুরি। কিন্তু সেই ব্যবসার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে দর্শক, শ্রোতা বা পাঠকের সঙ্গে তার এই অলিখিত চুক্তি যে– দর্শক-শ্রোতা-পাঠকের জানার আগ্রহ থাকতে পারে, তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট এমন সব খবর, সম্ভাব্য সকল বাধাবিপত্তি বা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সংবাদমাধ্যম দর্শক-শ্রোতা-পাঠককে জানাতে বাধ্য থাকবে। এই চুক্তির আওতাতেই শ্রোতা ও প্রেক্ষক (পাঠক-দর্শক) নিজেকে অর্থাৎ তার একান্ত সময়কে বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বিক্রি করার অধিকার সংবাদমাধ্যমের হাতে তুলে দেয়। সংবাদপ্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানগুলোর কেনাবেচার মূল যে 'পণ্য' (দর্শক, শ্রোতা বা পাঠক) সেই 'পণ্য' পুরো প্রক্রিয়ায় একেবারে 'নির্বাক' থাকে। কারণ, সম্ভাব্য সকল বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে তাকে

www.pathagar.com

অব্যাহতভাবে সংবাদ সরবরাহ করার যে 'চুক্তি' সংবাদপ্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে রয়েছে তার কোনো খেলাপ সে আশঙ্কাই করে না। এই অলিখিত চুক্তিটি সংবাদপ্রতিষ্ঠানটি মেনে চলবে কি না তা অবশ্য পুরোপুরি নির্ভর করে সংবাদপ্রতিষ্ঠানটির নৈতিক দৃঢ়তার ওপরে। যদি এই চুক্তির বরখেলাপ কোনো একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠান করে তবে তত্ত্বানুযায়ী, দর্শক বা পাঠক তাকে ত্যাগ করে অন্য আরেকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। *(কিন্তু বাংলাদেশে যেহেতু সব শেয়ালের এক রা– সুতরাং দর্শক বা পাঠকের সামনে এমন বিকল্প নেই)।*

এরকম একটি তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে আমাদের দেখা দরকার বাংলাদেশের সংবাদপ্রতিষ্ঠানগুলোর চেহারাটা কী? তাই এবার, বাংলাদেশের সংবাদ-প্রতিষ্ঠানগুলোর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দিকে আলোকপাত করা যাক এবং দেখা যাক তারা ব্যবসার আওতায় কী কী করছে।

আমাদের সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের জন্মসময়ের ইতিহাস মাথায় রাখাটা জরুরি। এই ইতিহাস আমাদের বর্তমানের সংবাদমাধ্যমগুলোকে বুঝতে অনেকখানি সহায়তা করতে পারে। এখানে সাংবাদিকতার শুরুই হয়েছে ক্ষমতা চর্চার অংশ হিসেবে। যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা, আর যারা ক্ষমতায় যেতে চান তারা, এই সাংবাদিকতাকে ব্যবহার করেছেন নিজেদের স্বার্থে। শুরুর দিকের সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে এখনও টিকে আছে যে সংবাদপত্রগুলো সেগুলো নিখাদ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মেছিল। এদের একাধিকটির মালিকানা বর্তমান মালিকরা যেভাবে 'হাতিয়ে নিয়েছে' তা নিয়ে পিলে চমকানো গল্প রয়েছে। আর বর্তমানে, সরকারিগুলো বাদে বাংলাদেশের প্রতিটি সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের মালিকই সংবাদ কেনাবেচা ছাড়াও আরও নানান ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যে জড়িত সে কথা নিজেরাই সাতমুখে বলে বেড়ান।

এছাড়া, কীভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা আর বহুপক্ষীয় বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে আমাদের প্রতিটি সংবাদপ্রতিষ্ঠানের মালিকরা– সামান্য খোঁজ-খবর নিলেই সে কাহিনীও বিস্তারিত জানা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গেলে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে টাকা-পয়সার দরকার পরে। আর সংবাদমাধ্যম দখলে থাকলে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ব্যবসা-বাণিজ্য দু-ই করতলে থাকে বা করতলগত হওয়ার সুযোগ বাড়ে। এই পাকচক্রে পড়ে সংবাদমাধ্যমের আর এমন কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব থাকে না যার বলে সে দর্শক বা পাঠকের সঙ্গে তার যে চুক্তি রয়েছে তা বজায় রাখতে পারে। এ অবস্থায় মালিকরা বরং লগ্নি করা অর্থ দ্রুত তুলে আনতে বা আরও মুনাফা নিশ্চিত করতে সংবাদ-প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরোপুরি ব্যবসা ও রাজনীতি উদ্ধারের কাজেই ব্যবহার করে।

পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, যে মানের সংবাদপ্রতিষ্ঠানেরই মালিক হন না কেন, কেবল ব্যক্তিগত যোগাযোগ (অধিকাংশ ক্ষেত্রে তোষামোদ, খোশামোদ, আত্মপ্রবঞ্চনা ইত্যাদি)-এর মাধ্যমে আপনি বিজ্ঞাপন প্রচারের/প্রকাশের নামেই হাতিয়ে নিতে পারেন

www.pathagar.com

লাখ লাখ টাকা। আপনার যদি একটি সংবাদপ্রতিষ্ঠানের মালিকানা থাকে এবং আপনি যদি চোর বা ডাকাত শ্রেণীর কোনো ব্যবসায়ীর সন্ধান পেয়ে যান (সাংবাদিকতায় থাকলে এই সন্ধান পাওয়াটা খুবই সহজ, যেমন তহশীলদারদের পক্ষে সহজ খাস জমি বা ঝামেলাযুক্ত ভূমি খুঁজে পাওয়া) তাহলে ওই চোর বা ডাকাতের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে বিজ্ঞাপন সংগ্রহের পাশাপাশি নামকাওয়াস্তে সংবাদপ্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে গেলেই চলে। তবে চোর-ডাকাতের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভাগটিও যদি আপনি বৃদ্ধি করতে আগ্রহী হন তবে অবশ্যই আপনার সংবাদমাধ্যমটির চেহারা-সুরতের উন্নতি ঘটাতে হবে, সুশীল সমাজের বরকন্দাজি করতে হবে, পাশাপাশি দর্শক-পাঠককে ধরে রাখার বা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টাটা জারি রাখতে হবে। অবশ্য আকাঙ্ক্ষা যদি আরও বড় হয় তবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চোর-ডাকতদের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মুরুব্বি সাজার চেষ্টাও আপনাকে জারি রাখতে হবে। এই হচ্ছে মোটের ওপরে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলোর অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও পরিচালনা পদ্ধতি। এদের প্রায় প্রতিটির সম্পাদক আসলে মালিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা। সাংবাদিক বা সম্পাদক চরিত্রের কোনো একটি বৈশিষ্ট্যও তাদের ব্যক্তিত্বে খুঁজে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার।

বক্তব্যটি আরও একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করি। বাংলাদেশ যেহেতু মারাত্মকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অন্যায় আক্রান্ত একটি দেশ সুতরাং এখানে দুর্নীতি ও অন্যায় অবিচারকরণেওয়ালার সংখ্যাও বিরাট। এই শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে বখরা আদায় করার একটি উপায় হচ্ছে তাদের দুর্নীতির বিষয়টি জনসম্মুখে উন্মোচনের হুমকি দেওয়া। এই কাজটি সংবাদমাধ্যম করতে পারে। সুতরাং সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় দুর্নীতিকরণেওয়ালাদের থাকে না। অবৈধ আয়ের অর্থাৎ চুরির ভাগ তাই তাদের দিতে হয়- সেই ভাগ তারা দেয় মূলত বিজ্ঞাপন হিসেবে।

পাঠকের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে- বিষয়টি এতোই সরলভাবে সংঘটিত হয় কি না? আমি নিশ্চিত করতে পারি, বিষয়টি এমন সরলভাবেই ঘটে। প্রায় সব সংবাদমাধ্যমই যেহেতু এই সব বখরা পায় সুতরাং কেউ কাউকে ওই অর্থে ঘাটায় না। বরং সবার চেষ্টা থাকে কীভাবে বড় চোর-ডাকাতকে বাগে আনা যায় এবং তার কাছে থেকে বিজ্ঞাপন আদায় করা যায় সেদিকে। পাঠক এই মুহূর্তে স্মরণ করার চেষ্টা করুন, কারা বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য সংবাদমাধ্যমকে বেশি ব্যবহার করে। নিশ্চয়ই হাওয়া বিক্রি করে মানুষের পকেট কাটা মোবাইল কোম্পানির কথা মনে পড়ছে আপনার। মনে পড়ছে, ভূমিদস্যুদের কথা বা সাফসুতরা থাকার জিনিসপত্র বিক্রিওয়ালাদের কথা। কিংবা হয়তো হাবিজাবি খাওয়ার যারা তৈরি করে তাদের কথা। না কি মনে পড়লো সোডাএ্যাস বিক্রেতাদের নাম? হয়তো বা মনে পড়েছে, গলাকাটা দুই নাম্বারি হাসপাতালগুলোর কোনো একটির বিজ্ঞাপন! মনের কোনো দোষ নেই, এরাই এখন বাংলাদেশে সবচে বেশি বিজ্ঞাপন দেয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের এমন একাধিক মোবাইল ফোন কোম্পানি রয়েছে যাদের একেকটি প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমগুলোকে মাসে কমবেশি পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকার বিজ্ঞাপন সরবরাহ করে। কেবল মোবাইল ফোন কোম্পানির কাছ থেকে যে আয় হয় তা দিয়ে সংবাদপ্রতিষ্ঠানগুলোর অনেকেরই সংবাদকর্মীদের প্রতি বছরের কয়েক মাসের বেতন-ভাতা হয়ে যায়।

পাঠক, এ প্রসঙ্গে আপনার মাথার কাছে আর একটি দাবি উত্থাপন করছি। আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন এবং মিলিয়ে নিন– বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সংবাদমাধ্যমগুলোতে সবচে বেশি বিজ্ঞাপন দেয় কে? এটি কি একটি ভূমিরাক্ষসের প্রতিষ্ঠান? হয়তো এটি একটি গ্রুপ! হয়তো এর নানান রকম অঙ্গপ্রতিষ্ঠান রয়েছে! এবার মিলিয়ে দেখুন কী পরিমাণ বিজ্ঞাপন ওই গ্রুপটি সংবাদমাধ্যমগুলোতে দিয়ে থাকে। কম করে যদি মাসে দশ লাখ টাকাও তারা বিজ্ঞাপন বাবদ এক একটি সংবাদমাধ্যমকে যোগান দেয় তখন কি আর সেই সংবাদমাধ্যম বা মাধ্যমগুলোর উপায় থাকে ওই প্রতিষ্ঠানের বা তার মালিকের বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু প্রকাশ করার? আপনি হয়তো আরও লক্ষ্য করবেন, সে মোবাইল ফোন কোম্পানি হোক বা ভূমি/ফ্ল্যাট বিক্রিকারী প্রতিষ্ঠান হোক তাদের বিজ্ঞাপন দেওয়াটা তাদের পণ্য বিক্রির জন্য একেবারেই জরুরি না। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তারপরও কেন তারা বিজ্ঞাপনগুলো দিয়ে থাকে?

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে– ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নীতি-নৈতিকতা দিয়ে, কিন্তু সাংবাদিকতা এমন এক ব্যবসা যেখানে প্রথম শ্রেণীর না হলেও আর সবার চেয়ে উঁচু শ্রেণীর নৈতিকতা বজায় রাখা তার সংবাদ-ব্যবসা পরিচালনার অন্যতম শর্ত। এখন বাংলাদেশের যে দশা তাতে উঁচু শ্রেণীর নৈতিকতা বজায় রাখার কোনো সুযোগ কোথাও নেই– সুতরাং সংবাদপ্রতিষ্ঠানগুলোও অন্যসব নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ চরিত্র নিয়েছে। সংবাদপ্রতিষ্ঠানের মালিকানার চরিত্র নিয়ে তাই ভিন্ন কিছু বলারও অবকাশ ফুরিয়েছে।

এ পর্যায়ে সঙ্গত দু'টি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, প্রশ্ন দুটি হচ্ছে– কেন এমন হলো এবং এর থেকে বের হয়ে আসার উপায় কী?

খুব সংক্ষেপে বলা যায়– বাংলাদেশের লেখাপড়ার হালহকিকত খুব খারাপ। মহা বলুন আর বিশ্ব বলুন, কোনো বিদ্যালয়েই কোনো লেখাপড়া সেই অর্থে হয় না। ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা/নিরাপত্তা বোধের কাছে পরাস্ত হয়ে দেশের সবচে 'অগ্রসর জনগোষ্ঠী' ১৯৪০-এর দশকের শেষ দিকে এই ভূখণ্ড ছেড়ে দলবেঁধে চলে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া উঠে যায়। এ লেখায় সেদিকে যাওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু প্রসঙ্গটি উল্লেখ করতে হলো এ কারণে যে, একটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যদি লেখাপড়া না থাকে তাহলে সেই দেশের অতীত জ্ঞান, ঐতিহ্য, দর্শন, শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রটি ছিন্ন হয়ে যায় এবং দেশটি এক

www.pathagar.com

দিশেহারা অবস্থায় উপনীত হয়। একই কারণে তার নীতি-নৈতিকতার ভূমিস্তরটি খুব পাতলা হয়ে যায়। এই পাতলা ভূমিতে আর কোনো বড়বৃক্ষ বেড়ে ওঠার সুযোগ থাকে না। তারই পরিণতি আমরা দেখতে পাই- বাংলাদেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের ঘিরে বিতর্ক ও সংঘাতময় পরিস্থিতির মধ্যে। ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব যখন বিপর্যস্ত তখন বিপর্যস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোও- বিচার, শাসন, রাজনীতি, ব্যবসায়, এমনকি ধর্ম নামক প্রতিষ্ঠানটিও এখানে বিপর্যস্ত। সুতরাং সাংবাদিকতা- যেটি আরও একটু বেশি যত্নআত্মি দাবি করে সেটি ঠিক থাকে কেমন করে? বরং সাংবাদিকতা হয়ে দাঁড়ায় পর্যায়ক্রমে একদল মানুষের ভাবমূর্তি নির্মাণ এবং অন্য দলের ভাবমূর্তি বিনাশের এক অশ্লীল খেলা।

বক্তব্য স্পষ্টতর করার জন্য সাংবাদিকতার কাছাকাছি থাকা চলচ্চিত্র শিল্পের উদাহরণ টানা যেতে পারে। ঢাকার চলচ্চিত্রের শুরুটা এক কথায় ছিল দারুণ। স্বাধীনতার পরও তার ধারাবাহিকতা কমবেশি বজায় ছিল। কিন্তু অল্পদিনেই ঢাকার চলচ্চিত্র এমন এক কদর্য চেহারা নিল যে সে নিয়ে আলাপ করাও আর সুরুচির অন্তর্গত রইলো না। কেন এমন হলো? প্রযোজক, পরিচালক, প্রদর্শক বা দর্শক- কাউকেই পৃথক করে দোষ দেয়ার সুযোগ নেই। আমরা সবাই মিলে চলচ্চিত্রকে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছি বা নিয়ে আসতে সহায়তা করেছি। লেখাপড়া না জেনে কোনো একটা হাতিয়ারকে ব্যবহার করলে মাঝে মাঝে পরিণতি কী হয় তার এক মোক্ষম উদাহরণ- ঢাকাই ছবি। পাগলের হাতে বন্দুক তুলে দেয়ার যে ঝুঁকি থাকে একই ঝুঁকি থাকে অজ্ঞকে যে কোনো একটা হাতিয়ার তুলে দিলে। সে আপনি সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি বা বিশ্ববিদ্যালয়-যে কোনো হাতিয়ারের কথাই বলেন না কেন? কিছু ধান্ধাবাজ (বুদ্ধিজীবী) লোক অবশ্যই আছে যারা নিজের যোগ্যতা, সামর্থ বা সক্ষমতা বর্হিভূত কাজে পা রেখে বলে, নাড়াচাড়া করতে করতেই শেখা হয়ে যাবে, 'সুযোগ দিলে আমরাও একদিন পারবো' ইত্যাদি মধুর বাজে কথা। তারা এ কথা বলে, আরো কিছু দিন নেড়েচেড়ে দেশটার সবটা খাওয়ার ধান্দা মাথায় রেখে।

ইতিহাস শিক্ষা বলে, যথাযথ প্রস্তুতি না নিয়ে যা কিছুই আপনি করতে যান না কেন তা সফল হতে পারে না, বরং সেই চেষ্টা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি করতে বাধ্য। তবে এমন কর্মকাণ্ড আপনাআপনি বন্ধও হয়ে যাবে না। কারণ, এই তথাকথিত কর্মযজ্ঞের আড়ালেই তো ধান্দাবাজরা পকেট কাটতে পারে জনগণের, নির্মাণ করতে পারে নিজেদের মহাপবিত্র বা মহাবিজ্ঞের ভাবমূর্তি, গুছিয়ে নিতে পারে আখের। খোঁজ নিয়ে দেখুন, এই সব ধান্দাবাজদের পেছনে আছে আন্তর্জাতিক (মদদ)দাতারা এবং এদের এক পা অবশ্যই বিদেশের মাটিতে রাখা।

মোদ্দা কথা- যে কোনো কাজে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করতে হলে কাজটি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা, পাঠ আর আলাপ-আলোচনা দরকার এবং বিশেষভাবে দরকার কাগজে-কলমে চিন্তা-ভাবনাগুলো লিখে ফেলা। লেখালেখির কাজটি সবচে প্রাথমিক ও সবচে

www.pathagar.com

জরুরি। এই কাজটি করতে হলে যে বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ দরকার তা তো আমাদের নেই। বাস্তব কারণেই তা থাকা সম্ভব নয়। আমাদের শিক্ষার্থীরা কেউ দার্শনিক, রাজনৈতিক বা সাহিত্যিকের কঠিন জীবন যাপনের জন্য সাধনা করে না। আমরা তাদের সে সাধনার পথে নিয়ে আসতে পারিনি, পারি না। অথচ এই তিন ধারা থেকে আসা শিক্ষার্থীরাই কেবল দেশকে বর্তমানের অবস্থান থেকে প্রতিঅবস্থানে নিয়ে যেতে পারে। সত্যি বলতে কি এমন সম্ভাবনা সাদা চোখে আমার নজরে পড়ে না।

ওপরের আলোচনার সার হিসেবে বলা যায়– এখন নগদ হাসিলের খুব কার্যকর এক হাতিয়ার সাংবাদিকতা। সম্পাদকরা, মালিকরা, আরও ভালো করে এই নগদ প্রাপ্তির কথাটি জানেন। কিন্তু নগদ আদায় করতে গেলে সাংবাদিকতা আর হয় না, ব্যবসা হয়। সাংবাদিকতা না ব্যবসা, কোনটি প্রধান– এই বিরোধের সুরাহা না হলে কারও পক্ষে সাংবাদিক হয়ে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার। সাংবাদিক ছাড়া সংবাদপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে কী করে?

রাজনীতির মানুষরা যেমন আমাদের দেশে রাজনীতিবিদ না হয়ে রাজনীতিজীবী হয়ে গেছেন তেমনি সাংবাদিকতা করতে এসে সাংবাদিক না হয়ে আমরা সাংবাদিকতাজীবী হয়ে উঠছি। এটি ভালো না মন্দ হচ্ছে সে আমি এখন বলতে পারছি না। কিন্তু সাংবাদিক হওয়া যে হচ্ছে না তা আমি প্রায় নিশ্চিত করে বলতে পারি। বলতে পারি, এদের সংগঠিতভাবে ব্যবহার করছে যে মালিক ও/বা সম্পাদকরা তারাও সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠানের মালিক ও/বা সম্পাদকের চরিত্র না নিয়ে গ্রহণ করছেন টাকারাক্ষসের চরিত্র। সাংবাদিকতা করতে হলে যে ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, আমাদের দেশে তা গড়ে ওঠাই যেন এ অবস্থায় অসম্ভব। বামন-মানুষের পেশা সাংবাদিকতা নয়। সাংবাদিকতা 'ওভার ম্যান'-এর পেশা; যে নগদের ধার ধারে না। অথচ আমাদের সংবাদপ্রতিষ্ঠানের মালিক বলুন বা সম্পাদক বলুন তাদের অধিকাংশই বনসাই গোত্রের, প্রতিদিন নগদ কিছু পেলেই তারা কেবল টিকে থাকতে পারেন।

বাংলাদেশের সাংবাদিকতার চেহারা-চরিত্র বোঝার জন্য এ পর্যায়ে, এই সীমিত পরিসরে, এর বেশি বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয় না।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

গল্পকথকদের সর্বশেষ সংস্করণ: সাংবাদিক

সেই সে গল্পকথক...

হাজার বছর আগে কিছু মানুষ ছিল যারা ঘুরে বেড়াতো জানা-অজানা নানান অঞ্চলে। নতুন এলাকায় গিয়ে তারা হাজির হতো হাট-বাজারের মতো জায়গায়। সেখানে পৌঁছেই উপস্থিত লোকজনকে শোনাতো দূর-দেশের নানান গল্প– পথ থেকে পথে চলার সময় পাওয়া সর্বশেষ খবরাখবর। এসব গল্পকথকদের কেউ কেউ আকর্ষণীয় ঢঙে, চিত্তাকর্ষক বর্ণনায় উপস্থাপন করতে পারতো নিজেদের অভিনব সব অভিজ্ঞতার কথা, দেখে আসা দেশের সর্বশেষ ঘটনা বা কাহিনী। যারা এমন দক্ষতার সঙ্গে কাহিনীগুলো শোনাতে পারতো আগ্রহী শ্রোতারা তাদেরকে আপন করে নিত, অভিনন্দন জানাতো, পুরস্কৃত করতো।

এই গল্পকথকদের কাছে শোনা কোনও রাজার পতনের বা নতুন উৎপীড়কের উত্থানের গল্প, কোনও দেশের সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রার কাহিনী বা আসন্ন যুদ্ধের সংবাদ কিংবা নায়ক আর খলনায়কদের কীর্তিকলাপের ফিরিস্তি ছড়িয়ে পড়তো আশেপাশের আরও সব এলাকায়। এসব কিছুর সঙ্গে ওই গল্পকথকরা শোনাতো জিনিসপত্তরের দরদামের খবর, নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা বা আদর্শের কথা। ধারণা করা হয়, স্ক্যান্ডল বা ফ্যাশনের গল্পগুলোও তারা তাদের শ্রোতাদের শোনাতে ভুলতো না।

এই গল্পবলিয়েদের যেসব গল্প বণিক আর শাসকদের কাজে লাগতো বা কাজে লাগতে পারে বলে অনুমান করতেন বণিক আর শাসকরা, সেগুলোর বিস্তারিত শুনতে চাইতেন তারা। আর ওই গল্পগুলোই তখন হয়ে উঠতো খবর। খবর দেওয়ার জন্য উপযুক্ত নজরানা পেতো তার বাহক। এই সব গল্পকথকদের বয়ান শুনেই পুরো সমাজ তাদের নিজেদের আত্মপরিচয় নির্মাণ করতো। অনেক ক্ষেত্রে, নিজেদের আচার-আচরণ কেমন হওয়া উচিত, সমাজ তা-ও নির্ধারণ করে নিত সেই সব গল্পের আয়নায় নিজেদের দেখে। তৈরি বা সংশোধিত হতো আইন-কানুন। এদেরই কথায় রাজ-রাজারা সিদ্ধান্ত নিত যুদ্ধে যাওয়ার বা প্রস্তুত হতো আসন্ন যুদ্ধ প্রতিরোধের। অর্জন করতো উন্নতি-অগ্রগতি-সমৃদ্ধি। কখনও-বা বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ হতো এদেরই প্ররোচণায়।

কখনও কখনও গল্পকথকের বলা কাহিনী উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে মিথ্যে দিয়ে সাজানো থাকতো। এমন ঘটনা ধরা পরলে সেই গল্পকথক হারাতো তার বিশ্বাসযোগ্যতা। আবার, এই সব চারণ গল্পকথকদের মধ্যে যারা ব্যর্থ হতো মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যবহ তথ্য বা সংবাদ দিতে; মানুষ তাদের সন্দেহের চোখে দেখতো। কিছু মানুষ ছিল যারা নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে সংগৃহীত তথ্যগুলো সরবরাহ করতো– এদের বলা হতো গোয়েন্দা বা ইনফরমার।

www.pathagar.com

এইসব চারণ-গল্পকথকদের মাঝ থেকেই এক সময় জন্ম হলো প্রতিবেদক বা রিপোর্টারদের।

প্রতিবেদকের জন্মকথা...

সহজ-সরল কিছু দক্ষতার ব্যবহার করে প্রতিবেদকরা ওইসব ভ্রমণবেত্তা গল্পকথকদের থেকে নিজেদের পৃথক করে নিয়েছিল। প্রতিবেদক হওয়ার জন্য ওই গল্পকথকদের প্রথম যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হতো তা হচ্ছে, খুব মনোযোগ সহকারে একেবারে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা। এরপরই ঘটনা বা ইস্যুর কেন্দ্রবিন্দুতে আলোকপাত করার ক্ষমতা থাকতে হতো তাদের। পাশাপাশি শ্রোতাদের এমন সব প্রশ্ন উত্থাপন করতে সহায়তা করার দক্ষতা তাদের থাকতে হতো যা– ঘটনা বা ইস্যু প্রসঙ্গে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক উত্তর দাবি করে কিংবা যে প্রশ্নের উত্তরে ফাঁস করে দিতে হয় গোপনতম কোনও কথা।

উল্লেখযোগ্য আরও একটি যোগ্যতা তাদের থাকতে হতো– উপস্থিত শ্রোতাদের জ্ঞান ও সুনির্দিষ্ট আগ্রহের দিকে খেয়াল রেখে নতুন বা তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যগুলো যোগান দেওয়ার ক্ষমতা।

এই প্রতিবেদকরা মূলত তথ্য সংগ্রহ করে তা প্রক্রিয়াজাত করতেন এবং তারপর ওই তথ্য প্রচারে নামতেন। এই প্রচারের কাজে শব্দ, কথা বা চিত্র ব্যবহার করে তাদের বক্তব্যকে তারা এমনভাবে উপস্থাপন করতেন যা সাফল্যের সঙ্গে ছুঁয়ে যেতো শ্রোতাদের কল্পনার জগত। একান্ত গোপনে আসলে তারা প্রতিযোগিতা করতেন সম্ভাব্য নতুন প্রতিবেদকদের বিরুদ্ধে। এদেরই কেউ কেউ একদিন পরিণত হলেন সাংবাদিকে।

সাংবাদিক...

তেমন কিছুই বদলে যায়নি। আজকের সাংবাদিকরা একেবারে তেমনটিই করেন যেমনটি করতেন প্রতিবেদকরা। পার্থক্য কেবল এইটুকু– আজকের সাংবাদিকদের সংগৃহীত তথ্য, ছবি ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে মাইলের পর মাইল পথ পাড়ি দিতে হয় না কিংবা সংগৃহীত তথ্যগুলো প্রচার করতে হয় না হাট-বাজারে। যা কিছু তারা সংগ্রহ করেন বিশেষ উপায়ে তা পৌঁছে যায় মানুষের ঘরে ঘরে– দরজার নিচ দিয়ে, জানলার ফাঁক গলে কিংবা একেবারে রুদ্ধ কক্ষে।

আজকের দিনেও সেই প্রতিবেদকরা সাধারণ ভোক্তাদের জন্য দৃশ্যত পক্ষপাতহীনভাবে তথ্য সরবরাহ করে চলেছেন। তাদের কাজ ছাপাখানা ও অন্যান্য আবিষ্কারের কারণে দারুণভাবে বিশেষায়িতও হয়ে গেছে। ভিন্ন একটা চেহারা নিয়েছেন সেই প্রতিবেদকরা এবং নিজেদের আরও বড় করে পরিচয় দিচ্ছেন 'সাংবাদিক' হিসেবে।

www.pathagar.com

অসংখ্য বিদ্যা আর বিশেষায়িত বিষয়গুলো এখন 'সাংবাদিকতা' নামেই নানান মিডিয়া পরিবেশন করে চলেছে। খবর, তথ্য ও মতামত সরবরাহকারী হিসেবে এরা সবাই সাধারণভাবে মেনে চলার চেষ্টা করছেন সততা, শুদ্ধতা ও পক্ষপাতহীনতার সর্বজনগ্রাহ্য মানদণ্ডটি। আর যারা এই 'সাংবাদিকতা'র সঙ্গে যুক্ত তাদের সবাই সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত হতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করছেন। কিন্তু মিডিয়া যা কিছু করছে তার সবই সাংবাদিকতা নয়, সংশ্লিষ্ট সবাই সাংবাদিকও নন। মিডিয়া নানান জনকে তুলে ধরছে, এদের কেউ গুপ্তচর বা প্রচারকর্মী, কেউ-বা বিনোদনকর্মী, ধর্মবেত্তা বা রাজনীতিক, আবার কেউ সাহিত্যিক বা গল্পকথক।

মনে রাখা দরকার, পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করার বৈশিষ্ট্য সাংবাদিকদের পৃথক করেছে গুপ্তচর, প্রচারক ও প্রচারণাকারী বা প্রপাগান্ডিস্টদের থেকে। অসহনীয় বা অপ্রিয় সত্য বলতে পারার ক্ষমতা সাংবাদিকদের পৃথক করেছে বিনোদনকর্মীদের থেকে। নিজস্ব বিশ্বাসকে চাপা দিয়ে কোনও ঘটনা বা ইস্যুর বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা সাংবাদিকদের পৃথক করেছে ধর্মবেত্তা বা রাজনীতিকদের থেকে। আর যথার্থতা ও জবাবদিহিতার গুণটি সাংবাদিকদের পৃথক করেছে গল্পকথকদের থেকে।

সাংবাদিক– ভিনগ্রহের বাসিন্দা...

সাংবাদিকদের অনেক সময়ই বলা হয় ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা। অন্তত তাদের তেমনটিই হওয়া উচিত। সাংবাদিকরা যে প্রতিবেদনগুলো করেন তার দশভাগের নয়ভাগ তৈরির সময় এমন এক মনোভঙ্গি নিয়ে কাজ করেন যেখানে চারপাশের জগত আর ঘটনাবলী সম্পর্কে তাদের থাকতে হয় এক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, সব কিছু সম্পর্কে এক নিরাসক্ত-নির্বিকার-নির্লিপ্ততা। অথচ একান্তে নিজের মধ্যে চলতে থাকে চিন্তার ঝড়। সর্বক্ষণ তারা নানান কিছু অনুমান করে চলেন। আবার নিজের অনুমানগুলো সম্পর্কে নিজেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকেন। সে প্রশ্নের আলোকে বাতিল করেন অনেক অনুমান, গ্রহণ করেন নতুন সিদ্ধান্ত। পাশাপাশি তার অনুধাবন প্রক্রিয়া বা পারসেপশানকে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে প্রভাবিত করতে পারে এমন সব নিদানকে অব্যহতভাবে বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলতে থাকেন চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে।

উত্তরাধুনিকতার এই যুগসন্ধিক্ষণে একজন নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদক বিদ্যমান পরিবেশ-পরিস্থিতিতে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে অনিবার্যভাবে নিজেকে একজন 'সত্যবাদি' বলেও 'বিশ্বাস' করেন। 'বিশ্বাস' করেন যে, তিনি উপস্থাপন করছেন একটি পূর্ণাঙ্গ, সুন্দর ও নির্ভুল প্রতিবেদন। আবার তিনি এটিও মানেন যে, চরম-সত্য বলে কিছু নেই, আমরা কেবল চেষ্টা করতে পারি আমাদের সেরা অবস্থানটিতে পৌঁছানোর বা আমাদের সেরা কাজটি করার।

কিন্তু কীভাবে একজন মানুষ সাংবাদিক হয়ে উঠতে পারেন? বলা হয়ে থাকে, একজন মানুষ নিজেই নিজেকে সাংবাদিকে পরিণত করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তাকে

www.pathagar.com

চেষ্টা করতে হবে নিজেকে এমন এক চির অতৃপ্ত মানুষে পরিণত করার- যে সূক্ষ্ম এক পর্যবেক্ষক, খুব ভালো শ্রোতা, অস্বাভাবিক রকমের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং যা কিছু বিশ্বাস করতে বলা হয় তা বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে সংশয়পূর্ণভাবে অনিচ্ছুক। যদি এমন মানুষ হিসেবে নিজেকে তৈরি করা সম্ভব হয় তবেই তিনি হয়ে উঠতে পারেন একজন প্রকৃত সাংবাদিক।

এর সঙ্গে, মনুষ্য প্রকৃতির বিচিত্র গতিপ্রকৃতি আর প্রেষণা সম্পর্কে পুরোদস্তুর উপলব্ধি যদি কোনো সাংবাদিকের থেকে থাকে তবে তা অবশ্যই খুব কাজে দেয়। পাশাপাশি একজন সাংবাদিকের থাকতে হয় ইতিহাসের শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা, বিভিন্ন বিষয়-আশয় সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবহিত থাকা এবং দৃশ্যত বিচ্ছিন্ন সব তথ্য ধারণ করার ক্ষমতা।

প্রয়োজনের তাগিদেই একজন সাংবাদিককে পারতে হয় অনেক কিছু। এই পারাটাই কিছু কিছু সময় সাংবাদিককে তার চারপাশের মানুষের কাছে অপ্রিয় করে তোলে। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটি উপায় হচ্ছে, খুব মোটা চামড়ার অধিকারী হওয়া। তারপরও থাকতে হয় রসবোধ ও কৌতুকপ্রিয়তা। আর সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারার সামর্থ। একটি ব্যাপকভিত্তিক, বৈচিত্রপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও কার্যকর অভিজ্ঞতার ভিত্তি গড়ে তোলার চর্চাটিও অব্যাহত রাখতে হয় একজন সাংবাদিককে।

কিন্তু তারপরও সাংবাদিক প্রথমত মানুষ...

পাঠক বা দর্শক-শ্রোতারা চান, তারা নিজেরা সাংবাদিক হলে যা দেখতেন, শুনতেন তারই এক সৎ-বিবরণ। তারা চান, সাংবাদিকরা তাদের চোখ আর কানের কাজ করবে। তারা যেখানে যেতে পারছেন না, সাংবাদিকরা সেখানে যাবে; যে ঝুঁকি তারা নিতে পারছেন না বা নেওয়ার সামর্থ রাখেন না, সেই ঝুঁকি সাংবাদিকরা নেবে; এমন সব প্রশ্ন সাংবাদিকরা করবে যা তারা নিজেরা সাংবাদিক হলে জিজ্ঞেস করতেন, এমনকি যে প্রশ্ন তাদের মাথায় আসেনি সেসবও সাংবাদিকরা করবে বলে তাদের আশা এবং তারপরে সাংবাদিকরা তাদের সামনে ফিরে আসবে এমন প্রতিবেদন নিয়ে যা পড়তে বা শুনতে চমৎকার। মনে রাখতে হবে, পাঠকরা রোমাঞ্চকর আকর্ষণীয় প্রতিবেদনই আশা করেন। অবশ্য একজন সাংবাদিকের সংস্কার বা বিশ্বাস তার প্রতিবেদনে প্রায়শ:ই প্রকাশ হয়ে যায়। তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস কিছু কিছু সময় কোনো কোনো প্রতিবেদনকে রঙিন করে ফেলে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি আবার পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিতও হয়। তবে সাংবাদিক যে দিকে ঝুঁকে থাকেন সে দিকে যেন সঙ্গতি রেখে চলেন এবং তার পক্ষপাতের বিষয়টি যেন ঢেকে রাখা না হয়- সে নিশ্চয়তাও আশা করেন পাঠক বা দর্শক-শ্রোতা। আর এমন ক্ষেত্রে দর্শক-শ্রোতারা সব সময়ই ওই প্রতিবেদনের মূল্য বা প্রভাব একটু কমিয়েই হিসেব করেন।

www.pathagar.com

অবশ্যম্ভাবীভাবে কখনও কখনও প্রতিবেদনে ভুল থেকে যায় বা কিছু বাদ পড়ে যায়। যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তা করা না হয়ে থাকে, তাহলে তথ্যদাতার মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহই এর কারণ। আবার সরবরাহকৃত তথ্য ভালোভাবে বুঝতে পারার বা যথাযথভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতাও এর জন্য দায়ী হতে পারে। কারণ যাই হোক না কেন, যে সাংবাদিকের প্রতিবেদন ভুল, পক্ষপাতদুষ্ট, অনুচিত বা অসত্য বলে ধরা পরে সেই সাংবাদিক অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণেই ওয়াকিবহাল মানুষের কাছে তামাসা বা পরিহাসের পাত্রে পরিণত হয়। জনমানুষের এই প্রতিক্রিয়াকে আমাদের স্বাগত জানানোই উচিত। কারণ এর অর্থ এই যে, সাংবাদিকদের কাছ থেকে জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি এবং তারা উচ্চ মর্যাদাতেই সাংবাদিকদের স্থান দেয়। তা সত্ত্বেও ভুলের ফাঁদে পা দেওয়া একজন সাংবাদিক ক্ষমা পেয়ে যেতে পারেন যদি তার ভোক্তারা পুরোপুরি বিশ্বাস করেন যে, ওই সাংবাদিক যা করেছেন তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের বোকা বানানোর জন্য করেননি।

আজকের বাজার আর খাদক যুগের পাঠক-দর্শক-শ্রোতা ক্লান্তিকরভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন তাদের শাসকদের আচরণে– যারা মিথ্যে বলে অহরহ। তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন সেই সব প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে– যারা তাদের প্রতারিত করে প্রতিনিয়ত। ভোক্তরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন ওই সব ব্যবসায়ীদের আচরণে– যারা সর্বক্ষণ তাদের ঠকাতে ব্যস্ত। তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন ওই সব পেশাজীবীদের সঙ্গেও– যারা তাদেরকে শোষণ করে, ব্যবহার করে হীনস্বার্থ চরিতার্থতায়। অথচ এই দর্শক-শ্রোতা-পাঠকরাই আশা করেন, এই বাজার যুগেও সাংবাদিকরা চিত্তাকর্ষক ও সৎ হবেন। এটি আশা করার মধ্য দিয়ে তারা নিজেরাই সাংবাদিকদের আর দশটি পেশা বা মানুষ থেকে পৃথক করে ফেলেন এবং এ কারণেও সাংবাদিকতা একটি 'ইজম' হিসেবে পরিগণিত হয়।

বদলে গেছে সে ছবি

হাজার হাজার গল্প-উপন্যাসে, শত শত ছায়াছবিতে খুঁজে পাওয়া যায় এমন এক নায়ককে; যে আচ্ছন্ন কোনও এক জটিল ভাবনায়। অস্থিরতার প্রকাশ তার চোখেমুখে বা আচরণে। অধিকাংশ দৃশ্যেই সে আগন্তুক, একের পর এক সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছে অপরিচিত স্থানে। এমন সব পথে সে পা রাখছে যা বিপদসঙ্কুল। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানি। তার একটাই মিশন– প্রতিবেদন পেতেই হবে, উন্মোচন করতেই হবে সত্য। অনেকটা 'মাসুদ রানা'র মতো তার অবয়ব। হৃদয়হীন সম্পাদক তাকে এতো কম বেতন দেন যে তার জীবন চলে অত্যন্ত কষ্টে। হঠাৎ প্রেমে পড়া সুন্দরী নারীটি তাকে ছেড়ে চলে যায় একদিন। কৌশলী কর্তৃপক্ষ তাকে ছুঁড়ে ফেলে বিপদের দিনে। আচ্ছা করে পিটিয়ে দেয় বদমাশের দল। তখন তার একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী, ডেস্কের নিচের ড্রয়ারে রাখা হুইস্কির বোতল।

www.pathagar.com

আজ আর অমন সাংবাদিককে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ধূমপানমুক্ত, শীত ও তাপ নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র অফিসে ঢুকলেই নজরে আসবে সুসজ্জিত কিয়ূবিক্‌লে চৌকস সব সাংবাদিক কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে ঝুঁকে আছেন। তারা কেবল সংবাদ সংগ্রাহক ও লেখক-কথক নন, বিপনন কর্মী ও নির্বাহীদের মিশেলও বটে। এরা এখন বাজার যুগের 'গল্পকথক'।

এই বাজার যুগের গল্পকথকরা, অসংখ্য ঘটনা আর ইস্যুতে ভরা এই বিশ্বের কোন একটি সুনির্দিষ্ট ঘটনা বা ইস্যুকে সংবাদ-পণ্য হিসেবে নির্বাচনের সময় প্রায় একই রকম রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করেন। আবার প্রায় একই রকম মানদণ্ড ব্যবহার করে তারা নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের পণ্যের গুণ-মান। অর্থাৎ এই বাজারে ব্যবসা করার কিছু নিয়ম-নীতি এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আমাদের এই গ্রন্থের পরের আলোচনা গল্পকথকদের পণ্য নির্বাচন এবং তার গুণ-মান বজায় রাখার সেই সব প্রচলিত রীতি-নীতি ও কলাকৌশলগুলো নিয়েই।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
'সংবাদ'–নামেই যার পরিচয়

কী হলে একটি ঘটনা সংবাদ আর কেন কোনো একটি প্রসঙ্গ সংবাদ নয়– এ নিয়ে বিতর্ক আছে নবীন-প্রবীণ সবার মাঝেই। থাকাটাই স্বাভাবিক। এখন পর্যন্ত এমন কারো দেখা পাওয়া যায়নি যিনি দাবি করেন, সংবাদ সংক্রান্ত তার সংজ্ঞাটি সর্বজনগ্রাহ্য। অমন চিরকেলে সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা আসলে কেউ করেন না।

তবে নবীন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করে দেখেছি, তাদের প্রত্যেকেই সংবাদ কী তা কম-বেশি জানেন এবং সংবাদের একটা সংজ্ঞা তারা সহজেই দিয়ে দেন। কিন্তু আমার কাছে সংজ্ঞাগুলো হামেশাই বেশ কৌতুককর মনে হয়। সাংবাদিকতা নিয়ে 'নাড়াচাড়া' করতে গিয়ে আমার এমন একটা অনুভূতি হয়েছে যে, সাংবাদিকতার পুরো ব্যাপারটিই একটা 'তামাশা' বৈ কিছু নয়।.সাংবাদিকতা নিয়ে অমন কথা বলায়, এক শিক্ষার্থী রাগত স্বরে একবার বলেছিল– আমরা এসেছি কিছু আদর্শ কথা শুনতে, ভালো কিছু শুনতে, আর আপনি এমন একটা মহান পেশাকে বলছেন 'তামাশা'!

ঘোড়া একটা মহান প্রাণী, সাংবাদিকতা একটা মহান পেশা– এ মহৎ কথাগুলো আমি জানি। কিন্তু তারপরও সাংবাদিকতাকে 'তামাশা' বলেছি একথা মাথায় রেখে যে, সাংবাদিকতায় কেবল একটা নিয়মই সর্বক্ষেত্রে কার্যকর, আর তা হচ্ছে– সাংবাদিকতায় কোনো নিয়মই সর্বক্ষেত্রে কার্যকর নয়। সাংবাদিকতার সংজ্ঞা বা অন্য যে কোনো অনুষঙ্গ নিয়েই আমরা কথা বলি না কেন, প্রতিটি কথাই শুরু করতে হবে এই বলে যে– "এটা নির্ভর করছে...।" কখন, কোন প্রসঙ্গ যে কার বা কিসের ওপরে নির্ভর করে তা আগে থেকে বলা মুশকিল। যেমন, খবরের খুব প্রচলিত এক উদাহরণে বলা হয়, কুকুর মানুষকে কামড়ালে তা সংবাদ নয়, কিন্তু মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সংবাদ। অস্বাভাবিক ঘটনার প্রতি খবরের যে পক্ষপাত তা বোঝাতেই ওই উদাহরণ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু খেয়াল করে দেখুন, কোনো কুকুর যদি সেনাপ্রধানকে কামড়ে দেয়, তাহলে সেটি নিশ্চয়ই সংবাদ। কারণ সেটি যে বড় হিসেবছাড়া ঘটনা। সুতরাং আমাদের বলতে হবে– কুকুর মানুষকে কামড়ালে সংবাদ হবে কি না তা নির্ভর করছে কুকুর কোন মানুষকে কামড় বসাচ্ছে তার ওপরে। কিংবা একটা কুকুর যদি বেশ কিছু সাধারণ মানুষকে কামড়ে চলে বা এরশাদের কুকুর যদি কামড়ে দেয় বিদিশার কাজের লোককে, তাহলে সেটিও সংবাদ হতে পারে। অর্থাৎ কুকুরের মানুষকে কামড়ে দেওয়ার ঘটনাটিও সংবাদ হতে পারে, তবে তা নির্ভর করছে বেশ কিছু বিষয়ের ওপরে।

যে কথা বলছিলাম– সংজ্ঞায় বা নিয়ম-রীতিতে সাংবাদিকতার কোনো প্রত্যয়কে বেঁধে ফেলা সম্ভবত অসম্ভব। এছাড়া আরও তামাশা লুকিয়ে রয়েছে খবর সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার মধ্যে। অনেক নবীন শিক্ষার্থীর কাছেই শুনি, নতুন কোনো ঘটনা-দুর্ঘটনা বা

www.pathagar.com

নতুন কিছু হলেই সেটি সংবাদ। কিন্তু খেয়াল করুন– সংবাদ নতুন কিছুই বলে না। সেই একই পুরনো কাহিনী, সেই একই দুর্ঘটনা, একই সাফল্য বা ব্যর্থতা বয়ান করছে প্রতিটি সংবাদ; কেবল বদলে যাচ্ছে স্থান, কাল বা পাত্র। সংবাদ আসলে সেই একই পুরনো কাহিনী যা ঘটে চলেছে নতুন নতুন মানুষের জীবনে।

খবরের দুনিয়ায় নতুন কিছু আসলে খুব কমই পাওয়া যায়। খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, আগুনলাগা, হরতাল, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, সড়ক দুর্ঘটনা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামরিক শাসন এসব নির্মমভাবে নিয়মিত ঘটে চলেছে কিন্তু বিভিন্ন সময় এই একই 'ঘটনা'র শিকার হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ। যখনই ওই একই পুরনো কাহিনী নতুন কোনো মানুষের ক্ষেত্রে ঘটছে তখনই তা বিবেচিত হচ্ছে নতুন সংবাদ হিসেবে। মানে, ঘটনা সব একই থাকে; স্থান, কাল ও/বা পাত্রই কেবল বদলে যায়। দুর্ঘটনাতো দুর্ঘটনাই, সংবাদে একই বিবরণ, কিন্তু এক এক দুর্ঘটনার শিকার এক এক জন নতুন মানুষ। তাহলে নতুন কিছুকেই খবর বলার যে প্রবণতা আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখি তা পুরোপুরি যথার্থ নয়। খবরে বিবৃত ঘটনা অধিকাংশ সময়ই নতুন নয়, ঘটনার শিকারগুলো কেবল নতুন। সাংবাদিকদের জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে, পেশাজীবনের দ্বিতীয় বছরের প্রথম দিনটি থেকেই একেবারে নতুন করে কোনো ঘটনার বিবরণ লেখার সুযোগ খুব কমই তারা পান।

যারা সাংবাদিক, তাদের কাছে এসব 'দার্শনিক কথার' তেমন কোনো মূল্য নেই। সাংবাদিকরা জানেন, প্রথমত তিনি যে ঘটনা, বিষয় বা ইস্যুকে সংবাদ বলে মনে করেন, তাই সংবাদ। আর সেটি যদি তার পত্রিকার বা টিভির সম্পাদক মহোদয় অনুমোদন করে প্রকাশ করেন বা ছেপে দেন তাহলে তো তা অবশ্যই সংবাদ। আমরা বরং সহজ করে বলতে পারি, সম্পাদক যেটিকে সংবাদ মনে করেন সেটিই সংবাদ। নইলে "দৈনিক প্রকাশের সাতকানীয়া প্রতিনিধির মামার মৃত্যু" সংবাদ হয় কী করে?

সাংবাদিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানেন, প্রতিদিন হাজার হাজার ঘটনার বিবরণ থেকে সম্পাদক, বার্তা-সম্পাদক বা সংবাদ-নির্বাহীকে বাছাই করতে হয় কোন্ ঘটনা, বিষয় বা ইস্যুর বিবরণটি প্রচারের যোগ্য। কোনো ঘটনা, বিষয় বা ইস্যু ততোক্ষণ সংবাদ হিসেবে গণ্য হবে না যতোক্ষণ না একজন সংবাদ-নির্বাহী সংবাদটিকে প্রচারের জন্য তুলে দেবেন প্রতিবেদক বা খবর পাঠকের হাতে। তাহলে মোদ্দা কথা দাঁড়ালো– কোনটি সংবাদ, আর কোনটি সংবাদ নয়– তা নির্ধারণের সব এখতিয়ার সম্পাদকের। তাই নয় কি? তাহলে আপনি বা আমি, যারা সম্পাদক নই, তারা কোনটি সংবাদ তা নির্ধারণ করতে পারবো না? কিন্তু আমরা তো তা পারি। কিন্তু কিভাবে? কিভাবে তাহলে একজন সাংবাদিক সংবাদ চেনেন এবং মানুষকে তা জানানোর সিদ্ধান্ত নেন?

www.pathagar.com

আমারই চেতনার রঙে

সংবাদ হলো তা

সংবাদ– এই প্রত্যয়টির সঙ্গে মানুষের আমিত্ববোধ খুব বেশি সম্পৃক্ত। কোনটি সংবাদ আর কোনটি সংবাদ নয় তা নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াটি অধিকাংশ সময়ই একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। ঝানু সাংবাদিকরা প্রায়ই বলেন, আমার যাতে আগ্রহ আছে তাই সংবাদ। অন্যান্য সংজ্ঞার মতো এটিও কমবেশি গ্রহণযোগ্য একটি সংজ্ঞা। তারপরও অভিজ্ঞ সাংবাদিকরা কোন্ উপাদানগুলোতে পাঠক বা দর্শকের আগ্রহ আছে তা প্রতিদিন খুঁজে চলেন। এই খুঁজে চলায় তাদের সহায়তা করে মূলত অতীত দিনের স্মৃতি, মনের মধ্যে থাকা বা তৈরি হওয়া মানচিত্র। আগেই আমরা জেনেছি, নতুন কিছু খুব কমই সংবাদ হয়। মানুষের আগ্রহগুলো চিরন্তন। এক সময় যে ঘটনা সংবাদ হয়েছিল, সেই একই ঘটনা যদি নতুন কোনো মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে, তবে তাকে শনাক্ত করে সংবাদ হিসেবে পরিবেশন করা যেতে পারে। অবশ্য আবারও বলতে হচ্ছে, এটি নির্ভর করছে আরও কিছু শর্তের ওপরে। সেসব শর্তগুলো আমরা ক্রমশ জেনে যাব। এখন বরং খুঁজতে থাকি কিভাবে একজন সাংবাদিক সংবাদ শনাক্ত করেন তারই দিশা।

সাংবাদিক নাঈমুল ইসলাম খানের কাছে শুনেছি, উনি যখন প্রতিবেদক হিসেবে দৈনিক ইনকিলাবে কাজ করতেন তখন, তার ঢাকার কলাবাগানের বাসা থেকে মটরসাইকেলে সাইন্স ল্যাবরেটরির মোড় হয়ে যেতেন রামকৃষ্ণ মিশন রোডের ইনকিলাব ভবনে। যাওয়ার পথে প্রায়ই লক্ষ্য করতেন সাইন্স ল্যাবের ভেতরে গরুর গোস্ত বিক্রি হচ্ছে। খুব সাধারণ এই দৃশ্যটিই তার মধ্যে এক ধরনের ঔৎসুক্য সৃষ্টি করলো– খোঁজ নিলেন কারা এমন একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের ভেতরে গোস্ত বিক্রি করেন, কেন তারা কসাইখানা হিসেবে এই স্থানটি বেছে নিয়েছেন, ইত্যাদি। একটু খোঁজ-খবরেই জানলেন দেশের বড় বড় বিজ্ঞানী জড়িত আছেন গরু জবাই-গোস্ত বিক্রির ব্যবস্থাপনায়। গবেষণা নয়, বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত আছেন গোস্ত বিক্রিতে। 'খুব সাধারণ' এই ঘটনা ওনার মনে ধরা পড়লো অসাধারণ হয়ে। উনি মনে করলেন– এটি সংবাদ। সুতরাং সংবাদ হলো তা।

সম্ভবত সাংবাদিকরা তাদের যা আগ্রাহান্বিত করে সে বিষয়টিতে আরো আগ্রহ সঞ্চারিত করে তাকে সংবাদ করে তোলেন। আবার হতে পারে, তারা কেবল তাদের পাঠক, দর্শক বা শ্রোতাদের রুচি ও প্রত্যাশাকেই নিজেদের কাজে প্রতিবিম্বিত করেন। ঘটনা যাই হোক না কেন, তারা যা দেন তাকেই আমরা সংবাদ হিসেবে গ্রহণ করি। তাহলে, নিরাপদে সংবাদের সংজ্ঞায় এই কথাটুকু মনে হয় বলা যায়, সংবাদ হচ্ছে সেই কাহিনী যাতে স্থান পাওয়া ঘটনাপঞ্জী মানুষের ঔৎসুক্যকে উদ্দীপিত করে।

মানুষের আগ্রহকে উস্কে দেয় এমন একতাল ঘটনা উপস্থাপিত হতে পারে চাঁছাছোলা (হার্ড) বা দরদী (সফ্‌ট) সংবাদের মোড়কে। এই যে 'চাঁছাছোলা সংবাদ'

www.pathagar.com

ও 'দরদী সংবাদ' নামে দু'ধরনের সংবাদের কথা বলা হলো– সংবাদের এই বিভাজনটি করা হয় সংবাদ উপস্থাপনার ধরনকে বিবেচনায় নিয়ে। একই ঘটনা চাঁছাছোলাভাবে, আবার দরদী ঢঙেও বলা সম্ভব। সে যাই হোক, চাঁছাছোলা সংবাদ (হার্ড নিউজ) বলতে আমরা সাধারণত বুঝি সাংঘাতিক কোনো সংবাদ বা ব্রেকিং নিউজকে। এখনই সংঘটিত হয়েছে বা অল্প কিছু সময় আগে ঘটেছে, সাধারণ, স্বাভাবিক ঘটনাবলী থেকে ভিন্ন এমন কিছুকেই বলা হয় আকস্মিক সংবাদ বা ব্রেকিং নিউজ। যেমন, অগ্নিকাণ্ডের খবর। তাহলে দেখুন, চাঁছাছোলা ও আকস্মিক সংবাদের সংজ্ঞায় একটি প্রসঙ্গ এসেই যাচ্ছে, সেটি হচ্ছে: তাৎক্ষণিকতা। অনুসন্ধান করে যদি না নতুন কিছু বের করা যায়, তাহলে তিন মাস আগের এক আগুন লাগার খবরে পাঠকের উৎসাহ খুব কমই থাকার কথা। সুতরাং ওটিকে আকস্মিক সংবাদ বা ব্রেকিং নিউজ হিসেবে চিহ্নিত করবে না।

সাধারণভাবে দরদী-সংবাদকে (সফ্‌ট নিউজকে) ফিচার-নিউজ হিসেবেই ভাবা হয়– *নিউজ উইথ অ্যা বেন্ট অব হিউম্যান ইন্টারেস্ট*। অসংখ্যবার শোনা এই 'হিউম্যান ইন্টারেস্ট' বা মানবিক আগ্রহের প্রসঙ্গটি দৃশ্যত আমাদের সংবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণের সেই একই ভিত্তিতে নিয়ে আসে যেখানে বলা হয়েছে: নিউজ ইজ হোয়াট ইন্টারেস্টস্ হিউম্যানস। কিন্তু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে, আমরা এটি বলে আসলে যা বোঝাতে চাই তা হচ্ছে, আমরা সেই সংবাদগুলোতেই ওৎসুক্য বোধ করি যাতে বিম্বিত হয়– "মানুষের অবস্থা"।

"মানুষের অবস্থা" বলতে কী বোঝায় তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে ঔপন্যাসিক আর নাট্যকারদের সৃষ্টিতে চোখ রাখলেই। তারা তাদের কাজে মানুষের অবস্থাকেই তুলে ধরেছেন বারবার। মাক্সিম গোর্কিকে নাকি একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার লেখার মূল গৎটি কী? উনি বলেছিলেন– মানুষ। ছোট্ট একটা মানুষ যে উঠছে, পড়ছে, নামছে, আবার উঠছে। আসলে প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই মূল গৎ মানুষ। সাংবাদিকেরও মূল গৎ এই মানুষ বা মানুষের অবস্থা।

বস্তুত মানুষের অবস্থা বলতে বোঝানো হয় সেই ধারণাকে যা বলে দেয় আমাদের আবেগ আর অনুভূতিগুলো কেবল একা আমাদেরই নয়– অন্যদেরও আছে একই আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয় ও সন্দেহ। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, ভালোবাসার আনন্দ আর বেদনা নিয়ে এই যে হাজার হাজার উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে তা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। ভালোবাসা হচ্ছে ব্যাপক আগ্রহের এক প্রসঙ্গ। পাঠক বা দর্শকরা উপন্যাস বা নাটকের কোনো কোনো চরিত্রকে দেখে নিজেদের মধ্যেই খুঁজে পায় এক ধরনের অচরিতার্থতার বোধ, অনুভব করে তাদেরই মতো একই সমস্যা মোকাবিলা করছে ওই নাটকীয় চরিত্রগুলোও, যে চরিত্রগুলো আসলে ফুটিয়ে তুলছে মানুষের অবস্থা এবং অভিজ্ঞতার কথা। এখন চিন্তা করে দেখেন, সংবাদপত্রে ফিচার পাতা ভরে মানুষের সম্পর্ক গড়া আর ভাঙ্গার কাহিনী বছরের পর বছর ধরে ছাপা হওয়া খুব বিস্ময়কর ব্যাপার কি না?

www.pathagar.com

আবার একটু খেয়াল করুন, একই ঘটনা বিভিন্নজনের ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন মানুষের জীবনে ঘটছে। একই ভালোবাসায় জড়াচ্ছেন নতুন মানুষ, একই সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছেন নতুন একজন মানুষ। আর সেই পুরনো ঘটনা বারবার সংবাদ হচ্ছে। সাধারণ এই সংবাদটিই যদি আবার অন্যরকমভাবে আপনি উপস্থাপন করতে পারেন, তাহলে তা পেয়ে যাচ্ছে অসাধারণ খবরের মর্যাদা। সম্ভবত এমন এক পরিপ্রেক্ষিত মাথায় রেখেই অরুন্ধতি রায় তার দ্যা গড অব স্মল থিংস-এর শুরুতেই *John Berger*-কে উদ্ধৃত করেছেন– *"Never again will a single story be told as though it's the only one."*

মানুষের আরাম-আয়েশ আর নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রায় একই ধরনের যে ফিচারগুলো বছরের পর বছর ধরে ছাপা হয় সেগুলোও মানুষের অবস্থাকেই তুলে ধরে। এটি অনুমান করা যায় যে, প্রতিটি মানুষই কোনো না কোনো মাত্রায় অর্থ নিয়ে চিন্তা করে এবং এ কারণেই মানুষের অবস্থার এই দিকটি চাঁছাছোলা-সংবাদ ও দরদী-সংবাদ, দুই চেহারাতেই আবির্ভূত হয়। কিভাবে অর্থ রোজগার বাড়াবেন বা কিভাবে সঞ্চয় করবেন দু'-পয়সা সে তো অসংখ্য ফিচার পাতার প্রধান উপাদান এবং হাজার হাজার বইয়ের বিষয়বস্তু। আবার কোনও ব্যাংকের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার খবর, চালের বা জ্বালানী তেলের দর বেড়ে যাওয়ার সংবাদ তৎক্ষণাৎ একটি চাঁছাছোলা-সংবাদ।

একটু তলিয়ে দেখুন, ঢাকার মিরপুরের একটি পোশাক-কারখানায় আগুন লাগার সংবাদ পরিবেশনা, সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে অস্বাভাবিক ঘটনাগুলো জানার যে সহজাত আগ্রহ মানুষের আছে তা চরিতার্থ করে। রাতের অরক্ষিত রাজধানী সংক্রান্ত প্রতিবেদন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার যে প্রয়োজন বা তাগাদা মানুষের আছে সেই চাহিদা পূরণ করে। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে কিভাবে মুটিয়ে যাওয়া শরীরকে বাগে আনতে পারেন সে সংক্রান্ত প্রতিবেদন, নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের একটি প্রত্যক্ষ সহযোগিতা বলেই ধরে নেন পাঠক-পাঠিকা।

মোদ্দা কথা, কোন ঘটনাটি সংবাদ সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রথম ধাপ হচ্ছে এটি মনে মনে জরিপ করে নেয়া যে– পাঠক, দর্শক বা শ্রোতার ওপরে ঘটনাটির তাৎক্ষণিক কোনো প্রভাব আছে কি না। যেমন, হতে পারে ঘটনাটি তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে ঘা দিয়েছে, টান ফেলেছে পকেটে কিংবা গৃহযুদ্ধ বা গণঅসন্তোষের কারণে নিরাপত্তা আর স্থিতিশীলতার আকাঙ্ক্ষায় বড় ধরনের চোট দিয়েছে। যদি তাই হয়, তবে ঘটনাটি সংবাদ। আর সম্ভাব্য পাঠক-দর্শকের মনে এমন কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা বা আশঙ্কা না থাকলে ওই ঘটনা নিয়ে আপনার ভাববার কিছু নেই, ওটি সংবাদ নয়।

যেভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়

কোন প্রতিবেদন এখনই উপস্থাপন করতে হবে বা কোন ঘটনাটি নিয়ে তৈরি করতে হবে ফিচার –তা নির্ধারণে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে নিজের যে জ্ঞান শুরুতেই তা

www.pathagar.com

প্রয়োগ করেন সাংবাদিক। পাশাপাশি সম্ভাব্য ভোক্তাদের কী বা কোন বিষয়গুলিতে বেশি উৎসাহ রয়েছে সেই সহগামী বিদ্যাও কাজে লাগান সংবাদ নির্বাচনে। কোনটি সংবাদ আর কোনটি সংবাদ নয়– এ বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত প্রতিবেদক নিজে নিজেই গ্রহণ করেন। তারপর সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত হয় সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের ভেতরে। আদর্শ সংবাদ-প্রতিষ্ঠানে, কোন ঘটনা/ইস্যুটি সংবাদ হিসেবে গৃহীত হবে তা সাধারণত নির্ধারিত হয় প্রতিদিনের সম্পাদকীয় বৈঠকে। এই বৈঠকে, সম্পাদক বা বার্তা-সম্পাদকের উপস্থিতিতে বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানরা কোন ঘটনাটি সংবাদের মর্যাদা পাবে বা পাওয়া উচিত সে সম্পর্কে নিজেদের অভিমত তুলে ধরেন। এরপর, বার্তা-সম্পাদক বা সম্পাদক চেষ্টা করেন, সংবাদের যে সংজ্ঞা তার নিজের কাছে রয়েছে তার সঙ্গে ওই প্রতিবেদনগুলো কতোটুকু খাপ খায় তা মেলাতে। যদি তাদের মনোজগতে খবরের যে সংজ্ঞা রয়েছে তার সঙ্গে প্রতিবেদকের মনোনয়ন মিলে যায় তবেই সংবাদ হিসেবে প্রচারিত হয় সেই ঘটনা বা ইস্যুটি।

কোন ঘটনাকে পাঠক সংবাদ হিসেবে নেবেই– এ বিষয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে অদ্ভুত এক আত্মবিশ্বাস কাজ করে। সাংবাদিকরা যেমন প্রত্যাশা করেন তেমনি পাঠকরাও ঠিক সাড়া দেন। মানে, সাংবাদিকরা যে ঘটনাকে খবর হিসেবে তুলে ধরছেন পাঠক সেটিকেই খবর হিসেবে গ্রহণ করেন। সুতরাং অনুমান করা যায়, নিশ্চয় এমন কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সংবাদের রয়েছে যার ফলে দু' তরফের মধ্যে এমন ঐক্য বারবার প্রতিফলিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও এই মিলটি লক্ষ্য করার মতো। যদি কোনো এক দিনের বেশ কিছু সংবাদপত্র আপনি পরীক্ষা করেন, দেখবেন, তাদের সংবাদ নির্বাচনের মধ্যে অস্বাভাবিক রকমের মিল। এমন কি, বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করবেন, প্রায়শ:ই তারা একই সংবাদকে দিনের প্রধান সংবাদ হিসেবে ছাপছেন। এই সাযুজ্যের বিষয়টি জাতীয় দৈনিকগুলোর মধ্যে যেমন পাবেন, তেমনি জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিকগুলোর মধ্যেও পাওয়া যাবে। মিল পাওয়া যাবে দেশি-বিদেশি টিভি চ্যানেলগুলোর আধেয়তেও।

নতুন যারা সাংবাদিকতা-পেশায় এসেছেন বা আসতে চাচ্ছেন তাদের বুঝতে হবে এর মানে কী? মানে হচ্ছে, কোন ঘটনা সংবাদ আর কোন ঘটনা সংবাদ নয় তার মোটামুটি কিছু নির্দেশনা রয়েছে। এটা একেবারেই আইন-কানুন, বিধি-বৈশিষ্ট্যহীন কোনও ব্যাপার না। সাংবাদিকতা পেশার বাইরের লোকজন যেমন মনে করেন তেমন রহস্যময় ব্যাপারও নয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংবাদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাযুজ্য এবং বাস্তব পর্যবেক্ষণ থেকে সাংবাদিকরা দাবি করেন, সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা না গেলেও কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে একটি ঘটনাকে সংবাদ হিসেবে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়া যায় এটি তাদের কাছে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিষ্কার।

www.pathagar.com

কেমনে পাব তারে?

কোন ঘটনা সংবাদ আর কোনটি সংবাদ নয় তা নির্ধারণে কিছু দিক নির্দেশনা যে পাওয়া যায় তা আগেই একবার বলা হয়েছে। এই দিক নির্দেশনাগুলো অবশ্য সর্বরোগহর কিছু নয়। আবার নির্দেশনাগুলো গুরুত্বের ক্রমানুসারেও সাজানো সম্ভব নয়। তবে, এই বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে একজন নবীন সাংবাদিক সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি সংবাদ হওয়ার আদৌও যোগ্য কি না সে বিষয়ে কিছুটা ধারণা করতে পারবেন। তেমনি ৭ দফা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নিচে দেওয়া হলো :

১. যে বিষয়টি সংবাদ হতে পারে বলে আপনি ভাবছেন তার সঙ্গে আপনার পাঠক, দর্শক বা শ্রোতা কি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত? প্রত্যক্ষ সম্পর্কের বিষয়টি হচ্ছে এমন– ধরা যাক, কম্পিউটার ও কম্পিউটার আনুষাঙ্গিকের ওপরে সরকার নতুনভাবে ১০ শতাংশ কর ধরলো। এখন আপনার পাঠকদের মধ্যে অধিকাংশই সম্ভবত কম্পিউটার কেনার চিন্তা-ভাবনা করেন, যদি হঠাৎ তার দর বেড়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই তারা কম্পিউটার কেনার বিষয়টি আরেকবার ভেবে দেখবেন। এই যে কম্পিউটারের মূল্য বৃদ্ধি হতে চলেছে, আর আপনি ভাবছেন এটি সংবাদ কি না, সে বিবেচনার সহজ ফয়সালা হচ্ছে– মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে আপনার পাঠকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে, সুতরাং এটি সংবাদ।

পরোক্ষ সম্পর্কের বিষয়টি হতে পারে এমন– ধরা যাক, ঢাকার মিরপুরের ২৪ তলা একটি ভবনে আগুন লাগলো। এই ভবনটির সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই কিন্তু যাওয়া-আসার সময় প্রায়ই ওই ভবনটির দিকে আপনার চোখ যায়। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ভবনটি যেহেতু ২৪ তলা, সুতরাং ওই ভবনের দিকে চোখ অনেকেরই যায়। এমন অনেক মানুষের পরিচিত বলেই ওই ভবনটিতে আগুন লাগার ঘটনাটি সংবাদ। একটি সাধারণ বাসা বাড়িতে একই রকম আগুন লাগার ঘটনার চেয়ে ওই ভবনে আগুন লাগার ঘটনাটির সংবাদ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ঘটনার বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় থাকলে সেটির যে সংবাদ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় তার সবচেয়ে জোরালো উদাহরণ, নায়ক-নায়িকাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার ঘটনাগুলো সংবাদপত্রে অবশ্যম্ভাবীভাবে স্থান পাওয়া থেকে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি ছাড়াছাড়ির ঘটনাই কোনও না কোনও মাত্রায় মানুষকে আকৃষ্ট করে কিন্তু সেগুলো সংবাদ হয় না, হয় তারকাদের ছাড়াছাড়ি। স্থানীয় একটি ঘটনা দূরদেশে সংঘটিত একই রকম ঘটনার তুলনায় কেন মানুষের মাঝে বেশি আগ্রহের সৃষ্টি করে তার ব্যাখ্যাও রয়ে গেছে এই সম্পর্ক থাকা না থাকার মধ্যে।

২. সংবাদ ভোক্তাদের উপরে বিষয়টির কি তাৎক্ষণিক ও সরাসরি কোনও প্রভাব আছে? পাঠক-দর্শকদের কাছে চট্টগ্রামের নিচু মানের হোটেলগুলোতে খাবারের সঙ্গে রঙ মেশানোর সাধারণ বিষয়টির সংবাদ মূল্য হয়তো খুব সামান্য। কিন্তু যদি দেখা যায়:

www.pathagar.com

*হোটেল-রেস্তোঁরাগুলোতে ব্যাপকভাবে রঙ মেশানো হচ্ছে, ওই রঙ খাবারের নয়, কাপড় রাঙানোর

*এই রঞ্জক খাদ্যে বিষক্রিয়া তৈরি করে, কিডনির মারাত্মক ক্ষতি করে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওই খাদ্য, গ্রহণকারী ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে

–তখন এই ঘটনার সংবাদমূল্য এক লাফে অনেক বেশি বেড়ে যাবে।

ভোগ্যপণ্যের ওপরে অতিরিক্ত করারোপ, বিদ্যুতের অতিরিক্ত লোডশেডিং, দুর্ঘটনায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং কিছু মাত্রায় মোবাইল কলরেট কমে যাওয়া সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ক্ষেত্রেও এই তাৎক্ষণিক ও সরাসরি প্রভাবের কারণেও বিষয়গুলোর সংবাদ হয়ে ওঠার যুক্তিটি ক্রিয়াশীল।

৩. বিষয়টি কি অস্বাভাবিক? "মানুষ কুকুরকে কামড়ে দিয়েছে"– এই বিখ্যাত উদাহরণটি এক চরম অস্বাভাবিকতাকে তুলে ধরে। খুব বেশি অস্বাভাবিক ঘটনার সংবাদমূল্য যে খুব বেশি তা একেবারেই ঘটনাটির অদ্বিতীয় প্রকৃতির কারণে। এক ব্যক্তির খামারে বেড়ে ওঠা কুকুর আর বেড়ালের দারুণ সখ্যতার বিষয়টির কোনও বোধগম্য প্রভাব তার মালিক ছাড়া মানব সমাজের আর কারো ওপরে নেই। কিন্তু এটি সবকটি সংবাদ মাধ্যমে খবর হিসেবে স্থান পেয়ে যায় কেবল তার অদ্ভুত প্রকৃতির কারণেই। আবার অ্যানানোভায় প্রকাশিত ওই খবরটির কথা স্মরণ করুন– *চীনের চ্যাংচুন শহরের গ্র্যানি এলভি (৭০) নামের এক মহিলা দাবি করেছেন, তাঁর পোষা বিড়াল চীনা ভাষায় কথা বলে। একদিন বাড়িতে বসে বান্ধবীদের সঙ্গে খেলার সময় তিনি প্রথম শুনতে পান মিমি তাঁকে 'লাওলাও' অর্থাৎ দাদিমা বলে ডাকছে। এলভি জানান, তাঁর নাতনি প্রায় সারা দিনই তাঁকে এভাবে ডাকে।*

গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়েও এই অস্বাভাবিকতার বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। আকাশ থেকে একটি বাহনের নিচে পরে যাওয়ার বিষয়টি এখনো খুব অস্বাভাবিক, যে কারণে বিমান দুর্ঘটনা একটি বড় সংবাদ। গাড়ি দুর্ঘটনায় একমাত্র চালকের মৃত্যুর ঘটনার তুলনায় বিমান ক্র্যাশে তার পাইলটের মৃত্যুর ঘটনার সংবাদ তাই বেশি প্রাধান্য পায়। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের অস্বাভাবিক প্রকৃতির কারণেই সংবাদ-ভোক্তাদের কাছে এক ধরনের গুরুত্ব পেয়ে থাকে। (অবশ্য অন্যান্য আরো কিছু কারণেও এ ঘটনাগুলো সংবাদ হওয়ার দাবি রাখে।)

৪. সংবাদটি কি টাট্‌কা? আমরা কোনো তথ্যের নতুনত্বের ওপরে খুব বেশি গুরুত্ব দেই, বলা যায় অতিরিক্ত গুরুত্বারোপ করে থাকি। "এই, সর্বশেষ খবর জানো?" আলাপ-আলোচনার সময় এই জিজ্ঞাসা হামেশাই উচ্চারিত হয়। সবার আগে তথ্য পাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা আমাদের অন্তরে প্রোথিত রয়েছে, তারই পরিষ্কার প্রমাণ ওই জিজ্ঞাসা। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই "নতুন সংবাদ, পুরোনো সংবাদের চেয়ে ভালো সংবাদ।" ভুলে গেলে চলবে না, নতুন সংবাদ মানে সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা বা তথ্য

www.pathagar.com

নয়, হয়তো নতুন নাম বা নতুন স্থান কিংবা সময়টি বদলে গেছে। আর 'সামান্য' বদলে যাওয়ার এই সর্বশেষ তথ্য নিয়েই মানুষের যতো আগ্রহ।

৫. প্রতিবেদনটিতে কি কোনো নাটকীয় উপাদান আছে? নাটকীয়তা থাকে বলেই কোনও কোনও সিনেমা বা বই আমাদের আগ্রহ ধরে রাখে। একই কথা প্রযোজ্য খবরের ক্ষেত্রেও। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত বাড়ির দেয়ালে চাপা পড়া গুজরাটের সেই কিশোরকে উদ্ধারের কাহিনী সব সংবাদপত্রে স্থান পায় এই নাটকীয়তার কারণেই: সময়মতো ছেলেটাকে উদ্ধার করা যাবে তো? বাঁচবে তো সে? পা কেটেই উদ্ধার করতে হবে তাকে? কিংবা স্মরণ করুন, কুয়ায় পড়ে যাওয়া ভারতের প্রিন্সের কথা– কী নাটকীয়তায় ভরা সেই সংবাদচিত্র!

একইভাবে নাটকীয় উপাদানে ঠাসা থাকে বলেই সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও সাদেক হোসেন খোকার পাল্টাপাল্টি সাক্ষাৎকার সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বড় স্থান দখল করে নেয়। শক্তিমানদের ঝগড়া-ঝাটি সংবাদ হয় তার সম্ভাব্য নাটকীয় পরিণতির কারণেই।

৬. প্রতিবেদনটির আওতা বা বিশালত্ব কি উল্লেখযোগ্য? কোনো একটি প্রতিবেদনের সংবাদমূল্য নির্ধারণে সংখ্যার ভার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। কোনো দুর্ঘটনায় যদি অনেক মানুষ মারা যায়, এটি সংবাদের চেয়েও বেশি কিছু। যদি বিপুল অর্থ ব্যয় বা নষ্ট হয়, তাহলে সংবাদটি আরো বেশি গুরুত্ব পেতে বাধ্য। যদি এমন কোনও ঘটনা ঘটে যাতে অনেক সংখ্যক মানুষের প্রভাবিত বা সংশ্লিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা/আশঙ্কা রয়েছে– যেমন যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কা আছে এমন কোনও ঘটনা, তাহলে বিশালতার কারণে সেটি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। এ কারণেই একদল অবরোধের ডাক দিলে তা যতটুকু গুরুত্ব পায়, অন্যদল তা প্রতিরোধের ঘোষণা দিলে পুরো ব্যাপারটি তার চেয়ে অনেক জোরালোভাবে গণমাধ্যমে স্থান দখল করে নেয়।

৭. যে তথ্য আপনার হাতে আছে সেই তথ্যের ওপরে নতুন কোনো অর্থারোপ করা কি সম্ভব? সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় যা কিছু ছাপা হয় তার সবই যে সংবাদ নয় সে বিষয়ে আমরা কম-বেশি একমত। কিছু কিছু রসদ (আইটেম) আছে যেগুলো সংবাদ হিসেবে বিবেচিত হবে কি না তা নিয়ে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। যেমন– "আবহাওয়ার খবর" টাইটেল/লেবেলের নিচে যা কিছু ছাপা হয় তার সবই কি খবর বা সংবাদ? প্রতিদিন "শেয়ার বাজারের খবর" লেবেল বা টাইটেলের নিচে যা ছাপা হয় তা কি সংবাদ? অনেকেই সরাসরি বলে দেন– না। সংবাদপত্রের এ ধরনের আধেয়গুলো সংবাদ বা খবর নয়। কেন নয়? বলা হয়ে থাকে, কোনও কিছু যদি 'রচিত' ('অথরড্') না হয় তবে তা সংবাদ নয়। 'রচিত' মানে কী? মানে হচ্ছে– কোনো রসদকে সংবাদ হতে হলে আপনাকে সেই রসদে নতুন অর্থারোপ করতে হবে। আপনি যদি নতুন কোনও অর্থ যোগ না করেন তাহলে সেগুলো তথ্য বা ইনফরমেশন থেকে যাবে, খবর বলে বিবেচ্য হবে না। আসলে কোনও তথ্যকে খবর হতে হলে তাতে নতুন জ্ঞান বা

www.pathagar.com

নলেজ যোগ করতে হবে। কেবল কি নলেজ, না; উইজডোম যদি যোগ করতে পারেন তাহলে সেটি আরও ভালো সংবাদ হয়ে উঠবে।

আপনি রেলের অনুসন্ধানে গিয়ে যদি জিজ্ঞেস করেন– ভাই, খালিগঞ্জের ট্রেন কখন? 'ভাই' হয়তো বলবেন– ফার্স্ট ডাউন ১০টা ৪৫, মেইল ১৪টা ২০, সেকেন্ড ডাউন ১৫টা ৩০, নিশিথা ২৩টা। –এই যে কথাগুলো উনি জানালেন, এটি কি খবর? না। তথ্য বা ইনফরমেশন। সংবাদপত্রে যে টিভি অনুষ্ঠানের সময়সূচি ছাপা হয় তা কি সংবাদ বলে বিবেচিত হতে পারে? না। কেন, না? কারণ, তাতে জ্ঞান (নলেজ) বা প্রজ্ঞা (উইজডোম) যোগ করা হয়নি, তা 'রচিত' (অথরড্) নয়। আসলে রেলের 'অনুসন্ধান বিভাগ' থেকে আপনার তথ্য পাওয়ারই কথা, খবর নয়। আপনি রেল মাস্টারকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি হয়তো বলবেন, "কিছুক্ষণ পরেই, ১১টায় খালিগঞ্জের ট্রেন আসার কথা ছিল কিন্তু ওই ট্রেন তো আসতে দেরি হবে, সফরগাঁওয়ে একটা মালগাড়ি উল্টে লাইন বন্ধ হয়ে গেছে।" এই যে উনি তথ্যের সঙ্গে একটু ব্যাখ্যা জুড়ে দিলেন– এই দেওয়াতেই ওই তথ্য, খবরে পরিণত হলো।

ঠিক পরিষ্কার হলো না মনে হয়। ঠিক আছে, আর একটা উদাহরণ নেয়া যাক। আপনি একটি মানিএক্সচেঞ্জে গিয়ে জানতে চাইলেন, *ভাই, আজ ডলার কতো করে?* উত্তরদাতা জানালেন, *ইউএস ডলার বিক্রি ৬৮ টাকা আর কেনা ৬৬ টাকা।* এটি তথ্য। আর এই ব্যক্তিটি যদি আপনার পরিচিত হন, উনি জানাতে পারেন– *ভাই, আজ কিনলে ঠকবেন। আগামীকাল ডলারের দাম কিছুটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর যদি বিক্রি করতে চান, তাহলে আজই শেষ সুযোগ। আগামীকাল হজ্জের শেষ ফ্লাইট যাচ্ছে, সুতরাং আগামীকাল থেকে খুচরা ডলারের চাহিদা একটু কমে যাবে।* –এই যে, অতিরিক্ত কিছু 'জ্ঞান্' উনি যোগ করলেন, তখন এই তথ্যটি হয়ে গেলো উনার দেওয়া ব্যাখ্যা উনি তার 'অথার' হয়ে গেলেন। আর সেই তথ্যটি রূপান্তরিত হলো খবরে। মানিএক্সচেঞ্জের ওই ব্যক্তি যদি, নিজের আরও গভীর জানাশোনা, প্রজ্ঞা বা সজ্ঞা থেকে বলতে পারতেন– *না ভাই চিন্তা নাই, কাল হজ্জ ফ্লাইট শেষ হচ্ছে বলে অনেকে মনে করছে বাজারে খুচরো ডলারের দাম কাল থেকে একটু কমে যাবে কিন্তু তা হবে না। বাজারে ডলারের বেশ ঘাটতি আছে। আজই আকুর দেনা পরিশোধ হবে সুতরাং কালও ডলারের দাম এক পয়সাও কমার সুযোগ নেই বরং বাড়তে পারে।* তাহলে আরও ভালোভাবে খবরটি পেয়েছেন বলে আপনি ধরে নিতে পারেন।

তাহলে দাঁড়ালো এই, কোনো তথ্যের সঙ্গে যদি নতুন ব্যাখ্যা যোগ করা যায় তাহলেই তা সংবাদ হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

কী ছাপবেন, কেন ছাপবেন

ধরুন মোবাইল ফোনে আপনাকে জানানো হলো, একজন সাংসদের বিরুদ্ধে আদম ব্যবসায় প্রতারণার একটি অভিযোগ দায়ের হতে যাচ্ছে। খবরটি যাচাই করার মতো পর্যাপ্ত সময় আপনার হাতে নেই, আর আপনি অভিজ্ঞতা থেকে জানেন যে এমন একটি সংবাদের সত্যাসত্য নির্ণয় করা সাধারণত বেশ কঠিন। আপনি কি এ নিয়ে প্রতিবেদন লেখা শুরু করবেন?

নীলক্ষেতের একটি ম্যানহৌলের (Manhole) ভেতরে পড়ে গিয়ে মারা গেছে চারজন। দমকল বাহিনীর কর্মকর্তা বলছেন, ম্যানহৌলে জমা থাকা বিষাক্ত গ্যাসের কারণেই তারা মারা গেছে।

খুব নিশ্চিত করে কি দমকল কর্মকর্তা একথা বলতে পারেন? আপনি কি দমকল কর্মকর্তার এই উক্তি দিয়ে প্রতিবেদনের উপসংহার টানবেন?

একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানালেন, বহুতল ভবনটিতে কোনো 'ধোঁয়া-সন্ধানী' না থাকাতেই অষ্টম তলার চারজন মারা গেছে।

এতে কি পরিষ্কারভাবে কিছু বোঝা যায়? ওই পুলিশ কর্মকর্তার বক্তব্যে ছাপার মতো কি যথেষ্ট সারবত্তা আছে?

নতুন বাজারে স্বর্ণ ডাকাতি হলো। পুলিশ কর্মকর্তা বললেন, নিরাপত্তা কর্মীরাই ডাকাতি করে তাদের পোশাক ফেলে পালিয়েছে। পুলিশ কর্মকর্তা কি এভাবে বলতে পারেন? তার অনুমান কি যৌক্তিক?

একজন মন্ত্রীর চিকিৎসক ছেলে তার গাড়িতে দু'বোতল ফেন্সিডিল সিরাপ রাখার অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছে। তার বাবা মাদকবিরোধী একটি সংগঠনেরও প্রধান। আপনি কি এই সংবাদটি ছাপার জন্য কাজ করবেন? যদিও খুব সামান্য পরিমাণ মাদকসহ কেউ গ্রেপ্তার হলে আপনি সেটিকে আপনার পত্রিকায় ছাপার যোগ্য খবর বলে মনে করেন না।

আপনি একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন পেলেন যেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর বীমা প্রিমিয়াম সবচেয়ে কম, অথচ বীমাদাবী পরিশোধের ক্ষেত্রে তাদের ইতিহাস সবচেয়ে ভালো। গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করেছে, সেন্টার ফর ইন্সুরেন্স রিসার্চ, বাংলাদেশ। আপনি কি এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করবেন?

ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র মোচনে বড় অবদান রাখছে। একটি ক্ষুদ্রঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে চালানো গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে এটি। ওই ক্ষুদ্রঋণদাতা প্রতিষ্ঠান সংবাদপত্র কার্যালয়ে এ নিয়ে সংবাদবিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছে। আপনি কি এটি সরাসরি ছেপে দেবেন?

www.pathagar.com

ওপরের প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে আপনার উত্তর হবে, এটা অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। এটিই যথার্থ উত্তর। এই অনেক কিছুকে অবশ্য ছোট করে বলা হয়- সংবাদ-বিচার বা নিউজ জাজমেন্ট ক্ষমতা। গল্পকথকদের বিক্রয়যোগ্য পণ্য নির্বাচনে অর্থাৎ সাংবাদিকতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই সংবাদ-বিচার ক্ষমতা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ামক। আর এই বিচার ক্ষমতা গড়ে ওঠে সজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, সংশয়বাদিতাসহ কাছাকাছি বেশ কিছু গুণ ও সামর্থ্যের ওপরে ভিত্তি করে। এবার আলোচনা হবে কীভাবে এই সংবাদ-বিচারের কাজটি এগিয়ে চলে সে প্রসঙ্গে।

সংবাদ-বিচারের কাজ যেভাবে এগিয়ে চলে

সংসদ সদস্যের আদম ব্যবসায় প্রতারণা সংক্রান্ত খবরটি নিয়ে একজন সাংবাদিক কাজ করবেন, যদি তিনি :

* সংবাদদাতা বা সংবাদ-সূত্রকে খুব ভালোভাবে জানেন। অর্থাৎ তিনি টেলিফোনকারীকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন।

* যদি ভালোভাবে জানেন যে, সংবাদদাতার ওই সংবাদটি পাওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ আছে। মানে, ওই তথ্যে তার অভিগম্যতা (অ্যাকসেস) আছে।

* যদি জানেন বা নিদেনপক্ষে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ওই রাজনীতিবিদের সম্মানহানী করার জন্য ভুয়া সংবাদ দেওয়ার মতো কোনও কারণ আপনার সংবাদসূত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

* যদি জানেন যে, রাজনীতিবিদের ওই ধরনের কাজে জড়িয়ে পরার আশঙ্কা রয়েছে।

সম্ভবত এর চেয়েও বেশি কিছু শর্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, আপনি একটি ইঙ্গিত বা টিপস্ পেয়েই কাজ শুরু করবেন কি না- সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি।

সাংবাদিকতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটি কখনো কখনো প্রতিবেদক বা সম্পাদকের বিশ্লেষণী ক্ষমতার ওপরেও নির্ভর করে। 'ধোঁয়া-সন্ধানী' নেই বলে এক বাড়ির চার জনের মৃত্যু- এভাবে সংবাদটি ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে একটি খারাপ কাজ। তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। এলার্ম থাকুক আর নাই থাকুক, একটি শিশুর পক্ষে তো আর তাতে সাড়া দেয়ার কোনো সুযোগ নেই, সঙ্কেত শুনতে শুনতেই তাকে মরতে হবে। অনেক সময় অনভিজ্ঞ বয়স্ক মানুষদেরও 'ধোঁয়া-সন্ধানী যন্ত্রের' সংকেত শোনার পরও কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার কথা মাথায় না-ও আসতে পারে। কিসের শব্দ, কোত্থেকে আসছে সে শব্দ- ঠিক বুঝে ওঠার আগেই তার হতে পারে মৃত্যু। আপাত দৃষ্টিতে প্রতিবেদনটিকে যৌক্তিক মনে হতে পারে, প্ররোচিত হতে পারেন কিন্তু কার্য ও কারণের অঠিক সম্পর্ক নির্মাণ প্রতিবেদককে ভয়াবহ নৈতিক ও আইনী সমস্যায় ঠেলে দিতে পারে।

www.pathagar.com

কখনো কখনো ব্যক্তির একান্ততা বজায় রাখার অধিকার এবং জনগণের জানার অধিকার ও প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টিও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বড় বিবেচনা হয়ে দাঁড়ায়। রাজনীতিবিদের ফেন্সিডিল-বহনকারী সন্তানের সংবাদটির ক্ষেত্রে যেমন ধরুন, ওই তরুণটি হয়তো বাবার মাদকবিরোধী অবস্থানকেই জনগণের সামনে নিয়ে আসার জন্য ওই কাজ করেছে। তাহলে?

এরকম সমস্যার ক্ষেত্রে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, একজন মাদকবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী রাজনীতিবিদের ছেলের ফেন্সিডিল বহনের সংবাদটি জানার অধিকার জনগণের আছে। কিন্তু আরেকটু ভেবে দেখুন, যদি তার বাবা মাদক প্রসঙ্গটিকে ইস্যু না করতেন, যদি মাদকবিরোধী প্রচার না চালাতেন তাহলে কি আপনি সংবাদটি প্রচার করতেন? সম্ভবত, না। তবে আবারও, সংবাদ হিসেবে কোনো ঘটনা বা ইস্যুকে উপস্থাপন করবেন, কি করবেন না; সে প্রশ্নের উত্তর সেটিই- কোনো ঘটনা বা ইস্যুর সংবাদ হয়ে ওঠার ব্যাপারটি অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে।

সেই সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দু'টো প্রসঙ্গে আপনার সিদ্ধান্ত কী হবে? প্রথমটি নিয়ে এ পর্যায়ে কথা বলা যাক। প্রধানত ওই গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমরা যা জানি তার ওপর বিষয়টি নির্ভর করবে। প্রতিষ্ঠানটি যদি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তা হলে আমাদের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়ে যাবে। যদিও তা কখনোই গবেষণা ফলাফলের চূড়ান্ত পক্ষপাতিত্বহীনতার নিশ্চয়তা দেয় না। জানতে হবে, সেন্টারটির তহবিল কি ইন্সুরেন্স কোম্পানিগুলো যোগাচ্ছে? যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে তথ্যটি সন্দেহ করার মতো।

সংবাদ-বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা

সংবাদ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় একজন সাংবাদিককে যেন মাইন পেতে রাখা একটা মাঠ পেরিয়ে আসতে হয়। এই ভয়ঙ্কর মাঠটি নিরাপদে অতিক্রম করার কিছু কৌশল অবশ্যই রয়েছে। অভিজ্ঞতা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো শিক্ষক। জানবেন, একটি মিথ্যে টেলিফোন একজন মানুষের মান-সম্মান ধূলায় মিশিয়ে দিতে পারে। পাশাপাশি অবশ্যই ধ্বংস করে দিতে পারে একজন সাংবাদিকের পেশা-জীবন। যদিও সাংবাদিকতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি একটি প্রাত্যহিক, চলন্ত প্রক্রিয়া কিন্তু একজন উদীয়মান সাংবাদিককে সাধারণত এ বিষয়ে খুব কমই সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়। যে বইপত্তর পাওয়া যায়, সাংবাদিকতার শ্রেণীকক্ষে-প্রশিক্ষণে যে আলোচনাগুলো হয়, সেসব এ সমস্যা সমাধানে খুব একটা কাজে আসে না। বিশেষ করে, একজন অনভিজ্ঞ সাংবাদিকের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি সহজ করে দেবে- এমন যুৎসই কোনো পন্থা বা নির্দেশনা পাওয়া বেশ কঠিন।

এই সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে এটুকু বলা যেতে পারে যে- এই সমস্যাগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করার জন্য নবীন সাংবাদিকদের প্রাথমিক কাজ হবে- সাধারণ নীতিমালা ও নির্দেশনা সম্পর্কে সংবাদিকতার নানান বই-পত্তর থেকে

www.pathagar.com

যতোটুকু পাওয়া যায় ততোটুকুই আত্মস্থ করে নেয়া। না, নৈতিকতার বিশদ পাঠ তাকে নিতে হবে না, কিংবা সাংবাদিকতার সম্ভাব্য সিদ্ধান্তগুলোর প্রত্যেকটির বিস্তারিত আলোচনাও তাকে খুঁজতে হবে না। কিন্তু বইগুলো পড়ে একটা সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত পাওয়ার চেষ্টা তাকে করতেই হবে।

মনে রাখা দরকার, সংবাদ-বিচারের প্রসঙ্গটি সব সময় কেবল নৈতিকতার চৌহদ্দির মধ্যেই সীমবদ্ধ থাকে না। প্রায়ই প্রতিবেদক বা সম্পাদক প্রক্রিয়াগত কিছু সমস্যারও মুখোমুখি হন। যেমন, কোনো একটি দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে একজন প্রত্যক্ষদর্শীকে আসলে কতোটুকু গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে; টিভিতে সংবাদের জন্য রাখা সীমিত সময়ে কিংবা সংবাদপত্রের সীমাবদ্ধ পৃষ্ঠায় কোনো একটি প্রতিবেদনকে কতোখানি জায়গা ছাড়া যেতে পারে- এসব প্রক্রিয়াগত সমস্যা তার দৈনন্দিন কাজেরই অনিবার্য অনুষঙ্গ।

আর একটি কথা- সংবাদ-বিচার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি শুধু সম্পাদক বা সংবাদ পরিচালকের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। প্রতিবেদককেও মাঠে কাজ করার সময় ধারাবাহিকভাবে অসংখ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শ করে সেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো সুযোগ থাকে না। আসলে, সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি নৈতিকতা বা সম্পাদনার জগতকে অতিক্রম করে অন্য সব ক্ষেত্রেও অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। আর, যাচাই-বাছাই-নির্বাচনের প্রাথমিক কাজটি আক্ষরিক অর্থেই থাকে প্রতিবেদকের হাতে।

সংবাদ-বিচারের এই প্রক্রিয়াটি কোনোভাবেই পুরোপুরি ক্রটিমুক্ত হতে পারে না। প্রতিবেদক ও সংবাদ নির্বাহীরা প্রায়ই (মাঝে মাঝে খুবই তিক্তভাবে) কোনো একটি সিদ্ধান্তের যথার্থতা নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। রাজনীতিবিজ্ঞানে যেমন কোনো একটি সিদ্ধান্তের সঠিকতার মাত্রা নির্ণয়ের কিছু গাণিতিক সূত্র আছে, সাংবাদিকতায় সে রকম কিছু নেই। বরং সাংবাদিকতার সিদ্ধান্তগুলো নির্ভর করে প্রতিবেদক নিজে কোন সিদ্ধান্তটিকে ঠিক বলে মনে করছেন তার ওপরে। এই সিদ্ধান্ত তিনি নিয়ে থাকেন তার সহজাত ক্ষমতা ও প্রশিক্ষণের ওপরে নির্ভর করে। তারপরও এই বইতে কিছু বিষয় শনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে যেগুলো মাথায় রাখলে সংবাদ-বিচারের ব্যাপারটি কিছুটা সহজ, অধিকতর যুক্তিযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে সে প্রসঙ্গগুলো নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

সত্যের কোনো স্বচ্ছ সংজ্ঞা নেই

সাংবাদিকতায় সংশ্লিষ্টদের মুখে সত্যের বড়াই হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেমন, সাংবাদিকতাতেও তেমনি, সত্যের কোনও পরিষ্কার সংজ্ঞা নেই। সত্য বেশ গোলমেলে প্রসঙ্গ। যেমন, ধরা যাক:

* রাজগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একটি রাজনৈতিক সংগঠনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হলো- বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে পড়ালেখার বেহাল অবস্থা, ফলে শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ছে। বিবৃতিটি কি সত্যি?

* তিন বিদেশি অপহরণদশা থেকে মুক্ত হওয়ার পর এক সাংবাদিক এক সেনা কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নিলেন। ওই সেনা কর্মকর্তা তার অধিনস্ত বাহিনীর বীরত্বের যে বর্ণনা দিলেন তা কি সত্যি?

* বটমূলে বোমাবিস্ফোরণের প্রত্যক্ষদর্শী ঘটনার যে বর্ণনা দিলেন তা কি সত্যের প্রতিরূপ?

* একটি অজ্ঞাত সূত্র থেকে দাবি করা হলো, বাংলাদেশের একজন সাবেক রাষ্ট্রপতি তার বিরুদ্ধে চলা একটি মামলার বিষয়ে একজন বিচারককে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সূত্র তার পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক। আপনি কিভাবে বুঝবেন তথ্যটি সত্য না মিথ্যা?

* র‌্যাব ফোরের পক্ষ থেকে পাঠানো বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে- র‌্যাবের সঙ্গে এনকাউন্টারে মারা গেছে কথিত সন্ত্রাসী নাসির। বিবৃতিটি কি সত্য?

এটি পরিষ্কার যে সত্যের আছে নানান রঙ এবং সাংবাদিকদের জন্য যা আরো গুরুত্বপূর্ণ তা হলো- প্রমাণযোগ্য সত্যেরও আছে অনেক বর্ণ।

প্রসঙ্গ: সত্যের ধারণা

সত্য নিয়ে আলোচনার সময় যে কথাটি মনে রাখা দরকার তা হলো, একেবারে সত্য ঘটনা দিয়েই সাজানো একটি প্রতিবেদন সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করতে পারে। যেমন, রাজগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের বেহাল দশা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ছে। এটি ঠিক যে বিভাগের বেহাল অবস্থা হলে শিক্ষার পরিবেশ ক্ষুণ্ন হয়, বিভাগে যে পড়ালেখা ঠিক মতো হচ্ছে না, শিক্ষকরা নানান কারণে ঠিক মতো পাঠ দিচ্ছেন না- এসব অভিযোগ হয়তো প্রমাণ করা গেলো কিন্তু এতে যে শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ছে এই উপসংহারে সাংবাদিক কিভাবে পৌঁছুলেন? পিছিয়ে পড়ার মানদণ্ড কী? খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখার সার্বিক মানই খারাপ। বিসিএস-এ এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে কম সুযোগ পান, চাকুরির বাজারে তাদের কদর কম- এসবও হয়তো উল্লেখ করা যায়। কিন্তু তারা পিছিয়ে পড়ছে এই

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তে সাংবাদিক আসতে পারেন কিভাবে? কার তুলনায় তারা পিছয়ে পড়ছেন? আর পিছিয়ে পড়া সম্পর্কে সমাজে নানান ধারণা চালু আছে, সুতরাং এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার প্রসঙ্গটি পাঠকের মনে সম্পূর্ণ বিপরীত ভ্রান্ত ধারণা দেবে– এমন শঙ্কাই বেশি। কারণ, প্রতিবেদক সম্ভবত ওই প্রতিবেদনে বলতে চেয়েছিলেন– অন্যান্য বিভাগের তুলনায় শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষাবর্ষ দু'তিন মাস পিছিয়ে পড়েছে।

পুরো ঘটনাই হয়তো সত্যি কিন্তু কেবল শব্দ ব্যবহারের কারণেও একটি প্রতিবেদন ভুল ধারণা তৈরি করতে পারে। যেমন, একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে তার শিক্ষক চড় মারেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসে চড় মারার ঘটনাটি শিক্ষার্থীরা মেনে নিতে পারে না এবং তারা আন্দোলনে যায়। সংবাদপত্রে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের খবর ছাপা হয় এবং প্রেক্ষাপট হিসেবে বলা হয়– *একজন ছাত্রকে সহপাঠী ছাত্রীর সঙ্গে আপত্তিজনক অবস্থায় পাওয়া গেলে শিক্ষক তাকে চড় মারেন।* লক্ষ্য করুন, এই 'আপত্তিজনক' শব্দটি, কী বোঝায় এই শব্দ দিয়ে? আপনার কাছে যা আপত্তিকর দৃশ্য, আরেক জনের কাছে তা ফুল ফোটার মতো সুন্দর, আনন্দদায়ক ছবি হতে পারে। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, ছেলে-মেয়ে দু'টি তো 'আপত্তিজনক' নয় 'সম্মতিজনক' পরিস্থিতিতে ছিল! তাহলে পাঠককে বিভ্রান্ত করার জন্য ওই 'আপত্তিজনক' শব্দটিই কি যথেষ্ট নয়?

একজন প্রতিবেদক যখন কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নেন তখন সত্য আর মিথ্যার ভেদ রেখাটি প্রায়শই অস্পষ্ট হয়ে যায়। যুদ্ধের মধ্যে যিনি আছেন তার কাছ থেকে যদি আপনি যুদ্ধের বর্ণনা নেন তাহলে ধরে নেয়া যেতে পারে, তিনি যে দৃশ্য দেখেছেন তার তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করার সুযোগ ব্যক্তিটির নেই। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তার কাছে ঘটনাটি তুলনারহিত মনে হবে এবং তার দেওয়া বর্ণনা অতিরঞ্জিত হয়ে যাওয়ার শঙ্কা বেড়ে যাবে।

একইভাবে বটমূলের বোমা হামলা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যাদের সাক্ষাৎকার আমরা পেয়েছি, সেখানে দেখা গেছে তারা বলছেন– *ভয়ঙ্কর, বিকট, গগনবিদারী শব্দ হয় এবং চারিদিক ধোঁয়ায় ঢেকে যায়।* যিনি ঘটনার মধ্যে ছিলেন এবং যার এরকম ঘটনার পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই তার কাছে শব্দটিকে 'গগণবিদারী' মনে হতে পারে এবং কেবল তিনি নিজে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হলেই মনে করতে পারেন যে, উদ্যানের চারিদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। হয়তো মাঠের প্রান্তদেশে যারা ছিলেন তারা বোমার শব্দটিকে প্রথমে পটকা ফোটার আওয়াজ মনে করেছিলেন, ধোঁয়ার চেহারাই দেখেননি, মানুষ দৌড়ে পালাতে শুরু করার আগে তারা হয়তো কিছুই টের পাননি। সুতরাং প্রত্যক্ষদর্শীদের উদ্ধৃত করলে সত্য আর মিথ্যে মিলেমিশে যেতেই পারে।

www.pathagar.com

সত্য তবে কেমন করে চিনি

যখন আপনি কোনও একটি ঘটনার বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শী বা সংশ্লিষ্ট কারও কাছ থেকে নিচ্ছেন তখন সেই বর্ণনার সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য একটি দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে, সেটি হচ্ছে– ঘটনার সঙ্গে বক্তার নিজের স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা কতোটুকু? ধরা যাক, ১৯৯০ সালের গণআন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভূমিকা নিয়ে আপনি একটি প্রতিবেদন তৈরির চেষ্টা করছেন। লক্ষ্য করবেন, এমন অনেককেই পাওয়া যাবে যারা বেশ আগ্রহের সঙ্গে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন এবং নিজের নায়কোচিত বীরত্বের কথা, আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের বীরত্বের বন্দনা চালাবেন। অন্য আরও কিছু মানুষ পাবেন যারা নিজেদের রাজনীতি বিমুখ, ভীরু, আতঙ্কিত বা ওই ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে অনিচ্ছুক ছিলেন অথচ ঘটনাচক্রে বেশ কিছু দেখে ফেলেছেন– এমনভাবে নিজেকে তুলে ধরবেন। অভিজ্ঞতা বলে, এই শেষের গোত্রের ব্যক্তিদের বিশ্বাস করাটাই বেশি নিরাপদ। অন্যান্য তথ্যপ্রমাণের সমর্থন না মিললে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'নায়কদের' বিশ্বাস না করাই ভালো।

আগের উদাহরণে বলা হয়েছে, এমন এক রাজনীতিকের কথা যার বিরুদ্ধে মামলা হতে যাচ্ছে বলে 'নাম ছাপাতে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি' জানিয়েছেন প্রতিবেদককে। ওই তথ্যের আনুষ্ঠানিক কোনও স্বীকৃতি মেলেনি। এখন প্রতিবেদক কি ওই প্রতিবেদন তৈরি করবেন? হ্যাঁ, করতে পারেন, যদি প্রতিবেদক নিশ্চিত হন, যিনি তাকে খবরটি দিয়েছেন তার কোনো কায়েমি উদ্দেশ্য নেই। অন্য কথায়, যদি পরিষ্কার বুঝতে পারেন, ওই রাজনীতিকের সম্ভাব্য হেনস্থায় ওই সূত্রের কোনও লাভ নেই। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেদককে এ-ও নিশ্চিত হতে হবে যে, ওই খবর পাওয়ার মতো যোগাযোগ বা সংশ্লিষ্টতা ওই সূত্রের রয়েছে, পাশাপাশি মানুষটি অতীতেও সব সময় সত্য কথা বলে এসেছেন। এর সঙ্গে যদি রাজনীতিকের অতীতে এমন ধরনের দুষ্কর্মে জড়িয়ে যাওয়ার ইতিহাস থাকে তাহলে প্রতিবেদনটি ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেওয়াও সহজ হয়ে যেতে পারে।

প্রত্যক্ষদর্শীর সত্য বলার ব্যাপারটিও ব্যাপকভাবে তার কায়েমিস্বার্থের মাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত। এটা মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত– যার নিজের স্বার্থ জড়িত আছে, অর্থাৎ সত্য বললে যার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সামান্য শঙ্কাও রয়েছে, তিনি সত্য বলতে একটু হলেও ইতস্তত করবেন। এটিই কিন্তু স্বাভাবিক। অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শীর সত্য বলার ইচ্ছেও একটি ব্যাপার। নির্বাচনের সময় এক প্রার্থী অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য প্রার্থীর অর্জনকে নানান কৌশলে ছোট করে দেখাতে চাইবেন, একইভাবে নিজের কর্মকাণ্ডকে অতুলনীয় বলেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালাবেন। বর্তমানে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত কিংবা ভীষণ রাজনীতিবিমুখ বা অন্য কোনোভাবে স্বার্থতাড়িত ব্যক্তির কাছ থেকে নব্বই-এর গণআন্দোলনের সঠিক চিত্র পাওয়া এ কারণেই দুরূহ।

www.pathagar.com

আরেকটি ব্যাপার এক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে– প্রত্যক্ষদর্শীর সত্য বলার সামর্থ। একটি সড়ক দুর্ঘটনা বা বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কি ওই দুর্ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ দিতে সক্ষম? হয়তো সক্ষম। কিন্তু প্রতিবেদকের বোঝা উচিত, জীবনে প্রথমবারের মতো সড়ক দুর্ঘটনা বা বোমা বিস্ফোরণ দেখা প্রত্যক্ষদর্শীর হৈ-চৈ-ত্রাস, আহতদের আহাজারি-রক্তারক্তি দেখে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। ফলে একটি তুলনামূলকভাবে ছোট দুর্ঘটনাকেও তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে অতিরঞ্জিত করে ফেলতে পারেন। এ কারণেই সড়ক দুর্ঘটনাসহ অন্যান্য দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীদের নয় বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দেওয়া বর্ণনা নেয়ার জন্য প্রতিবেদকদের তাগাদা দেওয়া হয়। প্রতিবেদকদের মনে রাখতে বলা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার খামতি তার সত্য বলার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

তথ্যের সত্যাসত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য 'নথি' (ডকুমেন্ট) ও 'হাতিয়ার' (ইন্সট্রুমেন্ট) –এই দুইয়ের পার্থক্য সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হয় সাংবাদিককে। নথি বলতে সাধারণত এমন কিছুকে বোঝানো হয় যাতে কেবল তথ্যের বিবরণ থাকে, এর কোনো লুকানো উদ্দেশ্য থাকে না বা থাকে না তথ্য ধারণ করা ছাড়া অন্য কোনো লক্ষ্য। 'কোর্ট ট্রান্সক্রিপ্ট' হচ্ছে নথির উদাহরণ। সভাসমিতির কার্যবিবরণীও নথি। কিন্তু অধিকাংশ সংবাদবিজ্ঞপ্তি ইন্সট্রুমেন্ট বা হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। কোনও ঘটনার বর্ণনা বা তথ্য জানানো ছাড়াও সংবাদবিজ্ঞপ্তির অন্য কিছু উদ্দেশ্য থাকে। মোটামুটি পাঠকের কাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করতে বা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনে সংবাদবিজ্ঞপ্তি ব্যবহার করা হয়। এ কারণেই অধিকাংশ সংবাদবিজ্ঞপ্তি হাতিয়ার বা ইন্সট্রুমেন্ট বলে গণ্য।

প্রতিবেদনের সত্যতার স্বার্থে সাংবাদিকদের অজ্ঞাত সূত্রের ব্যবহারে বিশেষ সতর্ক হতে হয়। অনেক সূত্র চাকুরি হারানোর ভয়ে কিংবা অন্য নানান আশঙ্কা থেকে নিজের পরিচয় গোপন করে থাকেন। কিন্তু তাদের বক্তব্য যদি সাংবাদিক দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করেন তাহলে বড় একটি ঝুঁকি থেকে যায়। একেবারে অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ঘটনাচক্রে ওই অজ্ঞাত সূত্র যদি অসত্য বা আংশিক অসত্য বিবৃতি দেন এবং সাংবাদিক যদি তা ব্যবহার করেন তাহলে যে বিপদ তৈরি হয় তার দায়দায়িত্ব নিতে হয় সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককেই। কেননা, তথ্যের সত্যাসত্যের জন্য অজ্ঞাত সূত্রকে জবাবদিহিতায় আনার সুযোগ নেই। মনে রাখতে হবে, অজ্ঞাত সূত্র ব্যবহার করা মানেই নিজেকে আরেকজনের স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া।

অবশ্য কিছু প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে অজ্ঞাত সূত্রের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রতিবেদককে শতভাগ নিশ্চিত হতে হয় যে তার সূত্র যা বলছে তা শতভাগ সত্য। এই নিশ্চয়তা পাওয়ার জন্য সূত্রকে যেমন যাচাই করে নিতে হয়, তেমনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করতে হয় তার তথ্যের সত্যতা।

www.pathagar.com

সাংবাদিকদের একটি ঘরানা অবশ্য বিশ্বাস করে, যে কোনও পরিস্থিতিতেই নামহীন সূত্র ব্যবহার করে প্রতিবেদন তৈরি করা অনৈতিক। তারা যুক্তি দেন, কোনও না কোনও স্পষ্ট সূত্র থেকে একটি ঘটনার সত্যাসত্য নিশ্চিত করা অবশ্যই সম্ভব।

ইচ্ছাকৃত বা একেবারেই অনিচ্ছাকৃতভাবে সরবরাহ করা অজ্ঞাত সূত্রের মিথ্য তথ্য ব্যবহারের ঝুঁকি এড়াতে ঝানু সাংবাদিকরা সাধারণত একটিমাত্র অজ্ঞাত সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করেন না। অবশ্য নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্র যদি তা অন্য কোনও নথিগত সাক্ষ্য বা ডকুমেন্টারি এভিডেন্স দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তাহলে ভিন্ন কথা। সাংবাদিকরা অনেক সময় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করেন যদিও একাধিক অজ্ঞাত সূত্র থেকে আসা তথ্য ব্যবহার করা কোনোভাবেই নিরাপদ নয়। সূত্র ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের এ কারনেও সবসময় সাবধান থাকতে হয় যে, আপনাকে যিনি তথ্য দিচ্ছেন পূর্ণ সত্য বা ফুল ট্রুথ সম্পর্কে তার ধারণা নাও থাকতে পারে।

নিচের খবরটি বার্তা সংস্থার বরাত দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় একটি দৈনিকে। এটি এমন একটি প্রতিবেদন যেখানে সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়নি। সূত্রের অস্পষ্টতা এবং যথাযথভাবে প্রতিবেদন উপস্থাপন না করার মাধ্যমে পুরো প্রতিবেদনটিই হয়ে পড়েছে অস্পষ্ট এবং পাঠকের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

গণফোরাম নেতা সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিকের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

গণফোরাম নেতা সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক ও শামসুদ্দোহা গতকাল বুধবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে এ কথা জানা গেছে। তারা দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন বলে সূত্র জানিয়েছে। খবর ইউএনবির।

তবে সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বার্তা সংস্থাকে জানান, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ সাক্ষাৎ পূর্বনির্ধারিত ছিল না। ১৫-২০ মিনিট স্থায়ী ওই সাক্ষাতের সময় কোনো রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়নি।

সিপিবির সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের ভবন নির্মাণ সমস্যা নিরসনের চেষ্টায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়েছিলেন উল্লেখ করে জনাব মানিক বলেন, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব ২-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করার কথা ছিল। তিনি আমাকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিয়ে যান। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও ছায়ানট বিষয়ে আলাপ করেন বলে তিনি জানান।

ওপরের প্রতিবেদনটি প্রসঙ্গে সবচে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে– সিপিবি'র সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভবন নির্মাণ সমস্যা নিয়ে গণফোরাম নেতা সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন কেন? ছায়ানট কি আসলেই সিপিবি'র অঙ্গ সংগঠন?

www.pathagar.com

সংবাদ সংস্থাটি কেন তার বিশ্বস্ত সূত্রের পরিচয় প্রকাশ করলো না? সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক যখন বলছেন তারা ছায়ানট প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন সেখানে কেন সূচনাতেই তাকে উদ্ধৃত করা হলো না। আর প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব ২-এর নাম-পরিচয় উল্লেখ করা হলো না কেন?

অনেকেরই হয়তো মনে আছে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আবারও বিয়ে করতে যাচ্ছেন এমন একটি খবর ছাপা হলে অজ্ঞাত সূত্র ব্যবহারের খেসারত দিতে হয় পত্রিকার সম্পাদককে। প্রথমে ভুল স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা, তারপর পুরো পত্রিকাই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ।

সত্য নির্ধারণে নির্দেশনা

মনে রাখতে হবে এই নির্দেশনাগুলো চূড়ান্ত কিছু নয়। তবে নিচের প্রশ্নগুলো মাথায় রাখলে কোনও তথ্যের সত্যতা নির্ধারণের কাজটি সহজ হতে পারে–

১. তথ্যদাতা ব্যক্তিটি কি সত্য বলার সামর্থ রাখেন? অন্যভাবে বলা যায়, যা ঘটেছে তার যথাযথ বর্ণনা দেওয়ার মতো যথেষ্ট জ্ঞানগোম্বী কি তথ্যদাতার আছে? যেমন, কোনও সড়ক দুর্ঘটনার যে প্রত্যক্ষদর্শী জীবনে প্রথমবারের মতো অমন দুর্ঘটনা দেখলেন তার তুলনায় একজন অভিজ্ঞ ট্রাফিক পুলিশের বর্ণনা কি বেশি বস্তুনিষ্ঠ হবে না? যদি প্রতিবেদনে আইন-কানুনের সংশ্লিষ্টতা থাকে তাহলে জানতে হবে, তথ্যদাতা আইনী বিষয়গুলো ভালোভাবে বোঝেন কি না? যেমন, উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, তিনি কি জানেন কাউকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা আর কাউকে খুনী সাব্যস্ত করা এক কথা নয়? কিংবা তথ্যদাতা কি জানেন, কাউকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা আর কাউকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তার করার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক রয়েছে?

২. তথ্যদাতা কি সত্য বলতে আগ্রহী? যদি আগ্রহী হন, তার আগ্রহের মাত্রাটা একটু যাচাই করে দেখুন। অতিআগ্রহ সন্দেহজনক। তার কি লুকানো কোনো উদ্দেশ্য আছে? তথ্য প্রকাশ করার মাধ্যমে তথ্যদাতার কি কোনভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে? যদি তেমন সুযোগ থাকে তাহলে তার দেওয়া তথ্য বানোয়াট হতে পারে বা হতে পারে খুব বেশি বিকৃত। এমন কি সৎ মানুষরাও অনেক সময় এমনভাবে কোনও তথ্য জনসামনে উপস্থাপন করেন যা তার বা তাদের সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা তুলে ধরে। বিশেষ করে নেতা হওয়ার আগ্রহ যাদের মাথায় থাকে তারা আসল সত্য লুকিয়ে, ভালোভালো কথা বলে সহকর্মীদের বাহাবা কুড়ানোর পথে হাঁটেন। অনেক 'ভালো মানুষ' আবার আরেকবার নিজের উদারতা প্রমাণের সুযোগ হিসেবেই গণমাধ্যমকে ব্যবহার করেন। সুতরাং ওই সব 'সৎ' মানুষদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকুন। যারা নাম প্রকাশ করতে চান না তাদের ব্যাপারে খুব সাবধান হন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুরো সত্য না জানানোর কুচিন্তা থেকেই তারা নিজের নাম দেওয়ার

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন। যখনই সম্ভব, সূত্রের উল্লেখ করে বর্ণনা দিন। সূত্রকে স্পষ্ট করে বলুন, প্রতিবেদনে তার নাম-পরিচয় উল্লেখ করা হবে।

৩. যদি ছাপানো বা লিখিত কিছু দেওয়া হয়, তাহলে ভেবে দেখুন সেগুলো নথি (ডকুমেন্ট) না হাতিয়ার (ইন্সট্রুমেন্ট)? সেগুলো কি কেবল তথ্য সংরক্ষণের জন্যই তৈরি হয়েছে না কি সেগুলোর অস্তিত্বের পেছনে অন্য কারণও থাকতে পারে? যদি সেগুলো স্বাভাবিকভাবে তৈরি না হয়ে থাকে, যদি সেসব একটুও অস্বাভাবিক পন্থায় সংগ্রহ করা হয় তাহলে সাবধান হন।

৪. তথ্যটি কি বেশ কিছু ভিন্ন ভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া? কোনও তথ্যকেই একজন সাংবাদিক ঠিক সাধারণ মানুষের মতো দেখেন না। প্রায়শ:ই তিনি অসংখ্য মানুষের কাছে একই প্রশ্ন রাখেন। এমন কি একই পরিবার বা সংঘের বিভিন্ন ব্যক্তিকেও তিনি একই প্রশ্ন করে কোনও তথ্যের সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করেন। সূত্র যখন দেখে তার স্বামী বা স্ত্রী কিংবা সন্তানকে সাংবাদিক একই প্রশ্ন করছেন তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সূত্র বিরক্ত হন এবং বলেন, "আহা, আমার স্বামী/স্ত্রী তো বললেন" কিংবা "সব তো বাবার কাছে শুনলেন, আমাকে আবার একই কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?" সাংবাদিকরাও তৈরি উত্তরই দেন, "তা আপনার বক্তব্যটাও জানতে চাই?" একাধিক মানুষের কাছে কোনও বিবরণ শুনলে ঘটনার মধ্যে লুকানো, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ফাঁক নজরে চলে আসার সুযোগ তৈরি হয়। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট স্বার্থের বন্ধনে জড়িত গোষ্ঠীর অর্থাৎ একই ইন্টারেস্ট গ্রুপের সব সদস্য সাধারণত একই রকম ভাষ্য দেয়। সাংবাদিকরা একটি বিষয় প্রায়ই ভুলে যান যে, কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর (একই ইন্টারেস্ট গ্রুপের) ভাষ্যদানকারী সদস্যের অধিক সংখ্যা কিছুতেই তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে না। কোনও প্রসঙ্গে পাঁচটি বিচ্ছিন্ন তথ্যসূত্রের কাছ থেকে পাওয়া ভাষ্যের গ্রহণযোগ্যতা একটি নির্দিষ্ট ইন্টারেস্ট গ্রুপের দশ জন সদস্যের দেয়া বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশি। আসলে একটি নির্দিষ্ট ইন্টারেস্ট গ্রুপের ভাষ্য নেয়ার ক্ষেত্রে ভাষ্যের সত্যাসত্য নির্ধারণে তাদের সংখ্যাধিক্য আমলে না নেয়াই ভালো।

৫. নিরুৎসাহী কোনও সূত্র থেকে তথ্যটি কি নিশ্চিত করা সম্ভব? আজকাল সংবাদপত্রে প্রায়ই এমন পঙক্তি লক্ষ্য করা যায়: গতকাল একাধিক/অসংখ্য ব্যক্তি পত্রিকা অফিসে ফোন করে ঘটনাটি জানান বা গতকাল অসংখ্য পাঠক পত্রিকা অফিসে ফোন করে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চান। মনে রাখতে হবে, পত্রিকা অফিসে এক দিনে কোনও একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাজার মানুষও টেলিফোন করতে পারেন, কোনও একটি ঘটনাকে তারা সংবাদ আকারে দেখতে চাইতে পারেন বা নিজেদের উৎকণ্ঠা দেখিয়ে বিষয়টিকে সংবাদযোগ্য করার চেষ্টা করতে পারেন। একজন সাংবাদিকের কিছুতেই উচিত হবে না এমন আগ্রহী মানুষের বক্তব্যকে খুব বেশি আমলে নেয়া। পত্রিকা অফিসে টেলিফোন করে জানানো তথ্যের সঙ্গে একজন অনাগ্রহী ব্যক্তির কাছ

www.pathagar.com

থেকে চেষ্টা করে সংগ্রহ করা তথ্যের চরিত্রগত অমিল রয়েছে। পত্রিকা অফিসের টেলিফোনে পাওয়া কোনও তথ্য সম্পর্কে যদি সন্দেহের উদ্রেক হয় তাহলে তথ্যটি ব্যবহার করার আগে ওই তথ্যসূত্রের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্ক নেই কিন্তু ঘটনাটি জানা থাকার কথা এমন দ্বিতীয় কোনও সূত্রের সঙ্গে কথা বলে তথ্যটির সত্যতা নিশ্চিত করুন।

৬. তথ্য বা সূত্রটি কি আপনার কাছে সন্দেহজনক মনে হলো? বলা হয়ে থাকে, যদি আঁসটে গন্ধ আপনার নাকে একবার লাগে তাহলে নিশ্চিত আশেপাশে বাজে কিছু আছেই। একটুও 'বেনিফিট অব ডাউট' দেওয়ার চিন্তা করবেন না। নিজের নাক ব্যবহার করে যদি ঠিক কিসের গন্ধ তা শনাক্ত করতে না পারেন তাহলে বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিন। যদি মনে হয়, সূত্রটিই কেমন যেন রহস্যময়, তাহলে তার পেছনে লেগে থাকুন। অবশ্যই ওই রহস্যময় সূত্রের কোনো না কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে, কোনো একটা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই তিনি ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলছেন।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রতিবেদনটি কি সমীচীন হচ্ছে?

** শেষ মুহূর্তে লুটপাট: ক্ষমতা হস্তান্তরের অল্প কিছু দিন আগে শিল্পমন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের টেন্ডার দাখিলে ব্যাপক অনিয়মের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের অন্তত ১৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। মন্ত্রী অভিযোগ করছেন, সচিব নিজেই এসব দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে জড়িত।*

নির্বাচনের আগ দিয়ে বিদায়ী সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও তার মন্ত্রণালয় সম্পর্কে পাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে ওপরের ওই সংবাদ তৈরি করা কি উচিত হবে? আপনি কি যথেষ্ট ফেয়ারভাবে এই প্রতিবেদনটি লিখতে পারবেন? অভিযোগ ওঠার কথা না লিখে আপনি যখন অভিযোগ পাওয়া গেছে লেখেন তখন কি প্রতিবেদনের ঔচিত্যতা বা ফেয়ারনেস নষ্ট হয়ে যায় না? এসব বাদ দেন, একজন সাবেক মন্ত্রীকে জড়িয়ে দুর্নীতির কেবল খবরটিই কী নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর হাতে একটি মোক্ষম অস্ত্র তুলে দেওয়ার নামান্তর নয়? মন্ত্রীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যাপক সুযোগ দিয়েও যদি প্রতিবেদনটি তৈরি হয় তারপরও কী এতে তার হেয় হওয়ার আশঙ্কা এড়ানো যায়? এটা কি সমীচীন কাজ?

** রাজগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন দু'টি ভবনের তহবিল যোগানো নিয়ে 'ব্যাপক বাকবিতণ্ডা'র পর সিন্ডিকেটের সভা এক সপ্তাহের জন্য মুলতবী হয়ে গেছে।*

উপরের ওই সংবাদে আপনি ভবন দু'টি নির্মাণে অর্থের যোগান নিয়ে বিতণ্ডা কেন হলো তা না লিখে সদস্যদের মধ্যে কী ধরনের, কতোক্ষণ ধরে বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। আপনি কি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সমীচীন প্রতিবেদন তৈরি করলেন?

* বন্যাদুর্গতদের পূণর্বাসনের একটি প্রকল্পে আপনি সরকারের দুর্যোগ ও ত্রাণমন্ত্রীর সঙ্গে ভিআইপি মর্যাদায় ঘুরলেন। এই ঘোরার ওপরে ভিত্তি করে আপনি কি একটি সমীচীন (ফেয়ার), বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবেন?

সমীচীনতা বা ফেয়ারনেস– এই প্রত্যয়টি কিন্তু সহজে বোঝানোর কোনও উপায় নেই, যদিও খুব সহজেই একটি "অসমীচীন" বা "আনফেয়ার" প্রতিবেদনকে অনেকেই চিহ্নিত করতে পারেন। যখনই কোনও প্রতিবেদন কারও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বিরোধ তৈরি করে কিংবা কারও বিরুদ্ধে চলে যায় তখনই সেই ব্যক্তি ওই প্রতিবেদনটিকে "অসমীচীন" হিসেবে অভিহিত করেন। তবে এ সংক্রান্ত কিছু নীতিমালা এরই মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে, সেগুলো অনুসরণ করে আপনি আপনার প্রতিবেদনের সমীচীনতা/ঔচিত্যতা বা ফেয়ারনেস সম্পর্কে সতর্ক থাকতে পারেন।

www.pathagar.com

সম্ভাব্য সমস্যা এড়াতে চোখকান খোলা রেখে খেয়াল করতে পারেন কিভাবে অভিজ্ঞ প্রতিবেদকরা সমীচীনতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন।

সমীচীনতা বা ফেয়ারনেস কী?

সমীচীনতা কী– এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট-এর ১১: (বি): ধারা অনুযায়ী সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থাসমূহ এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধির এক নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: জনগণকে আকর্ষণ করে অথবা তাঁদের ওপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয়ে জনগণকে অবহিত রাখা একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব। জনগণের তথা সংবাদপত্র পাঠকগণের ব্যক্তিগত অধিকার ও সংবেদনশীলতার প্রতি পূর্ণ সম্মানবোধসহ সংবাদ ও সংবাদ তথ্য প্রস্তুত ও প্রকাশ করতে হবে। এই আচরণবিধির ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: কোনও দুর্নীতি বা কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে আর্থিক বা অন্য কোনও অভিযোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের উচিত হবে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সাধ্যমত নিশ্চিত হওয়া এবং প্রতিবেদককে অবশ্যই খবরের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার মতো যথেষ্ট তথ্য যোগাড় করতে হবে এবং অভিযোগের বিষয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

সাংবাদিকদের আচরণ-বিধিতে কেন এই কথাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, তা অনুধাবন করা জরুরি। আমাদের দেশের সাংবাদিকরা সংবাদ-তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনের সময় ব্যক্তির অধিকার ও সংবেদনশীলতার প্রতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরো সম্মান বজায় রাখেন না। আর এ কারণে একটি প্রতিবেদনকে সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষ সহজেই অসমীচীন বলে চিহ্নিত করতে পারেন। একইভাবে ১৯ অনুচ্ছেদে যেমনটি বলা হয়েছে তেমনভাবে প্রতিবেদকরা কোনও দুর্নীতি বা অন্য যে কোনও ধরনের অভিযোগের ব্যাপারে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সাধ্যমত চেষ্টা করেন না নিশ্চিত হওয়ার। আবার প্রতিবেদনের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করার মতো যথেষ্ট তথ্য অনেক সময়ই তারা যোগাড় করতে পারেন না বা করেন না। আর তথ্য সংগ্রহের সময় যে ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তিনি যেন কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হন সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সাংবাদিকরা যে সচেতন তা অনুমান করাও প্রায়শ:ই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। উল্টো, এদেশে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান 'সম্পর্কে' তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা মানেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানটির 'বিরুদ্ধে' তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা। প্রতিবেদকও অনেক সময় এমন চণ্ডের মতো ওই তথ্য সংগ্রহের কাজটি করেন যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানটি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অথচ প্রতিবেদকের মনে রাখা উচিত, কারও একরাতের ঘুম নষ্ট করার অধিকার তার নেই।

প্রতিবেদককে আরও মনে রাখতে হবে, কোনও অনানুষ্ঠানিক অভিযোগ সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করতে হলে– যে ব্যক্তির মানসম্মান অথবা নৈতিক চরিত্রে আঘাত লাগার শঙ্কা আছে, অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রশ্ন বা প্রশ্নগুলোর

www.pathagar.com

উত্তর দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। নইলে প্রতিবেদনটি 'অসমীচীন' বিবেচিত হতে বাধ্য। সাংবাদিকও অভিযুক্ত হতে পারেন, মানুষের 'চরিত্র বিনাশ'-এর অপরাধে।

সমীচীনতা বজায় রাখার প্রশ্নটি একজন প্রতিবেদকের প্রতিদিনের সমস্যা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাকে এই সমস্যা মোকাবিলা বা নিদেনপক্ষে বিবেচনা করতে হয়। শুরুতে উল্লেখ করা, মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনটির কথা ধরা যাক। মন্ত্রীও যখন তার সচিবের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করেন তখন অবশ্যই তার সংবাদযোগ্যতা তৈরি হয় এবং খবরটি ছাপার যোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, মন্ত্রী মহোদয় আত্মরক্ষার্থে অভিযোগের তীরটি ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছেন কিংবা তার সচিবের বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা বিদ্বেষ চরিতার্থ করতে ও কথা বলেছেন। সুতরাং প্রতিবেদকের কাজ হবে একটি 'সমীচীন' প্রতিবেদন তৈরি করার স্বার্থে সচিবের সঙ্গে কথা বলা। এটি কিন্তু খুব সহজ একটি সমস্যার খুব সহজ সমাধান। বাস্তব পরিস্থিতি এতো সহজভাবে গড়ায় না। তাই অনেক সংবাদপত্র বা সাংবাদিক আছেন যারা এরকম একতরফাভাবে করা অভিযোগের ভিত্তিতে তৈরি প্রতিবেদন কিছুতেই ছাপাতে দেবেন না। যদি প্রতিবেদক অমন প্রতিবেদন জমা দেনও, "যার প্রসঙ্গ উঠেছে সেই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না হলে প্রতিবেদনটি প্রকাশ না করা" অনেক গণমাধ্যমের একটি সাধারণ নীতি।

এবার আরেকটু জটিল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যাক। রাজগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় দু'টি ভবনের নির্মাণ নিয়ে যে বিতণ্ডার ফলে সিন্ডিকেট সভা মুলতবি হয়ে গেলো, সেই সভার কেবল ঝগড়া-ঝাটির বিবরণ দিয়ে আপনি যে প্রতিবেদন তৈরি করলেন সেটি 'আনফেয়ার' প্রতিবেদন বলে বিবেচিত হবে। কারণ, কেবল সময়মত সঠিক তথ্য দিলেই একটি সমীচীন প্রতিবেদন তৈরি হয় না। প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি তুলে ধরে যথার্থ অর্থ ও প্রেক্ষাপটে প্রতিবেদনটিকে উপস্থাপন না করতে পারলেও অবশ্যম্ভাবীভাবে একটি প্রতিবেদনের সমীচীনতা নষ্ট হয়ে যায়।

আপনি যদি কেবল সভার চেঁচামেচির কথা লেখেন তাহলে আসল সংবাদটিই থেকে যায় পর্দার অন্তরালে। আড়ালে রয়ে যায়– কিভাবে একটি ভবনের অর্থ আরেক ভবন গড়ায় ব্যয় হলো, কার স্বার্থে অমনটি ঘটলো, প্রায় চার কোটি টাকার কাজের অর্থব্যয়ের অধিকার কিভাবে এক কর্তৃপক্ষের হাত থেকে অন্য পক্ষের হাতে চলে গেলো, ঠিকাদারদের সঙ্গে রফা করে কে কতো হারে নিজেদের পকেটে ঢুকিয়েছে বলে প্রতিপক্ষ অভিযোগ তুললো, কেনই বা হঠাৎ করে প্রকল্প শেষে এসে অর্থের এই সংকট দেখা দিলো সে সব প্রশ্নের উত্তরও। এইসব জরুরি প্রশ্নগুলোর উত্তর না দিয়ে কেবল ব্যক্তিত্বের সংঘাত তুলে ধরে প্রতিবেদনটি শেষ করে দিলে তা অবশ্যই অসমীচীন হবে। ব্যক্তিত্বের সংঘাত একটি বড় অসুস্থতার উপসর্গমাত্র, ছাইচাপা আগুন থেকে উঠে আসা সামান্য ধোঁয়ার আভাস।

মাঝে মাঝেই দেখা যায়, সরকারের আমলা, ব্যবসায়ী বা রাজনীতিবিদরা সাংবাদিকদের বলছেন, আহা, আপনি পুরো ঘটনাটি তুলে ধরতে পারেননি। এই 'পুরো ঘটনাটি তুলে ধরতে না পারার' মানে হচ্ছে তিনি যেভাবে চান সেভাবে ঘটনাটি

www.pathagar.com

উপস্থাপিত হয়নি। কখনো কখনো তাদের অভিযোগ অবশ্যই সত্য হয়। মূল প্রসঙ্গে না গিয়েই প্রতিবেদক প্রতিবেদন শেষ করে দেন। বুঝতে না পেরে, কিংবা যথেষ্ট খুঁটিনাটি তুলে ধরে কোনো একটি প্রতিবেদনকে পূর্ণাঙ্গ করার তোয়াক্কা না করায়, সাংবাদিকরা অনেক সময়ই একটি প্রতিবেদনকে তার যথাযথ প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন।

স্মরণ করুন, দুর্যোগ ও ত্রাণমন্ত্রীর সঙ্গে বন্যাদুর্গত মানুষদের পুনর্বাসনের সংবাদ পরিবেশন করতে যাওয়ার উদাহরণটি। এসব ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের সমীচীনতা বজায় রাখা বেশ কঠিন। একটি পর্যবেক্ষণ গাড়ির পেছনে বসে আপনি যা দেখছেন তা ওই ঘটনার সরকারি ভাষ্য। সরকারের জনসংযোগ কর্মকর্তা হয়তো আগে থেকেই সাজিয়ে রেখেছেন কী দেখবেন মন্ত্রী মহোদয় এবং সঙ্গী প্রতিবেদকরা। সুতরাং সমীচীন প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে আপনি কোথায় 'বসে আছেন' সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। দু'জন সাংবাদিক যদি দুই জায়গায় বসে প্রতিবেদন তৈরি করেন, তাহলে তাদের ভাষ্যে হেরফের থাকাটাই স্বাভাবিক এবং নিশ্চয়ই বোঝেন, একই সঙ্গে একটি ঘটনার দু'টি ভাষ্যই সত্য হতে পারে না।

মাঠ থেকে প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রেও তেমনি সমীচীন, বস্তুনিষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরির কাজটি সমান গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্র কার্যালয়ে সহ-সম্পাদকরা, যে সব প্রতিবেদন ছাপা হবে সেগুলোর সমীচীনতা বজায় আছে কি না, নিদেনপক্ষে প্রতিবেদন পড়ে যে অনুভূতিটা পাওয়া যায় তা সঙ্গত কি না কিংবা প্রতিবেদনটি বস্তুনিষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ কি না ; তা যাচাই করে দেখায় সারা দিন খরচ করে ফেলেন। যেমন ধরা যাক, একজন প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনে লিখেছেন, রোমান নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্র ঢাকায় নিজের ভাড়া করা বাসায় তার স্ত্রীর কথিত প্রেমিকের হাতে খুন হয়েছেন।

সতর্ক সহ-সম্পাদকের মাথায় প্রশ্ন আসবে–

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে, টাকা পায় কোথায়?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেই হয়তো আরও কিছু তথ্য পাওয়া যাবে এবং তখন হয়তো প্রতিবেদনটি হবে এমন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, টপলেন সিগারেটের মডেল রোমান চৌধুরী ঢাকায় নিজের ভাড়া করা বাসায় তার স্ত্রীর কথিত প্রেমিক সিরাজের হাতে খুন হয়েছেন। এক বছর প্রেম করার পর গত পাঁচ মাস আগে পারিবারিক উদ্যোগে তাদের বিয়ে হয়েছিলো। উল্লেখ্য, সিরাজ এলাকায় বেশ আগে থেকেই সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত।

সহ-সম্পাদকের সন্দিগ্ধ মন প্রতিবেদককে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করতে অনেক সময়, বলা যায়, বাধ্য করে। এর ফলে পাঠক একটি 'সমীচীন' প্রতিবেদন পান। অর্থাৎ এমন একটি প্রতিবেদন পাঠক পান যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে-পড়া ছেলের সংসার চালানোর সামর্থ্য ও যোগ্যতা নিয়ে তার মনে তৈরি হওয়া প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থাকে। পাশাপাশি নিহত ছেলেটি সম্ভাব্য বিরূপ সমালোচনা থেকেও রেহাই পান। অন্য কথায়, পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পাঠককে এমন ভাবনা থেকে দূরে রাখতে পারে যে, রোমান মাস্তানী

www.pathagar.com

করে বিয়ে করে, চাঁদাবাজী করে সংসার চালায় এবং তার বৈধ আয়ের উৎস ছিলো না। আবার এমন সহ-সম্পাদকও পাওয়া যাবে, যিনি সিরাজের নামের আগে 'প্রেমিক' এই ইতিবাচক শব্দটি ব্যবহার করতেও আপত্তি করবেন। তিনি চাইবেন এই 'প্রেমিক' শব্দটির বদলে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করতে যাতে মেয়েটির প্রতি ছেলেটির এক তরফা আগ্রাসী মনোভাব এবং পাশাপাশি তার সন্ত্রাসী পরিচয়ও তুলে ধরা যায়।

আর একটি উদাহরণ দেখা যাক। নিচের প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে দেশের অন্যতম বৃহৎ জাতীয় দৈনিকে, শেষ পৃষ্ঠায়, বাক্সের মধ্যে।

ছাত্রীকে বিয়ে করে প্রধান শিক্ষকের শেষ রক্ষা

দীর্ঘ একটি বছর এক গরিব মেধাবী ছাত্রীর সঙ্গে অবৈধ মেলামেশার পর রোববার স্থানীয় লোকজন ও প্রশাসনের হাতে ধরা পড়ে অবশেষে ছাত্রীটিকে বিয়ে করে শেষ রক্ষা হয়েছে লালমনিরহাট জেলার ... উপজেলার ... সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ... আলীর। এটি তার দ্বিতীয় বিয়ে। প্রথম স্ত্রীর রয়েছে তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। স্কুল বন্ধ থাকার পরও রোববার সকাল ৮টার দিকে এসএসসি পরীক্ষার্থিনী ছাত্রীকে একা স্কুল ক্যাম্পাসে প্রধান শিক্ষক তার থাকার একটি ঘরে ডেকে নিলে আশপাশের লোকজনের সন্দেহ হয়। তারা ওই গার্লস স্কুলের অন্য শিক্ষক, শিক্ষিকা, ইউএনও এবং পুলিশকে খবর দেন। প্রশাসনের লোকজন আসার আগেই শত শত লোক স্কুলের ওই কক্ষটি ঘিরে ফেলে এবং একপর্যায়ে তালা লাগিয়ে দেয়। পরে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে তাদের তালা খুলে উদ্ধার করে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষে নিয়ে আসা হয়।

খবর পেয়ে লালমনিরহাট সেনা ক্যাম্পের কর্মকর্তারাও সেখানে উপস্থিত হন। চারিদিকে হুলস্থুল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সেনাসদস্য ও পুলিশের প্রচেষ্টায় উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করে ঘটনা জানতে চাইলে ছাত্রীটি জানায়, তার বাবা রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। তাদের সংসারের অভাব-অনটনের সুযোগ নিয়ে ওই শিক্ষক তার লেখাপড়ার খরচ বহন, প্রাইভেট পড়ানোসহ তাদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে। একপর্যায়ে তাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তার সঙ্গে সব রকম মেলামেশা শুরু করে। তাদের এই সম্পর্ক এক বছর ধরে চলে আসছে। জিজ্ঞাসাবাদে প্রধান শিক্ষকও ওই ছাত্রীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্কের কথা প্রশাসনের কাছে স্বীকার করে।

প্রধান শিক্ষক ছাত্রীটিকে বিয়ে করার ঘোষণা দিলে কালিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: হামিদুল হক খান, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফয়জুর রহমান, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ব্যবসায়ী ও সামাজিক নেতাসহ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষে রোববার বিকালে ৪ লাখ টাকা দেনমোহরে তাদের বিয়ে দেয়া হয়।

এই প্রতিবেদনে সব আছে কিন্তু প্রথম স্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া প্রশাসনের লোকজন কিভাবে ওই প্রধান শিক্ষকের বিয়ে দিলেন তা নেই। এই না থাকাই সংবাদটিকে নানান প্রশ্নে বিদ্ধ করে ফেলেছে। প্রশ্নগুলো এরকম– এই সংবাদটি জানা কি পাঠকের জন্য খুব প্রয়োজনীয় ছিল? এই সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় ওই প্রধান শিক্ষকের প্রথম স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, যারা কোনওভাবেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন, তাদের সম্মানও কি ক্ষুণ্ন

www.pathagar.com

হয়নি? যে মেয়েটির সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের বিয়ে দেওয়া হলো তার মর্যাদাবোধেও কি সংবাদটি আঘাত করে না? এদের সম্মান রক্ষার চেয়ে সারা দেশের পাঠককে ওই কাহিনী জানানো কি গুরুত্বপূর্ণ? 'বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সব রকম মেলামেশা', 'প্রেমের সম্পর্ক স্বীকার'– এ ধরনের বক্তব্য জুড়ে দিয়ে প্রতিবেদক কি সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন? প্রথম স্ত্রী'র অনুমতি না নিয়ে কীভাবে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারেন কোনো পুরুষ আর কীভাবে সরকারি কর্মকর্তারা হাজির থেকে সেই বিয়েকে অনুমোদন দিতে পারেন?– এই সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে প্রতিবেদক যে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে তা অবশ্যম্ভাবীভাবে অসমীচীন হয়ে গেছে।

তবে এ ধরনের প্রতিবেদনের মধ্যে সাধারণত লুকিয়ে থাকে অন্য কোনো সংবাদ। ঘটনাটি আদ্যপান্ত সাজানো কি না– সে নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন সহ-সম্পাদক। আবার, ঘটনার কেন্দ্র নতুন করে নির্মাণ করতে পারেন তিনি। যেমন, আইনভঙ্গ করে প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তিরা বিয়ে দিলেন এক প্রবীণ শিক্ষককে– এ দিকটিতে আলোকপাত করে তৈরি করতে পারতেন সংবাদ। কীভাবে এমন একটা বেআইনী কাজ করলেন সে সম্পর্কে জানতে চাইতে পারতেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে। সম্ভবত সেটিই হতো যুক্তিসঙ্গত কাজ।

একটি প্রতিবেদনের সমীচীনতা, বস্তুনিষ্ঠতা ও পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করতে একজন সাংবাদিককে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রতিবেদনের সমীচীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সে সিদ্ধান্তগুলো নেয়ায় একজন সাংবাদিককে (বিশেষ করে শুরুর দিকে) নিচের পাঁচ নির্দেশনা হয়তো সহায়তা করতে পারে:

সমীচীন কাজ করার পাঁচ পন্থা

১. সার্বিক পরিপ্রেক্ষিত কি প্রতিবেদনটিতে তুলে ধরা হয়েছে? খুব ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন, প্রকৃত তথ্য কি প্রতিবেদনের মূল বক্তব্য হিসেবে এসেছে, না কি প্রাসঙ্গিক উপাংশগুলো, ঘটনার প্রসাধনগুলো চলে এসেছে প্রতিবেদনের কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ হিসেবে। সিন্ডিকেট সভার বাক-বিতণ্ডা নয় বরং কোন প্রসঙ্গটি সভাটিকে বিতণ্ডাপূর্ণ করে তুললো সেটি অনেক বড় খবর। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিয়েই সংবাদ-সূচনা তৈরি করুন।

২. এমন কোনও প্রশ্ন কি করা সম্ভব যার উত্তর প্রতিবেদনটিতে নেই বা এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু কি আছে যা পরিবেশন করা হয়নি? এমন কোনও প্রতিবেদন তৈরি হয়ত অসম্ভব যাতে উত্থাপিত হতে পারে এমন সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা হয়, আর সময় যখন শেষ হয়ে যায় তখনই প্রতিবেদন তৈরির কাজটিরও ইতি টানতে হয়। কিন্তু প্রতিবেদককে এরই মধ্যে ঠিক করে ফেলতে হয় জরুরি কোনও প্রসঙ্গ বাদ পরে গেলো কি না। প্রতিবেদককে আইনী বিষয় নিয়ে ভাবতে হয় না, আদালতের রায় কী হতে পারে তা নিয়েও কথা বলতে হয় না, বড় বড় প্রসঙ্গগুলো নয় বরং রোমানের

www.pathagar.com

অর্থের উৎস কী, তার বিয়েতে পরিবারের মতামত ছিলো কি না– এমন ছোটখাট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারলেই প্রতিবেদনটির সমীচীনতা রক্ষা হয়েছে বলে বিবেচিত হয়।

৩. আপনার পরিপ্রেক্ষিত কি বস্তুনিষ্ঠ? বস্তুনিষ্ঠতা আবার বেশ গোলমেলে একটা ইস্যু। তবে প্রতিবেদক যদি মনে করেন, তার পর্যবেক্ষণ কোনো না কোনোভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তাহলে তাকে বুঝতে হবে যে, তার দৃষ্টিভঙ্গির সমীচীনতা পুরোপুরি বজায় নেই।

৪. আপনার উদ্দেশ্য কি বস্তুনিষ্ঠ? নিশ্চিত হন, আপনার ব্যক্তিগত অনুভব-অনুভূতি যেন প্রতিবেদনের ট্রিটমেন্টকে ঘোলাটে করে না দেয়। ধরা যাক, আপনি একজন সঙ্গীতশিল্পীকে ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করেন এবং মনে করেন যে তিনি উন্নাসিক প্রকৃতির। ওই শিল্পীর গাড়ির তলায় যখন একটি শিশু চাপা পড়ে তখন প্রতিবেদন তৈরি করার সময় যদি আপনার ওই মনোভাব কাজ করে এবং আপনি লিখে ফেলেন, "উন্নাসিক সঙ্গীত শিল্পী মলি ইয়াস্তনীর গাড়ির চাকায় পিষ্ঠ হয়ে শিশু রবিনের মৃত্যু" তাহলে আর প্রতিবেদনটি সুসঙ্গত থাকল না। যথেষ্ট খোঁজ-খবর করে দেখুন গাড়ি দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ কী? নিজের প্রতিশোধপরায়ণ মানসিকতা সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

৫. প্রতিবেদনটি তৈরির মতো যথেষ্ট মালমসলা কি আপনার হাতে আছে? একপেশে পর্যবেক্ষণ বা একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করলে সেটি অসঙ্গত ও অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন বলে গণ্য হওয়ার ঝুঁকি বেশ বেড়ে যায় (যেমনটি ঘটেছে, ৪ নম্বর উদাহরণের ক্ষেত্রে)।

সমীচীনতার সমস্যা ছাড়াও একপেশে মনোভাব বা খোঁজ-খবরের একপেশে ধরনের কারণে প্রতিবেদকের কাজের গুণগতমান ও মূল্য দুই-ই কমে যায়। ধরুন, রাজউক-এর উচ্ছেদ অভিযানের পর আপনি রাজউক কর্মকর্তার ভাষ্য নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করে ফেললেন। সেখানে বলা হলো– *রাজউক অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে তিন একর জমি উদ্ধার করেছে।* কিন্তু পরদিন যখন উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া লোকজন মিছিল করে গৃহায়ণমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে জানালেন যে রাজউকের একজন স্টেইট কর্মকর্তাকে এককালীন ১৫ লাখ টাকা দিয়ে তারা ওই জায়গায় বসবাসের অধিকার পেয়েছিলেন এবং আরও জানতে পারলেন যে, ওই কর্মকর্তা দখলদারদের কিছু জাল কাগজপত্র দিয়ে বুঝ দিয়েছিলেন তখন কি আপনার মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হবে না? আপনি কি এই বলে আফসোস করবেন না যে, কেন আপনি ঘটনার দিন ওই স্থানের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেননি বা ওদের যে সমিতি আছে তার নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার নেননি? সুতরাং আপনি যতোটুকুকে যথেষ্ট মনে করছেন তার চেয়েও বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন। যতোটুকু বহন করা যায় ততো কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে নিন। যখন প্রতিবেদন লিখতে যাচ্ছেন তখন যতো মানুষ সম্ভব, যতো স্তরের মানুষ সম্ভব, সবার সঙ্গে কথা বলুন।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

যুক্তিতেই মেলে মুক্তি

* বাবুপাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র সংগঠন বলছে– সরকার শিক্ষাখাতে মাথাপিছু গড়ে মাত্র ১৪০০ টাকা ব্যয় করছে। শিক্ষামন্ত্রী বলছেন– না, শিক্ষাখাতে মাথাপিছু ব্যয় করা হচ্ছে ১৭০০ টাকা। দুই পক্ষের দাবী কি একই সঙ্গে সঠিক হতে পারে? এটা কী যুক্তিযুক্ত?

*একটি ধর্মীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান জানাচ্ছেন, রামবাগ এলাকায় পর্দাশীল নারীর তুলনায় রাতের বেলায় বেপর্দা চলাচলকারী মহিলারা বেশি মাত্রায় ছিনতাইয়ের শিকার হয় বলে তারা জরিপ করে দেখেছেন। এই যে উপসংহার টানা হলো তা কি যৌক্তিক?

* বীমার হিসেব-নিকেশ সংক্রান্ত একটি সারণীতে আপনি লক্ষ্য করলেন, যারা বিবাহিত তাদের তুলনায় অবিবাহিত পুরুষের মৃত্যুর হার বেশি। এই সারণীর ওপর নির্ভর করে ফিচারধর্মী একটি প্রতিবেদনে আপনি লিখলেন, অবিবাহিত পুরুষের তুলনায় বিবাহিত পুরুষের গড় আয়ু বেশি। একটি আকর্ষণীয় শিরোনাম দিলেন: নিঃসঙ্গতা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এটা কি যুক্তিযুক্ত হলো?

মিথ্যা নাকি তিন ধরনের– মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা আর পরিসংখ্যান। পরিসংখ্যানের ব্যাপারটি সাধারণ মানুষের কাছে এতোটাই গোলমেলে যে তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সত্যটা কী? কিন্তু যতো দিন যাচ্ছে, সব মানুষের জন্যই পরিসংখ্যানের উপাত্তগুলো বুঝতে পারা জরুরি হয়ে উঠছে। আর তাই পরিসংখ্যানগত যুক্তিপরম্পরা এবং উপাত্তের তথ্য বিশ্লেষণে দক্ষতা অর্জন করা সাংবাদিকদের জন্য হয়ে উঠেছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বিভ্রান্তিকর যুক্তি এবং সাংবাদিক

প্রথম উদাহরণটিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, সাংবাদিকরা প্রায়শই তেমন 'গড়' নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হন। নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন গোষ্ঠী প্রায়ই 'সংখ্যা' নিয়ে খেলে থাকে। <u>পাশের রেখা চিত্রের</u> দিকে নজর দিন, দেখুন, এখানে কিভাবে 'গড়' খরচার বিষয়টি দেখানো হয়েছে। লক্ষ্য করুন, ১নং দাগটি হচ্ছে উপাত্তগুলোর প্রচুরক অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি বার পাওয়া সংখ্যা। ২নং দাগটি নির্দেশ করেছে মধ্যক অর্থাৎ এটি সেই সংখ্যা যার নিচে এবং ওপরে আছে আধাআধি (৫০%) উপাত্ত। আর ৩ নং দাগটি নির্দেশ করছে উপাত্তসমূহের গড়, যেটি পাওয়া গেছে মোট খরচকে শিক্ষার্থী সংখ্যার সর্বমোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে। এই যে তিনটি রাশি– গড়, মধ্যক ও প্রচুরক, পরিসংখ্যানবিদরা এদের বলেন, কেন্দ্রীয় প্রবণতা। এখন আলোচনার টেবিলে, তিনটি গোষ্ঠী শিক্ষার্থী পিছু সরকারি খরচের তিন ধরনের 'গড়' উপস্থাপন করলেও করতে

www.pathagar.com

পারেন। ছাত্র সংগঠন প্রচুরক (১৪০০) উল্লেখ করতে যেমন পারেন, তেমনি সরকার বলতে পারেন গড় (১৭০০) খরচের কথা।

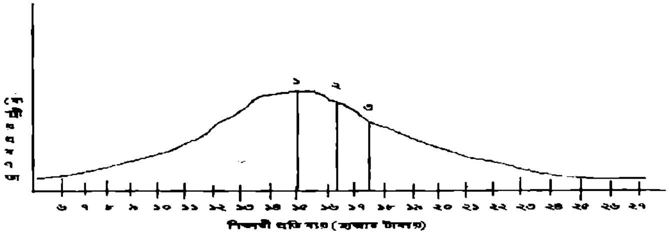

একই তথ্য সংখ্যা থেকে একসাথেই তিন ধরনের 'গড়' দেখানো যেতে পারে

সাংবাদিকরা এই ধরনের কুটিল অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারেন, যথাযথ টার্মটি বা সংজ্ঞাটি ব্যবহার করে। অন্তত এই উদাহরণটির ক্ষেত্রে ভাষাও একটি সমস্যা। 'মিন'-এর বাংলা করা হয় 'গড়', আবার 'এভারেজ'-এর বাংলাও 'গড়'। সুতরাং প্রতিবেদককে হতে হবে সাবধানী। তিনি যেন বক্তার সুযোগসন্ধানী প্রচেষ্টার শিকারে পরিণত না হন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল দুর্নীতির যে ধারণাসূচক প্রচার করে ওটি থেকে সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রেও অনেক সময় একই রকম 'ভুল' করা হয়। যেমন, এটি যে একটি ধারণাসূচক, বাস্তবতা নয়; তা খুব ভালোভাবে স্পষ্ট হয় না ওই সব প্রতিবেদনে। আবার যে পয়েন্ট নির্ধারণ করা হচ্ছে তার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কত তা-ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় না। ঠিক কতোটি উৎস থেকে অন্যান্য দেশের তথ্য নেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশের তথ্যগুলোই বা কতোটি উৎস থেকে গৃহীত, উৎসগুলো যেভাবে তথ্যসংগ্রহ করে তার প্রকৃতি কী, সৌদি আরব এই তালিকায় আছে কি নেই– এসব প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলোর উত্তর থাকে না। সুতরাং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনেক ক্ষেত্রে যৌক্তিকতাহীনভাবে উপস্থাপিত হয়। অথচ সব প্রশ্নেরই উত্তর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ওই প্রতিবেদনে রয়েছে। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনকে সুসঙ্গতভাবে উপস্থাপন করার জন্যও সংশ্লিষ্ট সবগুলো দিকই প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা উচিত।

দ্বিতীয় উদাহরণের কথা ধরা যাক, এখানে যেভাবে 'বেপর্দা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার সংজ্ঞাটি কী? পর্দাশীল বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? হয়তো দেখা যাবে, যারা একটু সাহসী মহিলা তারা বেশি হৈ চৈ করে লোক জড়ো করে ফেলেন। অন্য দিকে কিছু মহিলা আছেন যারা ভয় পেয়ে চুপচাপ বাড়ি চলে যান এবং এরা পুলিশকে ঘটনা জানাতে খুব কমই সাহস করেন। কিন্তু যারা হৈ চৈ করেন তাদের পোশাক-আশাক ও আচরণ দেখে তাদেরকে 'বেপর্দা' বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন

www.pathagar.com

জরিপকারীরা। হতে পারে মেয়েদের পোশাকের সঙ্গে সাহসের কোনও সম্পর্ক আছে, আবার এমনও হতে পারে কাপড়-চোপড় নিয়ে যারা স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন না তারা ছিনতাইয়ের পরে দ্রুত স্থান ছেড়ে যান। আর যারা চুপচাপ চলে যান তাদের তো কোনও রেকর্ডই থাকে না। সুতরাং পর্দাশীল বা বেপর্দা– প্রত্যয় দু'টির সংজ্ঞায়ন ত্রুটিপূর্ণ। এছাড়া দু'শ্রেণীভুক্তের সংখ্যার তুলনা করে যে গড় তৈরি করা হয়েছে তার নমুনায়নও ত্রুটিপূর্ণ। এই ধরনের প্রতিবেদন করতে গেলে পরিসংখ্যান থেকে কিভাবে উপসংহারে পৌছানো হয় এবং একটি জরিপে কী কী প্রসঙ্গ জড়িত সে সম্পর্কে প্রতিবেদকের যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান থাকতে হবে।

এমন কিছু যৌক্তিক পরম্পরা রয়েছে যেগুলোর ফাঁদে পরা প্রতিবেদকদের জন্য প্রায় আত্মহত্যার সামিল। যেমন বীমার হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত ছকে আপনি দেখলেন যে অবিবাহিত মানুষের তুলনায় বিবাহিত মানুষ বেশি দিন বাঁচে এবং এই দেখা থেকে আপনি ওই ফিচার তৈরি করলেন– "নিঃসঙ্গতা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়"। ওই উপাত্ত থেকে এই রকম একটি উপসংহারে কিছুতেই পৌছানো যায় না, কারণ তা সত্য নাও হতে পারে। একটু ভেবে দেখলেই প্রতিবেদক বুঝতে পারবেন, বীমার হিসাব-নিকেশে সেই সব ব্যক্তির নামই থাকে যারা অসময়ে নানান দুর্ঘটনায় মারা যান, এছাড়া বিবাহিতদের তুলনায় অবিবাহিতরা অধিকাংশ সময় বেশি ঝুঁকি নিয়ে অর্থ রোজগারের জন্য বিভিন্ন কাজ করেন, যদি একটি নির্দিষ্ট বয়সে কিছু অর্থ তৈরি করতে পারেন তাহলে বিয়ে করে ওই কাজ ছেড়ে দেন। আবার অনেকেই আছেন যারা বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছেন তারা বিয়ের বয়স হয়ে গেলেও বিয়ের পিঁড়েতে বসেন না। সঙ্গত কারণেই তারা একটু আগেই মারা গিয়ে অবিবাহিত অবস্থায় মৃত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। সুতরাং কোন ধরনের উপাত্ত থেকে প্রতিবেদক তার উপসংহারে পৌছাচ্ছেন, এবং সেটি যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত কি না তা একটি বড় বিবেচ্য বিষয়।

কারণ ও কার্যের কূটাভাস সম্পর্কে সতর্ক হন

সাংবাদিকতা জীবনে প্রায়শই খুব সাধারণ কিছু কূটাভাসের মুখোমুখি হতে হয়। যদি এই কূটাভাসগুলো সম্পর্কে প্রতিবেদক সতর্ক না হন তাহলে বাজে রকম বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হতে পারে। এমনকি জড়িয়ে যেতে পারেন আইনী ঝামেলাতেও।

একটির সঙ্গে অন্যটির পরিসংখ্যানগত সম্পর্ক থাকলেই এটা কোনোভাবেই বলা সম্ভব নয় যে একটির কারণে অন্যটি সংঘটিত হয়েছে। যতো আকর্ষণীয়ই মনে হোক না কেন একটি উপাত্তের সঙ্গে অন্য উপাত্তের সম্পর্ক নিশ্চিত করে বলার কর্তৃত্ব আপনার নেই। অবিবাহিত মানুষ, বিবাহিত মানুষের তুলনায় আগে মারা যায়– এই উপসংহার যেমন বীমা সংক্রান্ত দলিলপত্রের পাঠ নিয়ে বলা যায় না তেমনি বলা যায় না– নিঃসঙ্গতা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

www.pathagar.com

দেখার ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকুন। প্রতিদিন একটা বাজলেই গ্রামের মসজিদে আজান হয়, তার মানে এই না যে ঘড়ি আর আজানের মধ্যে কোনও কার্যকারণ সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ ঘড়িই আজান ঘটায় বা আজানের আগে দায়িত্ব পালন করতে ঘড়ির কাঁটা একটার দাগ ছুঁয়ে দাঁড়ায়।

প্রচুর তেতুল ফলেছে তো এবার বন্যা হবেই- এমন সিদ্ধান্তে পৌছানোর কোনও সুযোগ সাংবাদিকের নেই। কোনও একটি বইয়ের দোকানে একজন সাজা ভোগ করা ধর্ষণকারী এসে কিছু চটি বই আগের রাতে ঘাটাঘাটি করাতেই ওই দোকানের কর্মচারী সকালের প্রথম ক্রেতা মেয়েটিকে ধর্ষণ করেছে- এমন উপসংহারে পৌছানো রীতিমত আত্মঘাতী।

অনেকেই বিশ্বাস করেন, উকুন যদি কারও মাথায় বাসা বাঁধতে শুরু করে তাহলে তার স্বাস্থ্য এবার মোট্টাগাট্টা হয়ে যাবে। কারণ চিকন দেহে কখনোই উকুন থাকে না। প্রতিবেদক, এভাবে কার্যকারণের সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারেন না। তাকে জানতে হবে, সত্য। সত্য হচ্ছে- রুগ্ন ও অপেক্ষাকৃত উষ্ণ দেহ থেকে উকুন উড়ে পালায়। কিন্তু কারও সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তার নির্দেশনা দেয় না।

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি ঢোলকলমী পোকার আক্রমণে মানুষের মৃত্যুর, আতঙ্কের বা ঢোলকলমীর বংশবিনাশের খবর জাতীয় দৈনিকগুলোয় ছাপা হয়েছে দিনের পর দিন। মানুষ আরও আতঙ্কিত হয়েছে। ঢোলকলমী ধ্বংস করেছে ঝাড়েবংশে। হঠাৎ ক'জন কীটতত্ত্ববিদ এগিয়ে এসে জানালেন, পোকাগুলো নির্বিষ! ওই পোকার আক্রমণে মানুষের মৃত্যুর সুযোগ খুবই কম। বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রচার করলো- 'ঢোলকলমী পোকার বিষে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু নেই'। প্রায় ১৫ দিন পরে থামলো সংবাদপত্রগুলো। লক্ষ্য করুন, কীভাবে কার্যকারণ সম্পর্কগুলো পরীক্ষা না করেই ছাপা হয়ে গেছে প্রতিবেদনগুলো। প্রতিবেদকদের কারও একবারও মনে হয়নি, ঢোলকলমী পোকা বিষাক্ত কি না সে সম্পর্কে কোনো কীটতত্ত্ববিদের সঙ্গে কথা বলার কথাটি!

মুরগীর খাদ্যে আফলাটক্সিন থাকলেই যে মুরগীর মাংসে ও ডিমে তা রয়ে যাবে এমন নয়। মাঝখানে টক্সিন মুক্ত করার কোনও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে কি না সেটা নিশ্চিত হওয়া জরুরি। জরুরি সঠিক কার্যকারণ প্রতিষ্ঠা করা। যা সময়, শ্রম ও অর্থ সাপেক্ষ; অনুমান নির্ভর নয়।

'প্রচারেই প্রসার'- এমন দর্শনধারীদের এড়িয়ে চলুন

ধর্মীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, যাঁর ছিনতাইয়ের কবলে পড়া পর্দাশীল মহিলাদের সঙ্গে বেপর্দাদের সংখ্যার তারতম্য নির্ধারণের কোনও সুযোগ নেই তেমন প্রতিষ্ঠান বা মানুষের প্রচার-প্রত্যাশাই এমন বিড়ম্বনার জন্ম দেয়। বিষয়টিকে আবার একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক- একটি পুকুরে একজনকে মাছ ধরতে দেখলেন, যার জালে ধরা পরেছে ছয় ইঞ্চির বেশি মোটা সব মাছ । এ থেকে আপনি উপসংহার

www.pathagar.com

টানলেন, ওই পুকুরে ছয় ইঞ্চির কম মোটা কোনও মাছ নেই। কিন্তু এটা খেয়াল করলেন না যে জেলেটি ছয় X ছয় ইঞ্চি ফাঁকের জাল দিয়ে মাছ ধরছিলেন। অর্থাৎ নমুনায়নের বিষয়টি ভালোভাবে খোঁজ-খবর না করে আপনি একটি পক্ষপাতদুষ্ট নমুনায়নের মাধ্যমে পাওয়া ফলাফলকে গ্রহণ করে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

শূন্যগর্ভ কূটাভাস

কোনও কোনও যুক্তিপ্রয়োগকে দৃশ্যত মনে হবে বেশ যুক্তিসঙ্গত কিন্তু সেগুলো অপ্রমাণিত ও শূন্যগর্ভ ভাবনা-চিন্তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত। সার্কুলার রিজোনিং (সার্কুলার রিজোনিং হচ্ছে, একটি বিন্দুতে যুক্তি প্রয়োগ শুরু করে, ঘুরে এসে সেই একই যুক্তি পুনরায় দিয়ে কথা চালিয়ে যাওয়া) হচ্ছে এমন শূন্যগর্ভ কূটাভাসের উদাহরণ। যেমন, একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে বলা হলো, *ইকোপার্ক সংক্রান্ত খসড়াটি নৈতিকতার বিচারে যথার্থ নয়। ইকোপার্ক করতে গিয়ে অসংখ্য মানুষকে অনৈতিকভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। কাউকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার চৌদ্দ পুরুষের আবাস ছেড়ে যেতে বাধ্য করা অনৈতিক।* এই যুক্তিটি সার্কুলার ও শূন্যগর্ভ। কারণ বক্তা কেবল, "কাউকে তার আবাস ছেড়ে যতে বাধ্য করা অনৈতিক"–এই অনুসিদ্ধান্তটিকে যুক্তির ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করছেন। যদিও কাউকে আবাস ছাড়তে বলার বিষয়টি একটি খসড়া রূপরেখার অংশ, বাধ্য করার প্রসঙ্গটিও অস্পষ্ট, বক্তা তার যুক্তির স্বপক্ষে অন্যান্য যুক্তিগুলোও উল্লেখ করছেন না। আবার একইভাবে কেউ যদি বলেন, রাষ্ট্রের সকল ভূমির মালিক কেবল রাষ্ট্র সুতরাং রাষ্ট্র চাইলেই ব্যক্তিকে যে কোনো ভূখণ্ডের অধিকার ছেড়ে দিতে হবে, সুতরাং ইকোপার্ক করার জন্য রাষ্ট্রের কাছে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে– এই ধরনের যুক্তি ব্যবহারও হবে সার্কুলার রিজোনিং প্রয়োগের উদাহরণ।

সার্কুলার রিজোনিংয়ের সম্প্রসারিত রূপটি হচ্ছে, যে বিষয়ের সত্যাসত্য সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে তাকে অযৌক্তিকভাবে মেনে নেয়া বা গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে যা ঘটে তা হচ্ছে, কোনও যুক্তির শুরুর বক্তব্যকেই আবার ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে উপসংহারে বলা। যেমন:

মানুষকে হত্যা করা সব সময়ই অন্যায়।

মৃত্যুদণ্ড মানুষকে হত্যা করার নামান্তর।

সুতরাং, মৃত্যুদণ্ড দেয়াও অন্যায়।

এখানে যা ঘটেছে লক্ষ্য করুন প্রথম বাক্যটি যুক্তিসঙ্গত এবং সত্য। (যদিও হত্যার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, মানুষকে অন্যায়ভাবে খুন করা হচ্ছে হত্যা।) দ্বিতীয় বাক্যে মৃত্যুদণ্ডকে হত্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং একটি অপ্রমাণিত ও অসমর্থিত বক্তব্য দিয়ে অন্য আরেকটি বক্তব্যকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। মৃত্যুদণ্ড রদ করার যুক্তি অন্যকিছু। সে আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে না। যা বলছিলাম, এরকম অনেক যৌক্তিক কূটাভাসের উদাহরণ আছে। এগুলো যে কতোবড় ঝামেলা বাধাতে পারে তার নজির বাংলাদেশেই অনেক। 'নারী উন্নয়ন নীতিমালা' ঘোষিত হওয়ার পর

www.pathagar.com

মুসল্লীদের একাংশ এর ঘোরতর বিরোধিতা শুরু করলেন। তাদের যুক্তিও শূন্যগর্ভ, অপ্রমাণিত ও চক্রাকার। তারা বলছেন–

নারীর মর্যাদা কী হবে তা কোরানে বলা আছে।

কোরানকে অস্বীকার করে নতুন কিছু বলার বা করার সুযোগ নেই।

নতুন করে নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করা মানে কোরান অবমাননা করা।

লক্ষ্য করুন প্রথম বাক্যটি সত্য। আর দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যটির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে বটে কিন্তু সেটি অপরিচ্ছন্ন, অসমর্থিত একটি বিবৃতি। তৃতীয় বাক্যটি ধারাবাহিকভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যের সমর্থন নিয়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা হয়েছে এবং দৃশ্যত একটি যুক্তি পরম্পরা তৈরি হয়েছে। জানাশোনা না থাকলে, সর্বত্র কাণ্ডজ্ঞানকে সজাগ না রাখলে এমন শূন্যগর্ভ কূটাভাসের শিকারে পরিণত হতে পারেন যে কোনো সাংবাদিক।

যৌক্তিকতা যাচাইয়ের পাঁচ পন্থা

একজন সাংবাদিককে তার অনুমান ও অনুসিদ্ধান্তের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় নিচের পয়েন্টগুলো একটি যৌক্তিক ভিত্তি দিয়ে সহায়তা করতে পারে:

১. যে সংখ্যাগুলো পেয়েছেন তা কি কোনও কিছু প্রমাণ করার জন্য দেয়া হয়েছে? যদি তাই মনে হয়, তাহলে বিশেষ করে সতর্ক হন, সাধারণত এসব ক্ষেত্রে সত্য ও অর্ধসত্যের মিশেল দেওয়া থাকে। কারও বিরুদ্ধে কোনও ঘটনাকে প্রমাণ করার জন্য যদি কোনও পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয় বা পরিসংখ্যান দিয়ে যদি কিছু প্রমাণের চেষ্টা করা হয় তাহলে সেই উপাত্ত নিয়ে প্রশ্ন করুন। যদি কেউ বলেন যে "রপ্তানি আয় আরো ২০ শতাংশ বেড়েছে", তাহলে প্রশ্ন করুন আগে কতো ছিলো এবং কখন বাড়লো?

২. প্রতিবেদনটিতে কি কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়েছে? নিঃসঙ্গতা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, এমন প্রতিবেদনের চেয়েও ভয়ঙ্কর হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ডে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে– এমন আনুমানিক যুক্তি দেওয়া।

৩. প্রতিবেদনটি কি কোনো মেকি সুনির্দিষ্টতা তুলে ধরছে? আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাস সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে তিনজন শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার নিলেন যাদের একজন জানালেন তিনি দিনে প্রায় দুই ঘণ্টা সংবাদপত্র পড়েন। আরেক জন বললেন, প্রায় তিন ঘণ্টা এবং তৃতীয় জন বললেন, কমবেশি তিন ঘণ্টা। এই উপাত্ত থেকে আপনি কি পাঠকদের জানাচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন গড়ে ২.৬৬ ঘণ্টা সংবাদপত্র পড়েন? এটি একটি চরম উদাহরণ কিন্তু যে কোনও প্রতিবেদনের ক্ষেত্রেই খুব সুনির্দিষ্ট সংখ্যা (যেটি হয়তো খুউব অনির্দিষ্ট নমুনায়ন থেকে তৈরি) উল্লেখ করার ক্ষেত্রে সাবধান। সড়ক দুর্ঘটনায় যারা মারা যান তাদের নামের পাশে বন্ধনীতে যে বয়স

www.pathagar.com

উল্লেখ করা হয় তা কীভাবে পাওয়া সম্ভব- নিজেকেই প্রশ্ন করুন। উত্তর যৌক্তিক না হলে মেকি সুনির্দিষ্টতা তৈরি থেকে বিরত থাকুন।

৪. আপনার রেখাচিত্রটি (গ্রাফ) কি বিভ্রান্তিকর? অবচ্ছেদিত রেখাচিত্র (যে গ্রাফে কেবল তার ওপরের সংখ্যাচিহ্নিত অংশ দেখা যায়) প্রদর্শিত সংখ্যাগুলো সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দিতে পারে। আপনিই ভালোভাবে বুঝতে পারেননি এমন রেখাচিত্র পাঠক বুঝবে- এ আশা দূরাশামাত্র। নিজের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না, যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে না এমন রেখাচিত্র ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

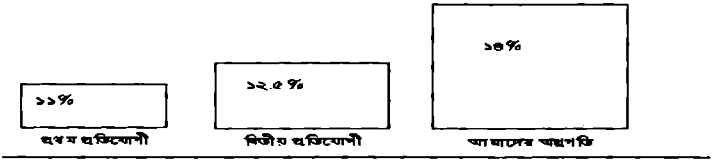

বিভ্রান্তিকর গ্রাফের উদাহরণ

৫. আপনি বা আপনার প্রতিবেদনের সূত্র এমন কোনও 'প্রমাণ' কি উপস্থাপন করছেন যা আসলে কিছুই প্রমাণ করে না? সার্কুলার রিজোনিংয়ের উদাহরণটি স্মরণ করুন। আবার মাঝে মাঝে, অযথার্থ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম নিয়ে কোনও কোনও প্রতিবেদনের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা চলে। যেমন *এ প্রসঙ্গে* ড. *রহিমুল্লাহ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আজকাল আর আগের মতো সমাজ ও রাজনীতি সচেতন নয়*। কে এই রহিমুল্লাহ? তিনি কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ? তিনি কিভাবে ওই বিবৃতি প্রমাণ করেছেন? এমন ধরনের বক্তব্য যাচাই না করে বা বিনা বাক্য ব্যয়ে কোনও দিন ছাপবেন না।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

'বিকৃতি' শয়তানের মতো সার্বক্ষণিক এক সঙ্গী

"মিডিয়াম ইজ দ্যা ম্যাসেজ" কথাটির সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। কথাটি একেবারে শত ভাগ যথার্থ না হলেও, অনেকটাই সত্য। খবর কোন মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে তা দিয়েও নির্ধারিত হয় খবরের প্রকৃতি। খবরের বিষয়বস্তুকে মাধ্যম অর্থাৎ মিডিয়া কতোটুকু প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে কিছু বলা না গেলেও এটুকু বলা যায় যে, আমরা যা ধারণা করি, সম্ভবত তার চেয়ে অনেক বেশি ভূমিকাই সে রাখে। একই বক্তব্য প্রতিবেদকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, অনেক সময় প্রতিবেদকই বার্তাকে বদলে ফেলেন, তিনিও তো মাধ্যম। কোনও একটি মিডিয়ায় সংবাদের বক্তব্য কিভাবে পাল্টে যেতে পারে তার নজির তো হামেশাই দেখা যায়। যেমন:

* ধরা যাক, টেলিভিশনের খবরে প্রচারের জন্য আপনি একজনের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। দূরে ক্যামেরা রেখে আপনি বেশ স্বাভাবিকভাবে সাক্ষাৎকারদাতার কাছে জানতে চাইছেন– *আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, যেভাবে পুরো বিষয়টি পুলিশ হ্যান্ডেল করেছে তা অন্যভাবেও করা যেতো?* সাক্ষাৎকারদাতা সেই পুলিশ কর্মকর্তা হয়তো আপনার সঙ্গে গল্পের ঢঙেই কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে বললেন– *"ভাই, আপনারা সাংবাদিক মানুষ, বোঝেনইতো পুলিশের মধ্যে নানান ধরনের মানুষ আছে। অনেকেই আসামী পেলেই পেটানো শুরু করে। আইন-কানুনের তোয়াক্কা তারা করে না। এক্ষেত্রেও হয়তো তাই হয়েছে।"* এরকম সাক্ষাৎকারের শেষে প্রতিবেদক সাধারণত ক্যামেরার দিকে ঘুরে দাঁড়ান এবং নতুন করে প্রশ্নটি ধারণ করেন। এই সময় প্রতিবেদনকে আকর্ষণীয় করার জন্য তিনি যা করলেও করতে পারেন তা হচ্ছে, কণ্ঠটাকে কড়া করে, দোষারোপ করার সুরে প্রশ্নটিকে আবার ধারণ করা। সেখানে তিনি ওই পুলিশ কর্মকর্তার উদ্দেশে হয়তো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছেন– *"আচ্ছা, এই যে আপনার কাস্টডিতে আসামী হত্যার ঘটনা ঘটলো, এর দায়িত্ব নিশ্চয়ই আপনার বা আপনার অধিনস্ত পুলিশের?"* সম্পাদনার পরে যখন অনুষ্ঠানটি প্রচার করা হবে, তখন মনে হবে, আপনি যেন বেশ জেরা করে প্রশ্নটির অমন উত্তর বের করে এনেছেন বা পুলিশ কর্মকর্তাকে সত্য স্বীকারে বাধ্য করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এটি কি ঘটনা বিকৃত করা?

* ধরা যাক, সংসদ বিষয়ক কোনও একটি ইস্যুতে একজন প্রতিবেদক, সংসদ সদস্য দারুণ গুপ্তের সাক্ষাৎকার নিলেন। দারুণ গুপ্ত বাকপটু ব্যক্তি, তিনি কথা বলেন চমৎকার, যুক্তি থাকে, যুক্তি খণ্ডন থাকে, থাকে কৌতুকরস। তিনি তার প্রতিপক্ষ কর্নেল (অব) শের আহামদকে বেশ আক্রমণ করে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। আপনি তার বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত করার মতো অনেক কিছু পেয়ে গেলেন। অন্যদিকে যখন কর্নেল (অব) শের আহামদের সাক্ষাৎকার নিলেন, দেখা গেলো তিনি বিষয়টিকে

www.pathagar.com

এমনভাবে ব্যাখ্যা করলেন, তাতে তার বক্তব্য বা অবস্থান পরিষ্কার হলেও উদ্ধৃত করার মতো তীর্যক মন্তব্য নেই, নেই উজ্জ্বল আক্রমণাত্মক যুক্তি, পাল্টা যুক্তি। যখন প্রতিবেদনটি আপনি লিখবেন বা সম্পাদনা করে প্রচার করবেন, আপনি অবশ্যই দারুণ বাবুর বক্তব্যকে প্রতিবেদনের স্বার্থেই বেশি স্থান বা সময় দিতে চাইবেন। আর শের আহামদ হয়তো অবহেলিত থেকে যাবেন প্রতিবেদনের আকর্ষণ বজায় রাখতে গিয়ে। প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে আপনি কি ইস্যুটিকে বিকৃত করে ফেললেন?

* পাহাড়তলীর ব্যাঘ্রপথ এলাকায় নেশাখোরদের একটি বড় আড্ডা যে জমে তা আপনার জানা। কিন্তু ক্যামেরা দেখলেই তারা সটকে পরে। সুতরাং আপনি ওদের তাদের আড্ডার একজনকে ভজালেন (ম্যানেজ করলেন), তার মাধ্যমে নেশাখোরদের প্রস্তাব করলেন, তারা যদি তাদের আড্ডার একটি ছবি নিতে দেয় তাহলে সবাইকে এক পুরিয়া করে "সাল্টু" দেবেন। তারা রাজি হলো, এবং আপনার কাজও হলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ওই রকম একটি আড্ডা আয়োজনে আপনার হস্তক্ষেপ কি প্রতিবেদনটিকে বিকৃত করে দিলো?

যে বাসন্তি লজ্জা নিবারণের জন্য জাল পরেছেন, তাকে হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে যদি আপনি জাল পরা অবস্থায় ছবি তোলেন, তাহলে কি প্রতিবেদনটি বিকৃত হয়ে যায়?

প্রতিবেদককে প্রতিদিনই এমন বেশ কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। কোথায় যে বার্তার নিজস্বতা শেষ হয়ে যায় আর তাকে পরিবর্তন করে ফেলে মাধ্যম- সেটি নিঃসন্দেহে একটি জটিল প্রশ্ন। কিন্তু তারপরও প্রতিটি পদক্ষেপে যদি সচেতন থাকা যায় তাহলে বিকৃতি অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব। নিচে সে প্রসঙ্গেই আলোচনা:

বিকৃতিকে বাগে রাখার উপায়

টেলিভিশন অনুষ্ঠানের জন্য নেয়া 'কাটএ্যাওয়ে শট'-এর প্রথম উদাহরণটি থেকে খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে কিভাবে ওই মাধ্যমটির দৃশ্য-চাহিদা বার্তাকে বিকৃত করে ফেলে বা ফেলতে পারে। ঘটনাস্থলে যখন কোনও টেলিভিশন-সাক্ষাৎকার নেয়া হয় অধিকাংশ সময়ই তখন ব্যবহৃত হয় মাত্র একটি ক্যামেরা। এতে ধারণকৃত ওই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানটিতে এক ধরনের ফাঁক তৈরি হয় এবং দর্শক 'চান' যে ওই ফাঁকগুলো পূরণ করা হোক। সাক্ষাৎকারদাতাকে কেউ একজন প্রশ্ন করছেন এবং সাক্ষাৎকারদাতা তার উত্তর দিচ্ছেন- দর্শক খুব সাধারণভাবেই এটি প্রত্যাশা করেন। এই চাহিদা পূরণ করতে প্রতিবেদক ক্যামেরার দিকে ঘুরে আবার 'রিভার্স শট' দেন। অনেক সময় এই তথাকথিত 'রিভার্স শট' নেয়া হয় সম্পাদনার সুবিধার জন্যও। 'জাম্প কাট' না করে প্রতিবেদন সম্পাদনার জন্যও অনেক সময় 'রিভার্স শট' নেয়া হয়।

ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে কিন্তু এমন সাংবাদিকের কথাও হামেশাই শোনা যায় যিনি পাঠক-দর্শকের কাছে নিজের একটি আপোষহীন, নির্ভীক ভাবমূর্তি তৈরির চেষ্টার অংশ হিসেবে 'রিভার্স শট'-এর মাধ্যমে বা প্রতিবেদন লেখার সময় যে প্রশ্ন করেননি

www.pathagar.com

বা যেভাবে প্রশ্ন করেননি তেমন প্রশ্ন জুড়ে দেন। তিনি নিজেকে একজন নাছোড়বান্দা সাংবাদিক হিসেবে দেখানোর জন্য একের পর এক তীর্যক প্রশ্ন করছেন– এমন চিত্র নির্মাণ করেন। এটি কিন্তু টিভি-রেডিও'র সংবাদ শিল্পে বেশ চালু একটি রেওয়াজ যা প্রতিবেদনকে বিকৃত করে ফেলার একটি 'স্বীকৃত' পদ্ধতি।

রেডিও-টেলিভিশনের ক্ষেত্রে কোনও সাক্ষাৎকার সম্পাদনার সময় অবশ্যই কিছু কিছু অংশ বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এই বাদপড়া অংশের পরবর্তী অংশ জোড়া দেওয়ার জন্য 'কাটএ্যাওয়ে শট' ব্যবহার করা হয়। অনেক বোদ্ধা সাংবাদিক মনে করেন, এই 'কাটএ্যাওয়ে শট'-এর মাধ্যমে শূন্যস্থান পূরণের চেয়ে 'জাম্পকাট' ব্যবহার অনেক বেশি নৈতিক। এতে অনুষ্ঠানটি বেখাপ্পা লাগে বটে কিন্তু পাঠক বা দর্শক বোঝেন যে সম্পাদনার স্বার্থে কিছু একটা বাদ দেওয়া হয়েছে। পাঠক সেই বাদ দেওয়াকে সন্দেহজনক মনে করতে পারেন কিন্তু প্রতিবেদক জানবেন যে তিনি কোনও অনৈতিক কাজ করেননি। চূড়ান্ত বিচারে এর সুফল অবশ্যই প্রতিবেদক পাবেন।

রিভার্স শট বা কাট অ্যাওয়ে ব্যবহার করা নিয়ে যেমন কোনও সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম নেই তেমনি কোনও একটি ইস্যুতে পাওয়া বিভিন্ন পক্ষের উদ্ধৃতি ব্যবহারেরও কোনও সর্বসম্মত রীতি-পদ্ধতি গড়ে ওঠেনি। সাংবাদিকদের জন্য এটি দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, সব মানুষ একইভাবে আকর্ষণীয়, উদ্ধৃতিযোগ্য কথা বলতে পারেন না। এমন কিছু মানুষ আছেন, যারা যে কোনো ইস্যুতে চমৎকার কথা বলতে পারেন, তাদের সব কথাই উদ্ধৃত করার মতো মনে হয়। অন্য দিকে হয়তো তারই প্রতিপক্ষ একেবারেই অনাকর্ষণীয়, উদ্ধৃত করার অযোগ্য বক্তব্য রাখেন। হয়তো তিনি ইস্যুটিকে ব্যাখ্যা করতে পারেন ঠিকই কিন্তু তার প্রতিপক্ষের মতো তা ঝলসানো বক্তব্য হয়ে ওঠে না। এতো বিবর্ণ তার শব্দ চয়ন, এতো দীর্ঘ তার বক্তব্য যে সম্পাদনা করে ব্যবহার করাও কঠিন হয়। অবলীলায় 'নিউজ-স্পিক' দিতে পারেন আর একেবারেই তা পারেন না– এমন দুই পক্ষের বক্তব্য নিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করা সব মাধ্যমের সাংবাদিকদের জন্যই গুরুতর সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। এমন পরিস্থিতিতে বিকৃতি প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং এ কারণেই সাংবাদিককে নিতে হয় অতিরিক্ত সতর্কতা।

সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা যেমন আকর্ষণীয় উদ্ধৃতি খোঁজেন, তেমনি টেলিভিশন সাংবাদিকরা ওঁৎ পেতে থাকেন উত্তেজক ছবির জন্য। এই ছবি তোলার জন্য সাংবাদিকদের পোহাতে হয় নানান ঝক্কি-ঝামেলা। সঙ্গে টানতে হয় ক্যামেরা-তেপায়াসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি। এই টানাটানির কারণে অনেক সময় জানাজানি হয়ে যায় যে সাংবাদিক ভিডিও নিতে যাচ্ছেন। এতে আগ্রহীরা যেমন অতিউৎসাহী হয়ে ওঠেন তেমনি অনিচ্ছুকরা চেষ্টা করেন সরে যাওয়ার। সাংবাদিকদের জন্য উভয়সঙ্কট! যে পিকেটাররা প্রতিবন্ধক তুলে হোটেলে নাস্তা করছিলেন সাংবাদিকের ক্যামেরা দেখে তারা আবার নতুন করে প্রতিবন্ধক তৈরি করেন। যে গাঁজা-খোররা এক সঙ্গে ঘন হয়ে বসে মনের আনন্দে কল্কিতে টান দিচ্ছিলেন সাংবাদিকের ক্যামেরা দেখে তারা পালিয়ে

www.pathagar.com

যান দিগ্বিদিক্। দ্বিতীয় সমস্যাটি এড়াতে সাংবাদিকরা অনেক সময় আগে থেকে বলে-কয়ে বা অর্থের বিনিময়ে অনভিপ্রেত ঘটনার দৃশ্যায়ন করেন। এই যে পূর্বপরিকল্পিতভাবে কোনও ঘটনার দৃশ্যায়ন এটি অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রতিবেদনকে বিকৃত করে ফেলে।

'কাটএ্যাওয়ে শট', আকর্ষণীয় উদ্ধৃতি ও ক্যামেরার উপস্থিতি- এই তিন সমস্যার কোনও সহজ সমাধান নেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে 'কাটএ্যাওয়ে শট' নেয়া, আকর্ষণীয় উদ্ধৃতির ব্যবহার বা ক্যামেরার উপস্থিতির কারণে প্রতিবেদনটিতে অগ্রহণযোগ্য বিকৃতি ঘটেছে। কিন্তু যেহেতু প্রকৃতগত কারণে অনেক সময় বিকৃতিকে শনাক্ত করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং যেহেতু পরিবেশ-পরিস্থিতি একেক ক্ষেত্রে একেক রকম সুতরাং সমস্যার সমাধানের জন্য সাংবাদিকরা যার যার নিজের বিচার-বিবেচনাই ব্যবহার করেন।

আমরা তো প্রায়শই দেখি টেলিভিশনের সাংবাদিকরা কোনও একটি প্রতিবেদন উপস্থাপনার শেষে নিজে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে যান, অধিকাংশ সময় পটভূমিতে স্থির হয়ে যায় ঘটনা দৃশ্যের কোনও একটি আকর্ষণীয় অংশ এবং প্রতিবেদক মন্তব্য করেন- "এ পরিস্থিতিতে নগরবাসীর ধারণা, চলতি বর্ষা মৌসুমেও তাদের ভুগতে হবে জলাবদ্ধতার অসহনীয় সমস্যায়।" কিংবা "ছিনতাই নিয়ে উদ্বিগ্ন নগরবাসীর প্রশ্ন, আর কতকাল পুলিশের সামনে এভাবে প্রাণ হারাতে হবে নিরীহ পথচারীদের।" সাদা চোখে খুব স্বাভাবিক এই 'স্ট্যান্ড-আপ ট্যাগ' ব্যবহারের বিষয়টিকেও কিন্তু অনেকেই প্রতিবেদন বিকৃত করার একটি উপায় হিসেবে দেখেন। অনেক প্রতিবেদক আছেন যারা কোনও অবস্থাতেই তাদের প্রতিবেদনে 'স্ট্যান্ড-আপ ট্যাগ' ব্যবহার করবেন না। তারা মনে করেন, 'স্ট্যান্ড-আপ ট্যাগ' একটি প্রতিবেদনকে সরাসরি বিকৃত করে ফেলার সামিল। তাদের যুক্তি, সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা তো কখনোই প্রতিবেদনের শেষ অনুচ্ছেদে তাদের নিজেদের মন্তব্য জুড়ে দেন না। টেলিভিশন সাংবাদিকরা এই অবিশ্বাস্য কাজটি সব সময়ই করেন। একটি প্রতিবেদন দেখানোর শেষে সিদ্ধান্তটি কি হওয়া উচিত তা দর্শকদের জানিয়ে দেন প্রতিবেদক। দর্শকরা যেন নিজেরা কিছু ভাবতে পারেন না। দর্শকরা যেন বোঝেন না, জলাবদ্ধতা হলে কী পরিস্থিতির শিকার তারা হবেন বা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার ফলেই যে দিনের বেলাতেই অমন ছিনতাই ঘটেছে সেটিও যেন প্রতিবেদন দেখে বোঝেননি দর্শক। এর সঙ্গে আছে, এক ধরনের 'ভণ্ডামো"। কী করে একজন প্রতিবেদক, সব নগরবাসীর পক্ষে একটি বিবৃতি দেন? সব নগরবাসীর সঙ্গে তিনি কি কথা বলেছেন? তাদের ভাবনা তিনি কিভাবে জানলেন? এভাবেই বিকৃত হয়ে যায় প্রতিবেদন, যা টেলিভিশনের সাংবাদিকরা হয়তো আমলেই নেন না।

বিকৃতি এড়ানোর জন্য সাংবাদিকদের 'নিউজ-স্পিক' দিতে সক্ষম এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে, টেলিভিশন কিংবা

www.pathagar.com

সংবাদপত্রে দেখা যায়, ভালোভাবে কথা বলতে পারেন, মানে 'নিউজ-স্পিক' দিতে সক্ষম এমন ব্যক্তিদের কাছেই বিভিন্ন ঘটনায় সংবাদকর্মীরা ছুটে যাচ্ছেন। দর্শক আগেই বলে দিতে পারেন, কোন ঘটনার পর কোন ব্যক্তির সামনে টিভি ক্যামেরা হাজির হবে বা কোন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার উপস্থাপন করবেন প্রতিবেদক। আর যারা প্রচারণা প্রিয় তারা স্যুট-টাই পরে কিংবা ফতুয়া-টতুয়া লাগিয়ে বইয়ের আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে যান। পুরো ব্যাপারটা কেবল যে প্রতিবেদনকে বিকৃত করতেই ভূমিকা রাখে তা নয় বরং ভাবুকদের কাছে অনেকটা হাস্যকর হিসেবেও গণ্য হয় তা।

প্রতিবেদনের বিকৃতি এড়ানোর জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে খেয়াল রাখতে হয় সাংবাদিককে। যেসব প্রতিষ্ঠান কোনও একটি ঘটনার পরপরই সংবাদ লিখার জন্য ঘটনার 'বুলেট-পয়েন্ট' সরবরাহ করে সেসব প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বোকামির পরিচায়ক। ধরা যাক, কোনও একটি গ্যাস-ক্ষেত্র বিস্ফোরিত হলো, দেখা যাবে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ওই বিস্ফোরণ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করছে, সাংবাদিকদের ঘটনাস্থলে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের হাতে নানান 'পয়েন্ট' তুলে দিচ্ছে যাতে প্রতিবেদন লিখা সহজ হয়। জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগের অংশ হিসেবে ওই প্রতিষ্ঠানগুলো সাংবাদিকদের ব্যবহার করার চেষ্টা করে। দৃশ্যত, এর মধ্যে অসঙ্গত কিছু চোখে পড়ে না বটে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিবেদক তার চোখ হারিয়ে ফেলেন এবং দেখেন সাহায্যকারী ওই প্রতিষ্ঠানের চোখে। এর ফলে প্রতিবেদনের বিকৃতি রোধ করা কঠিন হয়ে ওঠে। সাংবাদিককে সব সময় তার সূত্রের সঙ্গে একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হয়। মনে রাখতে হয়, সূত্র হচ্ছে আগুনের মতো, খুব কাছে গেলে পুড়ে যাবেন আর দূরে গেলে উত্তাপ হারাবেন। বলা হয়ে থাকে, সাংবাদিক আর তার সূত্রের মধ্যে সম্পর্কটি যদি হয় নাচের তাহলে এটি নিশ্চিত যে সে নাচে 'লিড' নেবে সূত্রটি। সূত্র নিজেকে সব সময় প্রতিবেদকের নাগালের মধ্যে রাখবে, যোগাযোগ রাখবে, প্রতিবেদন সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা বাতলে দেবে, এবং কার্যত নিজের বা নিজেদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলায় সংবাদকে 'কাজে লাগিয়ে নেবে'।

মিডিয়ার চাহিদার সুযোগ নিয়েও কিছু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি একান্ত নিজের বা নিজেদের স্বার্থে মিডিয়াকে ব্যবহার করে। তার ওঁৎ পেতে থাকে মিডিয়ার কাছে নিজেদের প্রচারণা গোছানোর জন্য। টেলিভিশন, সংবাদপত্রের যেমন প্রয়োজন হয় ঘটনার বা সংবাদস্রষ্টাদের ছবির, তেমনি রেডিওর প্রয়োজন হয় ঘটনার বা সংবাদস্রষ্টাদের ভাষ্যের। কুশলী জনসংযোগ কর্মকর্তা মিডিয়ার ব্যবহারের জন্য তাই আগেই তৈরি করে রাখেন অডিও বা ভিডিও টেপ। অনেক দেশি-বিদেশি সংস্থা আছে যারা সংবাদপত্রের পাতায় বা টেলিভিশনে একটু স্থান পাওয়ার আশায় সুদৃশ্য, আকর্ষণীয় ছবিসহ সংবাদবিজ্ঞপ্তি পাঠান। অনেক ক্ষেত্রেই সংবাদপত্র নিজের চাহিদা

www.pathagar.com

মেটাতে ওই 'ধান্ধাবাজী' সংবাদবিজ্ঞপ্তিগুলো ব্যবহার করে সংবাদ তৈরি করে। এবং অনিবার্যভাবেই সেগুলো বিকৃতির শিকার হয়।

জনসংযোগকর্মীদের তৈরি করা 'ইজি টু ইউজ' সংবাদবিজ্ঞপ্তি বা এই জাতীয় জিনিস সাংবাদিকদের প্রলুব্ধ করতে পারে এবং করেও। কিন্তু সহজে পাওয়া যায় এমন কোনও কিছুই চুলচেরা বিশ্লেষণের আগে ব্যবহার করা উচিত নয়। 'ইজি টু ইউজ' সংবাদের প্রস্তুতকারকদের হাতে ব্যবহৃত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হলে সার্বক্ষণিক বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করে চলা খুবই জরুরি। আর এভাবেই সম্ভব প্রতিবেদনের বিকৃতি রোধ করা।

সংবাদ উপস্থাপনায় মারপ্যাঁচের মাধ্যমে পাঠক বা দর্শকদের সন্দেহের দোলাচালে যেমন ফেলে দেয়া যায় তেমনি বিভ্রান্তও করা যায়। সংবাদ লিখার সময়, সাংবাদিক এমন শব্দ ব্যবহার করতে পারেন যার একাধিক অর্থ আছে বা সেটির অর্থ একেক জনের কাছে একেক রকম। যেমন, "কিছু সংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল নারী-পুরুষ নববর্ষের প্রথম রাতে রাস্তায় নেমে হল্লা শুরু করলে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে।" এই বাক্যটিতে উচ্ছৃঙ্খল বলতে আসলে কী বোঝানো হয়েছে তা পরিষ্কার নয়। হল্লাকারীদের কি উচ্ছৃঙ্খল বলা যায়? "নারী-পুরুষ" শব্দবন্ধ ব্যবহার করে এমন একটি প্রেক্ষাপট পাঠকের মাথায় গেঁথে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে যার মাধ্যমে পাঠকের মনে নববর্ষের রাতের উৎসবে অংশগ্রহণকারী ওই জনতার "জীবন-বোধ" বা "রুচি-বোধ" নিয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দল সন্ত্রাসীর বন্দুক যুদ্ধের পর একটি সংবাদপত্র লিখে: "... *বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এখন অস্বাভাবিক শান্ত অবস্থা বিরাজ করছে।*" প্রশ্ন হচ্ছে এই "অস্বাভাবিক শান্ত অবস্থা" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? এর নানান রকম উত্তর হওয়া সম্ভব কিন্তু প্রধান যে কাজটি এর মাধ্যমে সাধিত হয় তা হচ্ছে– আতঙ্ক তৈরি বা বজায় রাখা। এভাবেই সংবাদ উপস্থাপনার ধরণ বিকৃত করে ফেলে মূল খবরকে।

গতকাল দিনদুপুরে শহরের মির্জারপুল এলাকায় পিস্তল ঠেকিয়ে রহমতউল্লাহ নামের এক পথচারীর কাছ থেকে দু' লাখ টাকা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে চার সন্ত্রাসী। তারা রিক্সা-আরোহী রহমতউল্লাহর রিক্সার গতিরোধ করে এবং বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে তার হাতব্যাগ তাদের দিয়ে দিতে বলে। হাতব্যাগটি স্বেচ্ছায় না দিলে তাকে গুলি করার হুমকিও দেওয়া হয়। অন্য আরেকজন ছিনতাইকারী এ সময় তার বাম জানুতে ছোরা বসিয়ে দেয়। –একটু চিন্তা করে দেখুন, যে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে তাকে কি ছিনতাই বলা যায়? ছিনতাই তো হঠাৎ কারো কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে চম্পট দেওয়া। আর একজনকে ভয়ভীতি দেখিয়ে, অস্ত্র ঠেকিয়ে, আতঙ্ক সৃষ্টি করে, আঘাত করে যদি তার সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয় তখন তাকে বলে ডাকাতি বা রাহাজানি। অথচ আমরা কতো অবলীলায় ডাকাতির ঘটনাকে ছিনতাই বলে চালিয়ে দেই। এটা কি বিকৃতি নয়?

www.pathagar.com

রেডিও বা টেলিভিশনে যারা খবর পড়েন বা উপস্থাপন করেন তাদের গলার স্বর ও উপস্থাপন ভঙ্গী অনেক সময় সংবাদকে আর স্বাভাবিক রাখে না। হয়তো, বিচারাধীন মামলার আসামীর নামের আগে 'কুখ্যাত' শব্দটি ব্যবহার করছেন প্রতিবেদক, আর উপস্থাপক কণ্ঠের বিষ মিশিয়ে ওই শব্দটিই যখন উচ্চারণ করছেন তখন ছড়িয়ে পড়ছে সংশ্লিষ্ট আসামীর বিরুদ্ধে ঘৃণা। সংবাদ পাঠিকা যখন 'জননেত্রী' শব্দটি উচ্চারণ করছেন দেখা যাচ্ছে তাতে বেশ শ্রদ্ধা ঝরে পড়ছে কিন্তু যখন 'দেশনেত্রী' বলছেন তখন এক ধরনের নির্লিপ্ততার অনুভব ছড়িয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায়, সংবাদ উপস্থাপক বেশ অনুমোদনের ঢঙে তার পছন্দের রাজনীতিকের বক্তব্য উপস্থাপন করছেন, ঠিক বিপরীতক্রমে অপছন্দের রাজনীতিকের বক্তব্য উপস্থাপনের সময় চোখেমুখে একটু অবজ্ঞা বা অননুমোদনের ভাব ফুটে উঠছে। এই সব আপাত ছোট-খাটো ত্রুটি কিন্তু বড় ধরনের বিকৃতির জন্মদাতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, নাক উঁচু দর্শক-শ্রোতাদের এই ধরনের অভিযোগ গায়ে না মাখার জন্যই সংবাদকর্মীদের বলা হয় কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, সংবাদ অবধারণের ক্ষেত্রে, সংবাদ উপস্থাপকদের হাব-ভাব বা ভাব-ভঙ্গীর প্রভাব দর্শকদের ওপরে পড়ে। দর্শকরা সংবাদের বিষয়বস্তুর চেয়েও অনেক সময় উপস্থাপকদের 'অভিব্যক্তি' বা 'এক্সপ্রেশন' দিয়ে বেশি প্রভাবিত হয়ে যান– এমন প্রমাণও গবেষণায় পাওয়া গেছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, অনিচ্ছাকৃত বিকৃতিও খবরের অর্থ ও বার্তা বদলে দিতে পারে। ইচ্ছাকৃত বিকৃতির মত অনিচ্ছাকৃত বিকৃতি রোধেও প্রতিবেদককে সর্বোচ্চ মাত্রায় সাবধানতা নিতে হয়। আবার এক্ষেত্রে, জনসংযোগ কর্তাদের সাহায্য নিলে দর্শক-শ্রোতার কাছে প্রতিবেদন পৌঁছানোর আগেই তা বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

বিকৃত প্রতিবেদনের কিছু বৈশিষ্ট্য

আপনার প্রতিবেদন কোনও বিকৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে কি না তা বোঝার জন্য নিচের প্রশ্নগুলো সহায়তা করতে পারে:

১. প্রতিবেদনটিতে খুব সহজে পাওয়া কোনও তথ্য কি ব্যবহার করছেন? যদি একই এনজিও কর্মকর্তা বা ইউনিয়ন নেতা কোনও একটি চলতি ঘটনায় প্রতিদিন আপনাকে টেলিফোন করে তথ্য ও ভাষ্য দেন এবং আপনার যা প্রয়োজন সহজেই তা পাওয়া যাচ্ছে বলে আপনি যদি তার ভাষ্য উদ্ধৃত করেন– তাহলে এই সহজে পাওয়ার মূল্য আপনাকে প্রতিবেদনের বিকৃতির বিনিময়ে পরিশোধ করতে হতে পারে।

খুব অনায়াসে যে তথ্য পেয়েছেন সে সব যে আসলে 'খাওয়ানো' হয়েছে– এ সত্য যদি আপনি না বোঝেন তাহলে আপনার প্রতিবেদনের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। যদি কোনও জনসংযোগ প্রতিষ্ঠান তার গ্রাহকের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের জন্য কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাহলে একই ধরনের সমস্যা তৈরি হতে বাধ্য। আমাদের দেশে এনজিওসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান হয়েছে যারা দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের 'হ্যান্ডেল' করে, তাদের জন্য

www.pathagar.com

সেমিনার, ফিল্ড ট্রিপ ইত্যাদির আয়োজন করে। এরা আপনার জন্য সংবাদ পরিবেশন করা সহজ করে দেয়। আপনি খুব সহজেই বেশ কিছু মানুষের সাক্ষাৎকার পেয়ে যান, পেয়ে যান প্রয়োজনীয় ছবি বা ভিডিও। এর পরিণতি হচ্ছে, জনসংযোগ কর্মীদের তৈরি করা সংবাদ প্রচারে নিজে ব্যবহৃত হওয়া। যখন কোনও সংবাদ-রসদ নিয়ে কাজ করার কথা ভাবছেন এবং সহজে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করছেন তখন এই বিষয়টি মনে রাখুন। সহজলভ্যতা থেকে উদ্ভুত বিকৃতি প্রতিরোধ করুন। আলস্য ঝেরে কষ্ট করে তথ্য সংগ্রহ করুন।

২. আপনার উপস্থিতি কি সরাসরি কোনো পরিস্থিতিকে বদলে দিচ্ছে বা আপনার উপস্থিতিই কি কোনও ঘটনা ঘটার কারণ হয়ে উঠেছে? ধরাবাঁধা কোনও নিয়ম নেই কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে– যদি সাংবাদিকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুরোধে কোনও কিছু ঘটে বা কোনও ঘটনা ঘটার কারণ যদি হয় স্বয়ং সাংবাদিকের উপস্থিতি, তাহলে প্রতিবেদনের বিকৃতি এড়ানো কঠিন হবে। যেমন, এটি নিশ্চিত করে বলা যায়, প্রতিবন্ধক তুলে নিয়ে দোকানে বসে আড্ডা দেওয়া পিকেটাররা ঘটনাস্থলে টেলিভিশন স্টেশনের এভিভ্যান আসা মাত্র আবার রাস্তায় এসে প্রতিবন্ধক তৈরি করবে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদকের কিছু করার নেই। এই পিকেটিংয়ের ছবি ব্যবহার করলে কেউ বলবেন না যে সত্যিকার অর্থে প্রতিবেদন কোনও বিকৃতির শিকার হয়েছে। পিকেটাররা স্বাধীনভাবে আবার প্রতিবন্ধক তৈরি করেছে বা করতে এসেছে, ওই ছবি প্রকৃত পরিস্থিতিকেই তুলে ধরে। সবচে ভালো হয়, প্রতিবেদক যদি সংবাদ-ভাষ্যে সত্য কথাটি উল্লেখ করেন। কিন্তু যদি এমন হয়, পিকেটাররা রাস্তার পাশের একটি হোটেলে দুপুরের খাওয়ার খাচ্ছিলেন এবং প্রতিবেদক সেখানে গিয়ে 'খবরের স্বার্থে' তাদেরকে আবার প্রতিবন্ধক তৈরি করার জন্য বললেন, তাহলে অবশ্যই প্রতিবেদনকে বিকৃত করার অভিযোগ উঠবে এবং সেই অভিযোগ অনেকের কাছেই যথার্থ মনে হবে। এই একই নীতি সেই গাঁজার আসরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য: আপনি যদি একটি গাঁজার আসরের মুখোমুখি হয়ে যান এবং তার ছবি বা ভিডিও নিতে চান তাহলে কোনও সমস্যা নেই কিন্তু যদি ভালো ছবির জন্য আপনি একটি গাঁজার আসরের আয়োজন করেন এবং তারপর ওই আসরের ছবি বা ভিডিও নেন, তাহলে আপনি ভুল করছেন।

৩. মিডিয়ার কোন কারিগরি কারণ কি আপনার সংবাদ-বিবেচনাকে প্রভাবিত করেছে? কোনও ইস্যু বা ঘটনায় এক পক্ষের কাছ থেকে পাওয়া আকর্ষণীয় উদ্ধৃতি দিয়ে ঠাসা সংবাদ বিবরণী বিকৃত। পছন্দ মতো হোক বা না হোক আপনাকে প্রতিবেদনটি ভারসাম্যপূর্ণ করতে হবে। অনেকেই বলেন– এতে যদি এক পক্ষের কিছু চমৎকার উদ্ধৃতি বাদ দিতে হয় এবং অন্যপক্ষের ব্যবহার অযোগ্য বিবৃতি থেকে কিছু শব্দ পাল্টে দিয়ে তার বক্তব্য তৈরি করতে হয় তাহলে সেভাবেই প্রতিবেদনকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে হবে। টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের জন্য যেমন ভালো ছবি, রেডিওর জন্য তেমনি ভালো 'টেপ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কেবল আকর্ষণীয় ছবি বা

www.pathagar.com

টেপ ব্যবহারের উদ্দেশ্য মাথায় রেখে পুরো প্রতিবেদন নির্মাণের চেষ্টা করা অনুচিত। আকর্ষণীয় ছবি, উদ্ধৃতি বা টেপ দিয়ে তৈরি প্রতিবেদন তাৎক্ষণিকভাবে খুব কার্যকর মনে না হলেও আখেরে এগুলো ভালো ফল দেয় না। সব সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েই প্রতিবেদন তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং তাতে সব পক্ষেরই মঙ্গল।

৪. সম্পাদনা কি প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিত বদলে দিয়েছে? আগে যেমন বলা হয়েছে, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যেভাবেই সম্পাদনা করা হোক না কেন, 'কাটএ্যাওয়ে শট' প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে দর্শকদের অনুভূতি বদলে দিতে পারে। সংবাদপত্রের বেলায়ও সম্পাদনার মাধ্যমে প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিত পাল্টে দেওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে। যেহেতু যা কিছু হাতে আসে তার সব তথ্যই প্রতিবেদক ব্যবহার করতে পারেন না সুতরাং তাকেও একটি পর্যায় পর্যন্ত সম্পাদনা করতেই হয়। কিন্তু এই সম্পাদনার সময় এমন তথ্য বা বিবৃতি বর্জন করা যাবে না তা যা প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতকে পাল্টে দিতে পারে।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

আগে জানলে...

অফিসে বসেই খবর পেলেন রাজাবাজার এলাকায় আজ বিকেলেই ঘটে গেছে এক হৃৎপিণ্ড কাঁপানো খুনের ঘটনা। এক তরুণী অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধুকে আক্ষরিক অর্থেই নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। কর্মস্থলের কাছেই দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় আপনি টিভি ক্যামেরা নিয়ে চলে গেলেন ঘটনা শোনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। পুলিশ তখনও আসেনি, গৃহবধুর রক্তাক্ত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লাশ পরে আছে। নিহতের বাড়িতে সন্ত্রস্তা কাজের মেয়েটি ছাড়া আর কেউ নেই। অফিসে থাকা স্বামীকে খবর দেয়া হয়েছে, খবর দেয়া হয়েছে গৃহবধুর মা-বাবার বাসায়। টেলিভিশনের রাত সাড়ে সাতটার সংবাদে প্রতিবেদনটি দেখানোর প্রায় পরপরই সংশ্লিষ্ট টিভির অফিসে আপনার কাছে টেলিফোন এলো এবং নিহত তরুণীর বাবা আপনাকে অনুরোধ করলেন, রাতের পরবর্তী খবরগুলোয় যেন "দয়া করে ওই দৃশ্যগুলো আর দেখানো না হয়"। কারণ, মেয়েটির মা শুনেছেন যে তার মেয়ের খুনের ঠিক পরপরই টিভি ক্যামেরাতে বিভিন্ন দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে এবং টেলিভিশনে তা এইমাত্র দেখানো হয়েছে। শোনার পর থেকে উনি বিলাপ করছেন খবর দেখার জন্য। কিন্তু মেয়েটির বাবার আশঙ্কা, যদি নিহতের হৃদরোগী মা সংবাদচিত্রটি দেখেন তাহলে তিনি বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে পরবেন। মেয়েটির বাবা আরও আশঙ্কা প্রকাশ করলেন, ওই দৃশ্য যদি মেয়েটির ছোট-ভাইবোনেরা দেখে তাহলে তাদেরও ভয়ঙ্কর মানসিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

আপনি কি প্রতিবেদনটি আর না দেখানোর সিদ্ধান্ত নেবেন?

ধরা যাক, বটমূলে সংঘটিত বোমা-বিস্ফোরণের পরপরই কোনো একজন আক্রান্তের বাবা প্রতিবেদককে টেলিফোন করে অনুরোধ করলেন, এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য, বিশেষত খণ্ডবিখণ্ড লাশের স্তূপ যেন আর না দেখানো হয়। তার স্ত্রী যতোবার দেখছেন ততোবার জ্ঞান হারাচ্ছেন।

আপনি কি ওই দৃশ্য প্রচার বন্ধ করবেন? কিংবা আপনি কি প্রচার করবেন, অবরোধ চলাকালে একদল তরুণের হাতে অন্য দলের ধরা পড়ে যাওয়া কয়েক তরুণকে লাঠিপেটা করে হত্যার দৃশ্য?

ছিনতাই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এক নারী, তার নিজ বাসার সামনে যখন দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন একটি ছিনতাই সংঘটিত হতে দেখেন। ছিনতাইকারীদের একজন তার মহল্লারই উঠতি-মাস্তান হওয়ায় তিনি তাকে চিনতেও পারেন। আপনি ওই মহিলার কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত পেয়ে গেলেন। পরে মহিলাটি আপনাকে টেলিফোন করে তার নাম প্রতিবেদনটিতে ব্যবহার না করার জন্য অনুরোধ করলেন। কারণ, তিনি ভয় পাচ্ছেন– ছিনতাইকারী একজনকে তিনিই শনাক্ত করেছেন পত্রিকায় তা লিখা হলে ওই উঠতি-মাস্তান প্রতিশোধ নিতে পারে।

www.pathagar.com

এ অবস্থায় আপনি কি সেই মহিলার নাম প্রতিবেদন থেকে বাদ দিয়ে দেবেন?

ধরুণ, আপনার কাছে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ আছে যে কাজীপুরের ডিসির সঙ্গে এক পরনারীর প্রণয় সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ওই নারীর আবার অপরাধ জগতের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলেও কানাঘুঁষা আছে। এরকম একটি প্রতিবেদন যদি পত্রিকায় ছাপা হয় তাহলে সেই ডিসি ও/বা তার পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন আপনি কি সেই প্রতিবেদন ছাপাবেন?

সাংবাদিকতা অবশ্যই একটি আকর্ষণীয় পেশা কিন্তু মাঝে মাঝে এই সাংবাদিকতা হয়ে উঠতে পারে মাথা ধরে যাওয়ার মতো কঠিন কাজ। আপনি যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, মানুষের জীবনে তার প্রভাব হতে পারে অভাবনীয়। সুতরাং মানুষের মাঝে আপনার প্রতিবেদনটির কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা প্রতিবেদনটি ছাপার আগেই অনুপুঙ্খ বিবেচনা করতে হবে আপনাকেই।

পরিণতি ভাবুন, ভারসাম্য আনুন

মেয়ে খুন হওয়ার ঘটনা বাবার কাছে নিঃসন্দেহে জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও বীভৎস অনুভূতি। সেই অনুভবের প্ররোচনাতেই তিনি হয়তো টেলিফোন করে অনুরোধ করেছেন, প্রতিবেদনটি আর না প্রচারের। যে প্রতিবেদক তার টেলিফোন গ্রহণ করেছেন তিনি জানেন এটি একটি বড় ঘটনা, প্রতিবেদনের প্রচার বন্ধ করে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। হয়তো প্রতিদ্বন্দ্বী টেলিভিশন বা বিদেশি কোনো টেলিভিশন সেটি প্রচার করে বসবে। যে সংবাদপত্রের সঙ্গে তাদের এতো প্রতিযোগিতা তারা কাল ওই খবর বিস্তারিত ছাপবেই। শুধু তাদের টিভিতে সেই খবর প্রচার না করা যেমন হবে অপেশাদারি, তেমনি অনর্থক।

কিন্তু একটু ভেবে দেখুন তো, কেবল ওই খুনের সংবাদ প্রচারই কি নিহত মেয়েটির বাবাকে অতোটা উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে? সম্ভবত না। কিছুটা মাথা খাটালে আর চোখকান খুলে তাকালেই বোঝা যাবে, টেলিভিশনে যেভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, যেভাবে মেয়েটির ক্ষত-বিক্ষত প্রায়-নগ্ন দেহটি দেখানো হয়েছে, যেভাবে একটি গর্ভবতী নারীর একা থাকার কথা বলা হয়েছে সেসবই আসলে মেয়েটির পরিবারকে অতোখানি উতালা করে তুলেছে। যদি প্রতিবেদন তৈরির সময় তার পরিণতির দিকটি ভেবে দেখা হতো তাহলে হয়তো ধরা পড়তো– কেবল সংবাদটুকু নিয়ে নয়, বরং সংবাদের চেয়ে ঘটনার শিকার যে নারী তাকে নিয়ে বেশি টানাহিচড়া করা হয়েছে। প্রথম সংবাদ বিবরণী হিসেবে ওই রকম বীভৎস্যতার বিস্তারিত বিবরণ না দিলেও চলতো। নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থের সঙ্গে কিছুটা আপোষ, ওই পরিবারকে পরিস্থিতি সামলে ওঠায় অনেকখানি সাহায্য করতে পারতো।

এবার দেখা যাক, ছিনতাইয়ের প্রত্যক্ষদর্শী সেই মহিলার বিষয়টি। ভেবে দেখুন, সেই মহিলার নাম কি খুব জরুরি? প্রতিবেদনটিতে যদি নাম উল্লেখ করা হয় তাহলে কি খুব বেশি কিছু অর্জিত হয়? প্রতিবেদনের মান কি তাতে বাড়ে? অধিকাংশ

www.pathagar.com

প্রতিবেদক এসব প্রশ্নের উত্তরে বলবেন- মেয়েটির নাম ব্যবহারের কোনো জরুরি প্রয়োজন প্রতিবেদনে নেই। তাহলে কেন মহিলাটিকে সম্ভাব্য ঝামেলার মুখে খামোখা ঠেলে দেওয়া? আসলে, এক্ষেত্রে নামসহ বা নাম ছাড়া যেভাবেই প্রতিবেদনটি ছাপা হোক না কেন, এতে প্রতিবেদনের মানের কোনো কমবেশি হবে না।

এবার ভাবা যাক ডিসি সাহেবের পরনারী প্রণয় সংক্রান্ত সংবাদটি নিয়ে। যদি কোনো প্রতিবেদন একজন ব্যক্তির ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা না ছাপাই উচিত। কিন্তু যদি এমন হয় যে, ব্যক্তিটি সরকারি পদে থাকার কারণে প্রভাবশালী এবং তার কাছ থেকে এমন একজন সহায়তা পাচ্ছেন বা পাওয়ার আশঙ্কা আছে যিনি আর দশজন মানুষের, সমাজের বা রাষ্ট্রের ক্ষতি করতে পারেন, তাহলে পরবর্তী ব্যক্তিটির কারণেই প্রথম ব্যক্তি সংবাদ হওয়ার যোগ্য। মনে করা যাক, কাজীপুরের ওই ডিসির সঙ্গে যে মহিলার ঘনিষ্ঠতা তিনি একটি 'পতিতালয়ের সর্দারনী'। যদি ওই 'পতিতালয়ের' কোনো যৌনকর্মী বা খদ্দের কোনো দিন কোনো কারণে গ্রেপ্তার হন সেক্ষেত্রে ডিসির সঙ্গে তার সম্পর্ককে ব্যবহার করে ওই মহিলা আইনের পরবর্তী কার্যক্রমকে বা থানা-পুলিশকে প্রভাবিত করতে পারেন। অর্থাৎ ডিসির ব্যক্তিগত জীবন ও আচরণ জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে পারে এবং জনসাধারণের কারও কারও জীবন হুমকিগ্রস্তও হতে পারে। এই বিবেচনাতে অবশ্যই সেটি সংবাদ হওয়ার যোগ্য। কিন্তু যদি এমন হয়, যে নারীর সঙ্গে তার সম্পর্ক সেই নারী একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি; পাঠক বা রাষ্ট্রের বিবেচনায় তাৎপর্যহীন নারী, তাহলে কোনোভাবেই তাদের একান্ত জীবনকে সংবাদপত্রের পাতায় টেনে এনে, তাদের যার যার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে অনুচিত ।

বিবাহিত, সন্তানের জনক বিচারকের সঙ্গে এক পরনারীর সম্পর্ক পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বিচারক সংবাদ প্রকাশের দিন সকালেই আত্মহত্যা করেছেন- পশ্চিমে এমন একটি ঘটনা একদা ঘটেছিল। এক্ষেত্রে বৃটিশ বিজ্ঞানী ডেভিড কেলির আত্মহত্যার ঘটনাটিও স্মরণ করা যেতে পারে। পরিণতি কী হতে পারে তা বিবেচনা না করে সংবাদ প্রকাশের দায় সংবাদের শিকার ব্যক্তিটির মৃত্যু দিয়েও পরিশোধ করতে হতে পারে। এমনকি ওরকম ব্যক্তির স্ত্রী বা স্বামী/সন্তানও বাবার এমন অবমাননাকে নিজের অসম্মান জ্ঞান করে আত্মহননের মতো কাজও করতে পারে। এখন সাংবাদিক ভেবে দেখতে পারেন তিনি সংশ্লিষ্ট সংবাদটির জন্য কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর দায় কাঁধে নিতে প্রস্তুত আছেন কি না বা সংবাদটি সমাজ/রাষ্ট্রের জন্য ততোটাই গুরুত্বপূর্ণ কি না?

সাধারণভাবে মনে করা হয়, সাংবাদিকরা কোনো একটি খবরের পরিণতির কথা না ভেবেই সংবাদ লিখে ফেলেন। যা রটে তার কিছুটা সত্যও বটে। নইলে আফলাটক্সিনের বিষয়টি এতো বড় সংবাদ হয় কী করে? সুতরাং অভিযোগটি একেবারে উড়িয়ে না দিয়ে যখন কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বা কারও আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা থাকে তখন ভেবে দেখুন, পাঠক বা দর্শকের ওই তথ্য জানা কি আসলেই

www.pathagar.com

প্রয়োজন? জনগণকে জানানোর প্রয়োজনীয়তা কি ওই ব্যক্তির সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে বেশি? যদি তাই হয়, তাহলে ছেপে দিন। আর যদি তা না হয়, তাহলে খবরটি না ছাপাই উত্তম। যেমন, আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলো হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার খবর সাধারণত ছাপে না। কারণ, এই দাঙ্গার খবর জানার অধিকার স্বীকার করার পরও সংবাদকর্মীরা মনে করেন, ওই দাঙ্গার খবর ছাপার পরিণতিতে আরও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়তে পারে। সুতরাং, তারা সংবাদের পরিণতির কথা বিবেচনা করে জনগণের জানার অধিকারকে এক্ষেত্রে মুলতবি রাখেন। একই রকম বিবেচনা কি অবরোধ চলাকালে এক দলের অন্য দলের কর্মীদের লাঠিপেটা করে খুন করার দৃশ্য প্রচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে? সম্ভবত পারে।

আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে জনগণকে ঘটনা জানানোর প্রয়োজন তেমন থাকে না বা জনগণের জানার অধিকার আছে এমনও পাঠক দাবী করতে পারেন না কিন্তু সংবাদ ছাপা হয়। এসব ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা ভিন্ন কিছু বিষয় মাথায় রেখে ঘটনাটি সংবাদ হিসেবে ছাপেন। যেমন ধরা যাক, মেয়রের স্ত্রী ওয়েস্টার্ন প্লাজা শপিং কমপ্লেক্সের একটি দোকান থেকে অন্যান্য পণ্য কেনার সময় একটি সোনার চেন নিজের হাতব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলেন এবং কর্মচারীরা চ্যালেঞ্জ করলে তিনি ধরা পরেন। মেয়রের স্ত্রী হওয়ায় দোকান কর্তৃপক্ষ বিষয়টি থানা পর্যন্ত নিয়ে যাননি। কিন্তু আপনি, একটি প্রধান দৈনিকের সাংবাদিক, ঘটনাটি জেনে গেছেন। মেয়রের স্ত্রী জানেন, যদি দেশের প্রধান দু'তিনটি সংবাদপত্রকে অনুরোধ করে এই সংবাদ প্রকাশ করা থেকে তাদের বিরত রাখা যায় তাহলে ক্ষতি অনেকটা কমবে। তিনি এই চিন্তা থেকে সংবাদপত্রগুলোকে টেলিফোন করে বললেন- *দেখেন ভাই, এই খবর যদি পত্রিকায় ছাপা হয়, তাহলে আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়ে দেবেন*। কিংবা কান্নাকাটি করে প্রতিবেদককে বললেন- *আমার মেয়ে লজ্জায় আত্মহত্যা করবে*। এই রকম পরিস্থিতির সঙ্গে কি সাংবাদিক আপোষ করবেন?

একজন বাংলাদেশী সংগীত শিল্পী, যার দেশে অনেক নামডাক, সিঙ্গাপুরে গিয়ে শপলিফ্‌টিঙয়ের জন্য ধরা পরে থানায় যান, বাংলাদেশের দূতাবাস কর্তৃপক্ষ তাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়। এই সংবাদ যখন চট্টগ্রামে আপনার কাছে এসে পৌঁছে তখন ওই সঙ্গীত শিল্পী আপনাকে টেলিফোনে অনুরোধ করে বলেন, এতে কেবল তার সম্মান নয়, দেশের সমস্ত সঙ্গীত শিল্পীর মান-সম্মান জড়িত সুতরাং শুধু তার কথা নয়, শিল্পী সমাজের কথা বিবেচনা করে যেন সংবাদটি পত্রিকায় না ছাপা হয়। ধরুন, ওই শিল্পীর পক্ষ থেকে আরেকজন প্রথিতযশা শিল্পী আপনাকে একই অনুরোধ করলেন, এখন আপনি কি করবেন?

সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভবত খুব সহজ। টেলিফোনকারীকে বলে দিন, চুরি করার আগে এসব ভেবে দেখা উচিত ছিলো। মনে রাখা দরকার, অপরাধীর অনুনয়, কোনো সময়ই সংবাদসংক্রান্ত বিচার-বিবেচনাকে যেন প্রভাবিত না করে।

কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো পরিস্থিতির মাঝে টেনে আনা হয় বা কোনো ব্যক্তি যখন কোনো পরিস্থিতির শিকার হন তখন অবশ্যই সংবাদটির পরিণতির সঙ্গে

www.pathagar.com

জনমঙ্গলের তুলনা করে দেখতেই হবে। যেমন ধরা যাক, খুনের দায়ে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া ছেলের ফাঁসির দিন তার রাজনীতিবিদ বাবা সারাদিন সময় কাটালেন টেলিভিশনে ক্রিকেট খেলা দেখে। আপনি কি এই খবর ছাপবেন? সাধারণভাবে যুক্তি দেয়া যায়, ছাপা ঠিক হবে না। কারণ, মানুষ নানানভাবে তার দুঃখ-যাতনাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে, ওই রাজনীতিবিদ হয়তো টেলিভিশনে খেলা দেখে ভুলে থাকতে চেয়েছেন একটি দুঃসহ যন্ত্রণা। তবে ওই সংবাদ ছাপার পক্ষেও যুক্তি দেওয়া হয়। যেমন, অনেকে এসব ক্ষেত্রে যুক্তি দেন, ওই খবর অবশ্যই ছাপানো উচিত, কারণ, ওই খবরে দেখা যাবে এমন এক রাজনীতিককে যিনি বাস্তবতার ধরাছোঁয়ার বাইরে, পুত্রের ফাঁসিতেও যিনি স্বাভাবিক, নির্বিকার!

রাজনীতিক বা সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সংবাদ ছাপার ক্ষেত্রে একটি নীতি পশ্চিমে প্রচলিত আছে, সেটি হচ্ছে– সরকারি কর্মকর্তা বা রাজনীতিবিদদের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অবশ্যই খবর হবে, যদি– তাদের ব্যক্তিগত জীবনাচরণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জনগণের জীবন।

প্রতিবেদন বা প্রতিবেদনে কোনো তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার তুলনায় তার পরিণতি বেশি ক্ষতিকারক হবে কি না তার ফয়সালা করতে গিয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে দেখুন:

১. ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ কি নিজেই এই পরিস্থিতি তৈরি করেছেন? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলে তার ফলাফল তাকে ভোগ করতেই হবে।

২. জনগণকে তথ্যটি জানতেই হবে– এমন কোনো অনিবার্য কারণ কি আছে? এটি একটি আকর্ষণীয় সংবাদ– কেবল এ কারণেই একজন ব্যক্তির একান্ত জীবনের বিব্রতকর তথ্য প্রকাশ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কিন্তু যদি ওই ব্যক্তি কোনোভাবে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করার সম্মতি দেন বা আলোর নিচে আসার কোনো আগ্রহ নিয়ে থাকেন তাহলে প্রতিবেদনের পরিণতির কথা বিবেচনা না করে সংবাদযোগ্যতার কারণে তা প্রকাশ করা যেতে পারে। আর ব্যক্তিটি যদি একজন সরকারি কর্মকর্তা হন এবং ওই তথ্য তার সরকারি কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করার শঙ্কা থাকে তাহলে সেই প্রতিবেদন প্রকাশ করার যথেষ্ট যুক্তি আছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

৩. দুর্ঘটনাক্রমে কারো কি আঘাত পাওয়ার শঙ্কা আছে ? এমন সময় আসে যখন আপনি হয়তো কাউকে আঘাত করার প্রয়োজন বোধ করতে পারেন এবং তখন আঘাত করতেও পারেন কিন্তু কোনোভাবেই আপনি একজনকে অসাবধানতাবশত আঘাত দিতে পারেন না। বিতর্কিত বা ঝামেলাপূর্ণ প্রতিবেদনের সব তথ্য ও উদ্ধৃতি খুব ভালোভাবে সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখুন। খবরটি প্রকাশ হলে যার জন্য প্রযোজ্য নয় এমন কোনো ব্যক্তি আঘাত পেতে পারেন কি না– তা নিশ্চিত হোন এবং তাকে মুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

নৈতিকতা: নিরন্তর নাচিয়ে চলা এক প্রত্যয়

উপস্থাপনা কি সততার সঙ্গে করা হয়েছে?

* বস্তিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে আপনি একটি টেলিভিশন প্রতিবেদন তৈরির কাজ করছেন। এরই অংশ হিসেবে আপনি বস্তিবাসীর সাজ নিয়ে দাঁড়ালেন বস্তির মধ্যে। আপনি যা নন সেভাবে নিজেকে উপস্থাপন করা কি নৈতিক?

* আপনি যেহেতু রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের খবর পরিবেশন করেন, সে কারণে আপনার বিচার-বিবেচনার বেশ ভালো একটি প্রভাব পাঠকের ওপরে রয়েছে। পাঠক আপনার লেখা থেকে সরকারের ভালোমন্দ সম্পর্কেও অনেকটা ধারণা নেয়। সরকারের রাজনৈতিক উপদেষ্টা আপনাকে ইদানিং প্রায়শই তার সভায় নিয়ে যান এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে আপনার অভিমত জানতে চান। এই সম্পর্ক রাখা কি নৈতিক?

* ব্যবসা-বাণিজ্য পাতা'র সম্পাদক হিসেবে আপনি প্রতি সপ্তাহে নতুন পণ্যের ওপরে একটি পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন ছাপেন। আপনার পরিচিত এক বড় দোকানে খোঁজ-খবর রেখে তাদের দোকানে আসা পণ্যগুলোই সাধারণত আপনি পাঠকের মাঝে পরিচিত করে তোলার চেষ্টা করেন। ওই দোকানদার তার কর্মচারীদের জন্য পণ্য ক্রয়ে যে 'ছাড়' দেন সেই একই ছাড়ে আপনাকেও পণ্য দেন। আপনি কি নৈতিকভাবে ওই ছাড় গ্রহণ করতে পারেন?

নৈতিকতার প্রশ্নটি বেশ জটিল, জ্বালাধরা। কারণ– একজন সাংবাদিক তার জীবনে যতো ধরনের নৈতিকতার সমস্যা মোকাবিলা করেন লিখিত বা অলিখিত কোনো বিধানে তার সমাধান নেই, থাকা সম্ভবও না। 'নৈতিকতা' শব্দটি এতো বিস্তৃত যে ঠিক কোনটি নৈতিক ইস্যু তা নির্ধারণ করা একরকম অসম্ভব। এই বইটিতে আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি, খেয়াল করে দেখুন, সেগুলো কোনো না কোনোভাবে নৈতিকতার প্রশ্নের সঙ্গেও জড়িত (অবশ্য এই অধ্যায়ের শুরুতে যে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করা হয়েছে তা পেশাগত আচার-আচরণের বিচার-বিবেচনার সঙ্গে অনেক বেশি সম্পৃক্ত)। এবার এই নৈতিকতা নিয়ে দু'এক কথা সারা যাক।

সংবাদ-কক্ষে নৈতিকতা

শুরুতে উত্থাপিত প্রশ্ন তিনটিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন প্রতিবেদককে মোকাবিলা করতে হয়। পেশাগত আচার-আচরণ বা নৈতিকতার প্রশ্নটি সাধরণত দেখা দেয় বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনা, সংবাদ-সূত্রের সঙ্গে সম্পর্ক এবং প্রতিবেদককে দেওয়া বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা– এই তিনটি ইস্যুতে।

আপনি সংবাদ সংগ্রহের সময় কাউকে আপনার সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দেবেন কি না সেই সিদ্ধান্ত সাধারণত নির্ভর করে আপনার কাজের উদ্দেশ্যের ওপরে। তবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার আগে ভালোভাবে ভেবে দেখা দরকার যে অন্য কোনোভাবে প্রতিবেদনটি পাওয়া সম্ভব কি না। যদি অন্য কোনোভাবেই প্রতিবেদনটি পাওয়া সম্ভব

www.pathagar.com

না হয় কেবল তখনই সাংবাদিকদের কিছুটা ছাড় দেয়া হয়। সেক্ষেত্রে আপনার বা আপনার কর্তৃপক্ষের উচিত প্রতিটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া। মনে রাখতে হবে, ভ্রান্তভাবে নিজেকে উপস্থাপন করা ভালো কোনো ভাবনা নয়, তবে কিছু সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এটা রোমাঞ্চকর।

সংবাদসূত্রের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টিও একই রকম হয়রান করা প্রসঙ্গ। অনেক সাংবাদিকই বলবেন, রাজনৈতিক উপদেষ্টার সঙ্গে (উপদেশ দেয়ার) সম্পর্কটি পেশাদারি মনোভাবের পরিচায়ক নয়। একজন রাজনৈতিক পদাধিকারী ব্যক্তি কেন আপনার পরামর্শ বা উপদেশ নিচ্ছেন তা একটু ভেবে দেখলেই পরিষ্কার হয়ে উঠবে। আসলে, ওই রাজনীতিক চাচ্ছেন, আপনার কাগজে তার একটু ইতিবাচক পরিবেশনা।

'ফ্রি-বাই' প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অবশ্য অনেকটা সহজ। যেসব মানুষ বা প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে তাদের কাছ থেকে প্রতিবেদকদের 'ফ্রি-বাই' বা অন্য কোন ধরনের বিশেষ ছাড় গ্রহণকে সংবাদ-প্রতিষ্ঠানগুলো দিন দিন খারাপতর চোখে দেখছে। আমরা যদি 'ফ্রি বাই'-এর ইস্যুটি বস্তুনিষ্ঠভাবে বিবেচনা করি তাহলে বুঝতে অসুবিধে হবে না যে এটা এক ধরনের ঘুষ। আর ঘুষের বিষয়টিও যদি আমরা একটু খোলামন নিয়ে আলোচনা করি তাহলে পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে ঘুষেরও নানান রকম ফের রয়েছে, রয়েছে নানান ধরণ।

এরকম একটি ঘুষ হচ্ছে চাকরির 'প্রস্তাব' পাওয়া। এই 'প্রস্তাব' একেবারেই সাংবাদিকের নিজস্ব দক্ষতার সঙ্গে সম্পর্কিত। যখন কোনো সাংবাদিককে বিপদজ্জনক মনে হয়, যখন কোনো প্রতিবেদককে তার পেশা থেকে সরিয়ে দেয়ার 'প্রয়োজন' বোধ হয়, তখনই কেবল তাকে চাকরি দিয়ে তার নিরবতা কেনা হয়।

ঘুষ নেয়া যে খারাপ এ নিয়ে কোনো তর্ক নেই, কিন্তু চাকরির প্রস্তাব পাওয়ার মতো যেসব প্রসঙ্গ আছে সেগুলোকে ঠিক ঘুষ বলা যাবে কি না এ নিয়ে কিছুটা অপরিচ্ছন্নতা রয়েছে। সাংবাদিক হিসেবে আপনি যখন কোনো দোকান থেকে বেশ বড় ধরনের ছাড় গ্রহণ করেন তখন অবশ্যই তা ঘুষ কিন্তু যদি ওই দোকানদার আপনাকে তার সঙ্গে দুপুরের খানা খেয়ে যেতে বলেন বা ব্যাংকক ঘুরে আসার প্রস্তাব দেন? ফকির সেজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফকিরদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকারক কিন্তু যদি আপনি একজন পুলিশ কর্মকতার পোশাক পড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যান, তাহলে?

নৈতিক বিচার-বিবেচনার প্রয়োগ

সিদ্ধান্ত গ্রহণে নৈতিক বিচার-বিবেচনাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাত্রাগত। আর এ কারণেই সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দেওয়া বেশ কঠিন। বেশ অভিজ্ঞ সাংবাদিকও হয়তো সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না। আবার সব অভিজ্ঞ সাংবাদিক একই সুরে কথাও বলবেন না। এক নারী সাংবাদিক যখন বস্তিবাসী মেয়েদের জীবন-যাত্রা সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরির জন্য বস্তিবাসী মহিলার বেশ ধরে বস্তিতে আশ্রয় নেন তখন বেশ কিছু সাংবাদিক তার সমালোচনা করেন এই বলে যে- ওই সাংবাদিক

www.pathagar.com

জার্নালিস্টিক মিসরিপ্রেজেনটেশন-এর জন্য দায়ী। যদিও জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, মেয়েটি যেভাবে প্রতিবেদন সংগ্রহ করেছেন ওই প্রতিবেদনটি পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় ছিলো ওইটিই। অর্থাৎ বস্তিবাসী নারীর জীবন কেমন তা কেবল প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকেই সবচেয়ে ভালোভাবে জানা সম্ভব।

রিপ্রেজেনটেশন ইস্যুতে দ্বন্দ্ব এড়ানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে যুক্তির ওপরে নির্ভর করা। এক সাংবাদিক তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে জানান, ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কোর শাসন আমলে স্পেনে একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়। বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার পরপরই আয়ারল্যান্ড, বেলজিয়াম বা এরকম বিভিন্ন দেশ থেকে টেলিফোন আসতে লাগলো, তারা জানতে চাইছিলেন তাদের দেশের কেউ ওই বিধ্বস্ত হয়ে পড়া বিমানের যাত্রী ছিলেন কি না? একজন সাংবাদিক হিসেবে ওই প্রতিবেদক যখন কর্তৃপক্ষকে টেলিফোন করলেন, উত্তরে বলা হলো– দুঃখিত, এ বিষয়ে আমি কিছুই বলতে পারবো না। সুতরাং তিনি আবার কলব্যাক করলেন এবং এবার বললেন, আমি স্টেনলি বারইউচের বন্ধু। আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছি, যে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে উনি সম্ভবত সেই বিমানের যাত্রী ছিলেন। টেলিফোনের অন্য প্রান্তে যে ব্যক্তিটি ছিলেন তিনি উত্তর দেন– না, বিমানে কোনো বিদেশী যাত্রী ছিলেন না।

এটা কি মিসরিপ্রেজেনন্টেশন? এক অর্থে তাই। এটা কি ভুল? ওই সাংবাদিক এর কৈফিয়ত দিয়েছেন এভাবে– আমি কাজ করছি একজন স্বৈরাচারের আমলে। আমার কাজ হচ্ছে খবর পাওয়া। পরিস্থিতির কারণে আমাকে তথ্য পাওয়ার জন্য হয়তো আরো প্রতারণাপূর্ণভাবে এগুতে হতো।

সাধারণভাবে সবাই কিন্তু বলবেন, না এভাবে তথ্য যোগাড় করায় কোনো অন্যায় নেই। বিশেষ করে যখন সে ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়। এটি যেমন খারাপ হিসেবে অধিকাংশ মানুষ দেখবেন না তেমনি অনৈতিক হিসেবেও এটিকে চিহ্নিত করবেন না। আসলে সব রকম পরিস্থিতিতেই প্রতিবেদককে নিজের যুক্তিটি ঠিক করে নিতে হয়। বাঁধাধরা কোনো নিয়ম-কানুন বা নৈতিক মানদণ্ড কোথাও নেই। যেমন ধরা যাক, সরকারি গোপনীয় দলিলপত্র প্রকাশ করা বেআইনি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ওই ধরনের দলিলপত্রে যা আছে তা রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার কিছু নয় বরং আমলাদের নানান কীর্তিকলাপের বিবরণ। এই বিবরণ প্রতিবেদকরা যদি হাতে পান তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় তারা তা ছেপে দেবেন। এটি নিশ্চয়ই আমলারাও আশা করেন না, সরকারি তহবিল তসরুফ করার কোনো ঘটনা হাতে পাওয়ার পরও সাংবাদিকরা তা প্রকাশ করবেন না। কিন্তু আবার যুদ্ধের সময় জাহাজ চলাচলের খবর নিশ্চয়ই গোপন দলিল থেকে বের করে নিয়ে এসে প্রকাশ করাকে কোনো সাংবাদিক নৈতিক মনে করবেন না। নিশ্চয়ই মনে করবেন না যে, "আমি কোনো বেআইনি কাজ করছি না।" সব সাংবাদিকই মোটামুটি স্বীকার করবেন– তিনি প্রথমত কোনো এক রাষ্ট্রের নাগরিক, তারপরে সাংবাদিক। খুব কম ক্ষেত্রেই কোনো সাংবাদিক নিজেকে বিশ্বনাগরিক বলে দাবি করে তার দেশের যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির খবরাখবর প্রকাশ করে

www.pathagar.com

দেয়ার পক্ষে যুক্তি দেবেন। কিংবা জঙ্গী দমনে নেওয়া কৌশলগুলো ফাঁস করে দেওয়ার পক্ষেই সাফাই গাইবেন।

সাক্ষাৎকার নেয়ার সময়, সাক্ষাৎকারদাতা যদি এককাপ চা খেতে বলেন তবে তা খাওয়া খুব অনৈতিক কাজ হবে এমন কথা অধিকাংশ সাংবাদিকই বলবেন না। নৈতিকতা ও ভব্যতার সঙ্গে সমঝোতা করে চা খাওয়াটাকে মেনে নেবেন অনেকেই। বাসায় গিয়ে সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় এক বেলা খাওয়ার খাওয়াটাও 'খুব খারাপ' হিসেবে চিহ্নিত করবেন না অধিকাংশ সাংবাদিক। যদিও এক্ষেত্রে ঝুঁকি অনেক বেশি। স্মরণ করা যেতে পারে মোনাজাতউদ্দিনের লক্ষ্মীটারী'র অভিজ্ঞতার কথা। খানা-খাদ্যের বিপুল আয়োজন আপনাকে বিব্রত করতে পারে, বিপদেও ফেলে দিতে পারে। কিন্তু বিনে পয়সায় মেরি এ্যান্ডারসনে ঘুরে বেড়ানো– নিঃসন্দেহে নৈতিক-বিচ্যুতির পর্যায়ে পড়বে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তখনই নৈতিকতার সীমাটি লঙ্ঘিত হয় যখন সৌজন্যের পর্যায় অতিক্রম করে কোনো কিছু গ্রহণ 'ঘুষের পর্যায়ে' পড়ে যায়।

নৈতিকতা নিয়ে চারটি কথা

১. প্রতিবেদনের সূত্র কিংবা প্রতিবেদন সম্পর্কিত কারো সঙ্গে আপনার কি অপেশাদারি কোনো সম্পর্ক ছিলো? যদি প্রতিবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারো কাছ থেকে আপনি কোনো উপহার নিয়ে থাকেন বা যদি তাদের পরামর্শক হিসেবে (পারিশ্রমিক পান আর না পান) কাজ করেন বা যদি সেই গোষ্ঠীর জন্য কোনো প্রচার-সামগ্রী তৈরি করে দেন তাহলে আপনি প্রতিবেদন তৈরি ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন থাকতে পারবেন না। খুব সামান্য হলেও পক্ষপাত সেখানে থেকে যাবেই। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আপনি যে বিষয়ে বা যাদের বিষয়ে প্রতিবেদন করছেন তাদের সঙ্গে আপনার আর্থিক কোনো সংশ্রব থাকলে আপনি পক্ষপাতদুষ্টতা থেকে কোনোভাবেই মুক্তি পেতে পারেন না। নিজের কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করে দেখেন, আপনি কোনো একটি কোম্পানির শেয়ার-হোল্ডার, সেই কোম্পানির ব্যবসা লাটে উঠতে পারে বা ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো প্রতিবেদন কি আপনার পক্ষে তৈরি করা সম্ভব? যে সংবাদপত্র বিশ্বব্যাংকের ঠিকাদার হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে সে সংবাদপত্রের পক্ষে বিশ্বব্যাংকের বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো কিছু প্রকাশ করা কি সম্ভব, না তা শোভন? যে সংবাদপত্রের সম্পাদক নাইকোর জনসংযোগ পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন তার সংবাদপত্রে কি নাইকোর বিরুদ্ধে যায় এমন সংবাদ থাকতে পারে? বিশ্বব্যাংক বলুন আর নাইকোই বলুন, তারা যা কিছু অর্থ ব্যয় করে তা নিশ্চয়ই তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই। সুতরাং তাদের পয়সা যারা নেয় তারাই যদি বিপক্ষে কলম ধরে তাহলে পয়সা খেয়েও বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য (নুন খেয়ে নিমকহারামির অভিযোগে) অভিযুক্ত হবে সংবাদপত্র বা সম্পাদক।

২. প্রতিবেদনটি লেখার সময় আপনি যা উপস্থাপন করলেন তা কি সঙ্গতভাবে (ফেয়ারভাবে) করা হয়েছে? যদি আপনি কোনো নামহীন সূত্র ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে আপনি কি যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা করে দেখেছেন যে আপনার উপস্থাপিত

www.pathagar.com

তথ্য সত্য? আপনি তথ্য সংগ্রহের সময় যেভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন সে দিকটি ভেবে দেখেছেন কি? খুব স্বল্পমাত্রায় একটু ভিন্নভাবে নিজেকে তুলে ধরে তথ্য সংগ্রহ করাকে ক্ষমার্হ মনে করা হয় (ক) যদি প্রতিবেদন পাওয়ার সেটিই একমাত্র পথ হয় (স্মরণ করুন মোনাজাতউদ্দিনের নিজেকে 'বন্ধুর ছেলে' পরিচয় দিয়ে গোলাম আযমের সাক্ষাৎকার নেয়ার প্রসঙ্গটি; দেখুন, গোলাম আজমের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে, পথ থেকে পথে, পৃষ্ঠা: ৭১–৭৪), (খ) যদি তা কারো কোনো ক্ষতি না করে এবং (গ) যদি তা খুব অস্বাভাবিক/অসঙ্গত পন্থা না হয়। স্মরণ করুন, বস্তিবাসীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহকারীর বস্তিতে থেকে যাওয়ার উদাহরণটি। যদি কেউ মনে করেন, তবে অবশ্যই ঝুপড়িতে বসবাস করে, বস্তিবাসীদের মতো জীবন যাপন করে তাদের জীবন সম্পর্কে লিখতে পারেন, মোনাজাতউদ্দিন যেমন কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতালে রোগী সেজে ভর্তি হয়ে প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন (দেখুন: পথ থেকে পথে, পৃষ্ঠা : ৫৫) সেটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য উপায় কিন্তু পুলিশ কর্মকর্তার ছদ্মবেশ নেয়া কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। এটি একটি মৌলিক অসততা এবং একটি অসঙ্গত পন্থা। কারণ, পুলিশ কর্মকর্তার ছদ্মবেশ আপনাকে এমন কিছু সুবিধা দেয় যা একজন একান্ত নাগরিক হিসেবে আপনি পেতে পারেন না।

৩. আপনি কি বস্তুনিষ্ট ছিলেন? এটি নির্ধারণ করা খুব কঠিন। প্রতিবেদনের সঙ্গে যদি আপনার ঘনিষ্ট কোনো বন্ধুর সংশ্লিষ্টতা থাকে কিংবা আপনার লালিত বিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক থাকে, তাহলে, নিজেকে ওই প্রতিবেদন করা থেকে দূরে রাখাই ভালো। বস্তুনিষ্ঠতা ক্ষুণ্ন হতে পারে আশঙ্কা করে কোনো প্রতিবেদক যদি কোনো প্রতিবেদন তৈরি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন তাহলে সংবাদ-নির্বাহীরা রাগ না করে বরং খুশিই হন।

৪. আপনি কি জনসাধারণ ও নিজের প্রতি সৎ ও সত্যবাদী ছিলেন? এমন অনেক সময় আসে যখন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোনো সূত্রের বক্তব্য আপনি যেভাবে চান সেভাবেই পরিষ্কার করে লেখা যায়, বা নামপরিচয় না দিয়ে বলা কোনো উদাহরণে আপনার বক্তব্য আরো পরিষ্কার করে তুলে ধরা সম্ভব; ঘটনাকে একটু নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করলে বক্তব্য স্বচ্ছ করে তুলে ধরা খুব সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু সাংবাদিকতায় এই ধরনের চর্চা ত্যাগ করতে হবে, কারণ এটি মৌলিক অসততার পর্যায়ে পড়ে।

সঠিক বা যথাযথ কি না তা পরীক্ষা না করে কোনো তথ্য, ঘটনা উপস্থাপনের লোভ সংবরণ করুন। যদি কোনো তথ্য অন্য কোনো সূত্র থেকে পান (যেমন ম্যাগাজিন থেকে পেতে পারেন) এবং আপনি তা যাচাই না করেই ব্যবহার করেন তাহলে কোথা থেকে তথ্যটি পেয়েছেন তা জানিয়ে দিন (যেমন ম্যাগাজিন ও নিবন্ধের নামটি বলে দিন)। অবশ্যই জেনে-শুনে অন্যের করা কাজ নিজের নামে চালিয়ে দিবেন না। এটিকে বলে আত্মসাৎ, এর জন্য চাকুরি থেকে বরখাস্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়
সমাধান একটাই: ভালো লেখক হওয়া

ইংরেজিতে একটি কথা আছে, এ্যাকশনস্ স্পিক লাউডার দ্যান ওয়ার্ডস্। বাংলায় কাছাকাছি একটি আপ্ত বাক্য রয়েছে– কথার চেয়ে কাজ বড়। কিছু বোঝা গেলো বটে কিন্তু বাক্যটি আরেকবার চিন্তা করে দেখুন, কথা ছাড়া এ বিশ্বে কিছুই ঘটে না। কাজ শুরু করতে, কাজ চালিয়ে নিতে বা শেষ করতে চাই কথা বলা। কাজের চেয়ে অনেক বেশি সুনির্দিষ্টভাবে কথা বলতে পারে শব্দরাশি। শব্দরাশিই পারে কোনও কাজের প্রকৃতি সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরতে। যুদ্ধ না শান্তিতে আমরা থাকছি, ভালবাসা না ঘৃণা আমাদের প্রাপ্য, আমরা সৃজনশীল না মৃত হয়ে যাচ্ছি তা নির্ভর করে– আমাদের শব্দ বাছাই বা ভাষার ওপরে। বিপরীতক্রমে এ-ও বলা যায়, আমাদের কর্মকাণ্ড-ও আমাদের ভাষাকেই প্রতিফলিত করে। আসলে কথা আর কাজের বুননেই তৈরি হয় আমাদের সারাটি জীবন।

"আমরা কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী"– এই কথা তো আমরা হামেশাই শুনি। কিন্তু খেয়াল করে দেখুন, এটিও একটি 'কথা'– যা বক্তার বিশ্বাসটি ব্যক্ত করতে বলতেই হচ্ছে। কোনও 'কাজ' বক্তার এই বিশ্বাসকে তুলে ধরতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম।

কিছু মানুষ আছেন, পদবীর কারণেই যাদের কথা আমাদের অনেকের, এমন কি পুরো জাতি বা পুরো বিশ্বের কর্মকাণ্ড তথা জীবনকে প্রভাবিত করে। এই সব মানুষের মধ্যে আছেন রাষ্ট্রপ্রধান, কোনও কোনও প্রতিষ্ঠানের বা শিল্পগোষ্ঠীর শীর্ষ ব্যক্তি। আরও এক ধরনের মানুষ আছেন, যাদের কথা মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে, তারা হচ্ছেন সাংবাদিক। তাদের ভাষ্য, সে লিখা বা বলা যাই হোক, অন্যদের কাজ বা বক্তব্যকে পৌঁছে দেয় আরও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে। তাদের শব্দ বাছাই এবং ভাষা ব্যবহারের সামর্থ নির্ধারণ করে দেয় কতো শুদ্ধভাবে তারা তাদের দর্শক-শ্রোতাদের কাছে বিশ্বের সংবাদগুলো পৌঁছে দিতে সক্ষম। কিন্তু কেন শুদ্ধ ভাষায় সংবাদগুলো পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন? যদি ভাষা ব্যবহারে একটু-আধটু ভুলভ্রান্তি থাকে তাহলে ক্ষতি কি?

কনফুসিয়াসকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাষ্ট্র-প্রশাসকের দায়িত্ব যদি আপনার কাঁধে চাপে তাহলে প্রথমেই আপনি কী করবেন। উত্তরে কনফুসিয়াস বলেছিলেন– অবশ্যই, প্রথম কাজটি হবে 'ভাষা' শুদ্ধ করা।

যে ব্যক্তি ওই প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি চমকে গিয়ে জানতে চান– কেন?
কনফুসিয়াস উত্তর করলেন– "যদি ভাষা শুদ্ধ না হয়, তাহলে যা বলা হলো তা বোঝা যাবে না, যা বলা হয় তা যদি বোঝা না যায় তাহলে যা করা উচিত তা না করাই থেকে যাবে; যা করা উচিত তা যদি না করা হয় তাহলে নীতিবোধ ও শিল্পকলার মান নেমে যাবে; যদি নীতিবোধ ও শিল্পকলার মান নেমে যায় তাহলে দেশ থেকে সুবিচার হারিয়ে যাবে, যদি সুবিচার হারিয়ে যায় তাহলে মানুষ অসহায় সংশয়ের চোরাবালিতে আটকা পরে যাবে। সুতরাং, যা বলা হলো তাতে অবশ্যই কোনও স্বেচ্ছাচারিতার

www.pathagar.com

সুযোগ থাকবে না। আর এটিই সবচে গুরুত্বপূর্ণ।" (দেখুন: এথিকস্ ফর দি মিডিয়া, ইউলিয়াম এল. রিভার্স্, ক্লেভ ম্যাথইউস্, পৃ: ১৪)।

সাংবাদিকতায় শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করা মানেই খুব ভালো লেখক হয়ে ওঠা। আর ভালো লেখক হওয়ার কোনও সহজ সূত্র কোনও বই-ই দিতে পারবে না। ভালো লেখা কঠিন। কেবল পরিশ্রমকে যদি ভালোবাসেন তবেই ভালো লেখক হওয়া সম্ভব। অধিকাংশ ভালো লেখকই বলেন, তাদের কাজের সবচে কঠিন অংশটিই হচ্ছে লিখে ফেলা। এ পৃথিবীতে অনেক ভলো লেখক আছেন যারা লিখতে ঘৃণা করেন। লেখার কাজটি প্রাত্যহিক ও কঠোর সাধ্যসাধনার অন্তর্গত বলেই তাদের এই ঘৃণা। কিন্তু তারপরও মানুষ ভালো লেখক হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন, যাচ্ছেন এবং যাবেন। কারণ, ভালো লেখার জন্য যে পুরস্কারটি পাওয়া যায় তা আর অন্য কিছু করেই জোটানো সম্ভব নয়।

আমরা সবাই তো জানি, লেখার ব্যাপারটি এমন না যে, শব্দগুলো একের পর এক, সবচে পরিষ্কার আর সবচে যৌক্তিকভাবে, কলম থেকে কাগজে বা কম্পিউটারের পর্দায় নেমে আসতে থাকবে। বরং লেখককেই সবচে অর্থবোধকভাবে, সবচে যৌক্তিকভাবে শব্দগুলোকে একের পর এক সাজিয়ে যেতে হয়। আসলেই 'শব্দের সঙ্গে শব্দের বিয়ে' দেওয়ার কাজটিই করেন লেখক। কেবল কি বিয়ে দিয়ে দিলেই চলে, তাকেই প্রথম পরখ করতে হয় সংসারটি কেমন চলছে। একজন লেখককে একই সঙ্গে দু'টি ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়- একদিকে তিনি কোনও ঘটনা বা ইস্যুর লেখক। আবার একই সঙ্গে তিনি সেই লেখার প্রথম পাঠক বা শ্রোতা।

আপনি যদি লেখক হন, পাঠক বা শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করতে হবে আপনাকে। এবং তা সম্ভব কেবল ভালো লিখে। কীভাবে বুঝবেন লেখাটি 'ভালোই' হয়েছে। ভালো লেখা হচ্ছে সেটিই যেটি কষ্ট করে পড়তে হয় না। পাঠক-কেন্দ্রিক লেখাই হচ্ছে সবচে ভালো লেখা। সংবাদপত্রের পাঠকরা যদি বলে- আপনার লেখা তারা ভালোভাবে বুঝতে পারেন, তা পড়তে সহজ, আর কেমন যেন শেষ না করা পর্যন্ত সেটি পড়তেই হয়, তাহলে বলা যায় আপনার লেখাটি পাঠক-কেন্দ্রিক, এবং সেটি ভালো লেখা। সম্প্রচার সাংবাদিকদের জন্য ভালো লেখার মানে হচ্ছে- ভালো কথা বলা এবং এর পরিণতি হচ্ছে- ওই কথাগুলো শ্রোতাদের পক্ষে খুব ভালোভাবে শুনতে-বুঝতে পারা।

এমনও বলা হয়- ভালো লেখা হচ্ছে, পরিষ্কার লেখা। সংবাদপত্রের জন্য ভালো লেখাকে অবশ্য সংক্ষিপ্ত ও চিত্তাকর্ষকও হতে হয়। কিন্তু সংবাদপত্র বলেন, আর সম্প্রচার মাধ্যম বলেন, সব ক্ষেত্রেই, পরিষ্কার করে লেখার জন্য চাই পরিষ্কার মন। লেখার আগে চাই পরিষ্কার মনে চিন্তা। নিজের মনে গুছিয়ে নিতে হবে- আপনি কী বলতে চান। তার মানে, মনে শব্দের পর শব্দ সাজানো নয়। তার মানে, আপনি গুছিয়ে নিন কোন পথে আপনার গল্প এগিয়ে যাবে। আপনিই আপনার গল্পের চালক, তাই আগে থেকে তার পথচলার নকশাটি আপনার জানা চাই।

www.pathagar.com

আগে যেমনটি বলা হয়েছে, পরিষ্কার লেখার সঙ্গে সাংবাদিকের লেখাকে চিত্তাকর্ষকও হতে হয়। চিত্তাকর্ষক লেখার জন্য সংবাদ লেখার নানান কলাকৌশল আর কাঠামো ব্যবহার করেন সাংবাদিকরা। সে নিয়ে বিভিন্ন বইতেও নানান আলোচনা পাবেন। সাংবাদিকতা: প্রথম পাঠ (রাজী ও অন্যান্য)-এর সংবাদ কাঠামো বিষয়ক অধ্যায়টিও এ ব্যাপারে আপনাকে সম্ভবত সহায়তা করতে পারে। কিন্তু লেখাকে স্বচ্ছ ও সংক্ষিপ্ত করার বিদ্যাটি বিশেষভাবে কেবল সাংবাদিকদেরই প্রয়োজন পড়ে। এখন সে আলোচনার দিকেই আমরা এগুতে থাকি।

ভালো লিখতে হলে মিতব্যয়ী হোন

আঁটসাটভাবে লেখার ব্যাপারটিকে সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরা শুরুতে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে নেন না। যদিও সম্পাদনার সঙ্গে যারা জড়িত তারা সবাই 'সংহত' লেখার প্রয়োজন ও গুরুত্ব– দুই-ই খুব ভালোভাবে জানেন। কোনও একটি লেখায় কোথায় কোন যতিচিহ্ন ব্যবহার করা যথাযথ বা বিশেষণ ব্যবহার করার দরকার আদৌ আছে কি নেই– সে সম্পর্কে সম্পাদকরা ভিন্ন মত পোষণ করলেও তারা সবাই 'আঁটসাট' লেখার গুরুত্ব সম্পর্কে অভিন্ন মতামতই রাখেন।

কোনও একটা বাক্য দিয়ে সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ অর্থ প্রকাশের জন্য যে সব শব্দের প্রয়োজন তার অতিরিক্ত একটি শব্দও ব্যবহার না করাই হচ্ছে আঁটসাট-লেখার মূল কথা। আঁটসাট-লেখা পাঠককে পড়ায় ধরে রাখে। আর ঢিলেঢালা লেখা পাঠককে হারিয়ে ফেলে। পাঠক 'লুজ' লেখা পড়তে গিয়ে শ্রান্ত বোধ করেন, বা টেলিভিশনের ভিন্ন চ্যানেলে তার মন চলে যায়। ও ধরনের লেখা পড়তে বা শুনতে গিয়েই মনে পড়ে 'গুরুত্বপূর্ণ' কোনও কাজের কথা এবং তিনি পড়া ছেড়ে উঠে যান অন্য কোনও কাজে।[২]

সাংবাদিকতায় আঁটসাট লেখার একটা সরাসরি অর্থনৈতিক মূল্যও আছে। সংবাদমাধ্যমের পরিসর সীমিত। কোনও এক বা একাধিক প্রতিবেদনের জন্য দেওয়া জায়গা যদি কিছুটা কমানো যায় তাহলে আরও কিছু খবরের জায়গা সেখানে হতে পারে। কোনও একটা ছবি হয়তো একটু বড় করে ছাপানো বা একটু বেশি দেখানোর সুযোগ হতে পারে কিংবা বিজ্ঞাপনের জন্য আর একটু বেশি জায়গা ছেড়ে দেওয়াও তাতে সম্ভব হতে পারে। এ সত্য জানা থাকলেও মানা সম্ভব হয় না। কেমন করে যেন লেখার শব্দ সংখ্যা বেড়েই যায়। আমরা এবার তেমন কিছু সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হব।

---

[২] ফান্ডামেন্টালস্ অব নিউজ রাইটিং, এশিয়ান রিপোর্টার, হুয়ান এল মারকাদো

www.pathagar.com

রীতি ও তথ্য

যা নতুন কিছু নয়, যা রীতিসিদ্ধ, তেমন তথ্য কেন দেবেন সাংবাদিক? আজ চাঁদ দেখা গেলে কাল ঈদ– এদেশে এ কি নতুন কোনো সংবাদ? কে না জানে, যে দিন চাঁদ দেখা যায় তার পর দিনই রোজার ঈদ। রীতিসিদ্ধ তথ্য দিলে পাঠকের কোনো কাজে আসে না। ওসব অর্থহীন।

দুর্ঘটনাস্থল থেকে আহতদের বা গুরুতর অসুস্থ রোগীকে এ্যাম্বুলেন্স করে হাসপাতালে নেওয়াই রীতিসিদ্ধ। তাহলে কেন সাংবাদিকরা লেখেন– *দুর্ঘটনায় আহতদের অতিদ্রুত এ্যাম্বুলেন্স করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়*। এ্যাম্বুলেন্সে করেই তো আহত বা গুরুতর রোগীকে নিয়ে যাওয়ার কথা। যদি এ্যাম্বুলেন্স ছাড়া অন্য কিছুতে তাদের বহন করা হতো তাহলে হয়তো প্রতিবেদক সেই বাহনটির কথা লিখতে পারতেন। (অবশ্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের এ্যাম্বুলেন্স হলে প্রতিষ্ঠানের নামসহ এ্যাম্বুলেন্সের উল্লেখ করা যেতে পারে ভিন্ন বিবেচনা থেকে।)

আবার যেখানে এ্যাম্বুলেন্সের কথা বলা হচ্ছে সেখানে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় লেখার মানে কী? এ্যাম্বুলেন্স করে তো আর সিনেমা হলে রোগী নিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। খুব বেশি হলে বলা যেতে পারে– তাকে এ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বা চিকিৎসা দেওয়া হয়। ঠিক একইভাবে "বাজারে চালের দর আরও কমতে শুরু করেছে" লেখার মানে হয় না। দর তো বাজারেই কমবে নাকি?

সাংবাদিকের কাজ হচ্ছে পাঠক বা দর্শককে নতুন কিছু দেওয়া। যা মানুষের আগে থেকেই জানা আছে তা আবার জানানোর কোনও মানে হয় না। কোনও অগ্নিকাণ্ডের খবরে নিশ্চয়ই প্রতিবেদক দমকলবাহিনীর ট্রাকের বর্ণনা দেবেন না বা কোনও ফুটবল খেলার খবরে ফুটবল মাঠের আকার কতো সেটি লিখবেন না। ফুটবল মাঠের আকার বা দমকলবাহিনীর ট্রাক সম্পর্কে পাঠকের জানা আছে, বা তা তার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। পাঠক জানতে চায়– অগ্নিকাণ্ড বা ফুটবল খেলার খবর। সুতরাং অগ্নিকাণ্ড ও ফুটবল খেলাই প্রতিবেদনে বর্ণনার বিষয় হওয়ার যোগ্য।

অপ্রয়োজনীয় বিস্তারিত

প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত বা একই কথা দু'বার বলে কিছু সাংবাদিক তার পাঠক বা শ্রোতার সময় নষ্ট করেন। নিচে এমন কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেগুলোকে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

অপহরণের পর আহমদ সাগরকে অপহরণকারীরা মোহসীন হলে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে তিন দিন বন্দী করে রাখা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এই উদাহরণে একই কথা দু'বার বলা হয়েছে। এক বাক্যে লিখা যেত:

আহমদ সাগরকে অপহরণকারীরা মোহসীন হলে তিন দিন বন্দী করে রেখেছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

www.pathagar.com

প্রথম উদাহরণে যা বলা হয়েছে দ্বিতীয়টিও তাই জানাচ্ছে কিন্তু তা অল্প কথায়। এটি বলার প্রয়োজন নেই যে অপহরণের পরই অপহরণকারীরা তাকে মোহসীন হলে নিয়ে গেছে এবং এ-ও বলা নিষ্প্রয়োজন যে তাকে সেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। সাগর সেখানে মুক্ত থাকলে তো আর ঘটনাটিকে অপহরণ বলার সুযোগ ছিল না। জেল্লা আনতে অপরাধ সংবাদে কীভাবে অহেতুক শব্দ ব্যবহার করা হয় তার আর একটি নমুনা:

ডাকাতরা ডাকাতি শেষে ওই বাসার সবাইকে জোর করে নিচতলার একটি রুমে নিয়ে গিয়ে বাহির থেকে তালা লাগিয়ে দেয়।

এটি তো নিশ্চিত যে অমন পরিস্থিতিতে বাসার লোকজন স্বেচ্ছায় নিচতলার এক কক্ষে গিয়ে সমবেত হবে না। আর ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে ডাকাতরা নিশ্চয়ই ভেতরে বসে থাকবে না?

সুনিশ্চিত বিষয় বর্ণনা করা

কিছু সাংবাদিক আছেন যারা সুনিশ্চিত ব্যাপারটিকেও বারবার উল্লেখ করেন। যেমন:

মেরিন ফিশারিজ একাডেমির অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করার পরদিন গতকাল শনিবার ২৪তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা মেরিন ফিশারিজ একাডেমির মূল ভবনে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন। তারা এদিন একাডেমিতে কোনো প্রশাসনিক কাজ করতে দেননি।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমির অধ্যক্ষের...শিক্ষার্থীরা মেরিন ফিশারিজ একাডেমির...। একাডেমিতে কোনও... হয়নি। –এভাবে না লিখে লিখা যেত:

মেরিন ফিশারিজ একাডেমির অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলন করার পরদিন গতকাল শনিবার, ২৪ তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা তাদের মূল একাডেমিক ভবনে তালা লাগিয়ে দেয়। ওই দিন তারা সেখানে কোনও প্রশাসনিক কাজ হতে দেয়নি।

বার বার *মেরিন ফিশারিজ একাডেমি*'র নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। মেরিন ফিশারিজ একাডেমির অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের পর শিক্ষার্থীরা তো আর মেরিন একাডেমির মূলভবনে তালা লাগাবে না। এ ধরনের সুনিশ্চিত বিষয় বারবার উল্লেখ করলে লেখা বরং ঝুলে যায়। আরেকটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন :

*বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নাটোরের প্রত্যন্ত এলাকায় **বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য** ১১ কিলো ভোল্টের **নতুন বিদ্যুৎ** সঞ্চালন লাইন স্থাপনের কাজ শুরু করেছে।*

ওপরের বাক্যে মোটা হরফের ইটালিক শব্দগুলো অযথাই লেখা হয়েছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নিশ্চয়ই পানি সরবরাহের লাইন স্থাপন করবে না, বা পুরনো বিদ্যুৎ লাইন স্থাপনের কোনও সুযোগ নেই। সুনিশ্চিত বিষয়গুলো না লিখে লিখা যেত:

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নাটোরের প্রত্যন্ত এলাকায় ১১ কিলো ভোল্ট সঞ্চালন লাইন স্থাপনের কাজ শুরু করেছে।

www.pathagar.com

দুর্বল ও অপ্রত্যক্ষ বাক্য গঠন

অপ্রত্যক্ষ বাক্য লেখার পেছনের কারণটি সম্ভবত আমাদের ইংরেজি ভাষা চর্চা থেকে এসেছে। ইংরেজিতে এমন হয়- *মিস্টার মনমোহন সিং, প্রাইম মিনিস্টার অব ইন্ডিয়া, ইজ কামিং টুডে...*। বাংলায় তার অনুসরণে যদি লেখা হয়- *শ্রী মনমোহন সিং, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, আজ আসছেন...* তাহলে বুঝতে হয়তো তেমন অসুবিধা হয় না কিন্তু পড়তে বেগ পেতে হয়। আর একটি উদাহরণ দেখা যাক:

দেশের বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে বিশ্বব্যাংককে দায়মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করা হয়েছে এভাবে না লিখে প্রত্যক্ষ বাক্য তৈরি করলে তা অনেক শক্তিশালী হতো। যেমন:

দেশের বাম রাজনৈতিক দলগুলো বিশ্বব্যাংককে দায়মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছে।

অপ্রত্যক্ষভাবে তৈরি দুর্বল বাক্যের আর একটি উদাহরণ: *বিএনপি'র সংসদীয় দলের পক্ষে একজন সাংসদ বলেন, রুটিন বিষয়ের বাইরে বিএনপি'র সংসদীয় দলের আগামীকালের সভার আলোচ্যসূচিতে আর কিছু নেই।*

এটি হতে পারতো এমন: *বিএনপি'র এক সাংসদ জানান, তাদের সংসদীয় দলের আগামীকালের সভার আলোচ্যসূচিতে রুটিন বিষয়ের বাইরে কিছু নেই।*

অহেতুক অতিরিক্ত

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা অহেতুক অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করেন। এগুলো একঘেঁয়েও বটে। নিচের উদাহরণগুলোতে অহেতুক শব্দগুলো মোটা হরফে দেওয়া হলো।

*অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিধবা **মহিলাদের** জন্য সরকার মাসিক ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।*

***আমন্ত্রিত** অতিথিরা আসনগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আতশবাজী শুরু হয়ে যায়।*

***নিজেদের পক্ষে রায় নিয়ে আসার জন্য** দণ্ডিতরা **উচ্চ** আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।*

*বিচারক **তার** রায়ে বলেন, প্রতিটি নাগরিকের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের **আইনগত** অধিকার রয়েছে।*

এরকম অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারের অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। এবং এও নিশ্চিত যে প্রতিদিন আমরা এমন শব্দবন্ধ তৈরি করবো যা কেবল অপ্রয়োজনীয়ই না, অনিবার্যভাবেই অতিরিক্ত। এমন কিছু শব্দবন্ধের উদাহরণ:

×তাকে পুনরায় রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে

✓তার রিমান্ডের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে

×দু'টি পৃথক ভবন তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে

www.pathagar.com

✓দু'টি ভবন তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে

✗সাধারণ জনতা এগিয়ে এলে বিষয়টির সুরাহা হয়
✓জনতা এগিয়ে এলে বিষয়টির সুরাহা হয়

✗টুইন-টাওয়ার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়
✓টুইন-টাওয়ার বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

✗দু' পক্ষের মধ্যে আইনগত চুক্তি রয়েছে।
✓দু'পক্ষের চুক্তি রয়েছে।

✗সীমান্ত সন্ত্রাস দমনে ভারত-বাংলাদেশ পরস্পরকে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছে
✓সীমান্ত সন্ত্রাস দমনে ভারত-বাংলাদেশ সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছে।

✗ঈদ উপলক্ষে বেশ কিছু সুপার মার্কেটে ক্রেতাদের ফ্রি গিফ্‌ট দেওয়া হচ্ছে।
✓ঈদ উপলক্ষে বেশ কিছু সুপার মার্কেটে ক্রেতাদের গিফ্‌ট দেওয়া হচ্ছে।

✗অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে,...
✓অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে,... ।

✗আরও অন্যান্য যেসব বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে...
✓আরও যা সুপারিশ করা হয়েছে...

✗গতকালের বৈঠকে জামাত ও বিএনপি আসন-বণ্টনের ব্যাপারে আপোষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
✓গতকালের বৈঠকে জামাত ও বিএনপি আসন-বণ্টনের ব্যাপারে আপোষ করেছে।

✗অতীত ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি
✓ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি

✗আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনায় আরও যা রয়েছে
✓আমাদের পরিকল্পনায় আরও যা রয়েছে

✗গার্মেন্টস শ্রমিকদের অতিরিক্ত বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়নি
✓গার্মেন্টস শ্রমিকদের বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়নি

✗তিনি একটি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেন
✓তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেন

✗শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প প্রথম শুরু করেন খালেদা জিয়া সরকার

www.pathagar.com

✓শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প শুরু করেন খালেদা জিয়া সরকার

✗ফিলিপ থর্প সাঁতারে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন
✓ফিলিপ থর্প সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন

✗তারা চলতি বছরের মুনাফা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়
✓তারা চলতি বছরের মুনাফা ভাগাভাগি করে নেয়

✗সামরিক শাসন অবসানের পরও বাংলাদেশে দুর্নীতি অব্যাহতভাবে চলতে থাকে
✓সামরিক শাসন অবসানের পরও বাংলাদেশে দুর্নীতি অব্যাহত থাকে

✗সত্য ঘটনা আজও জানা যায়নি
✓সত্য আজও জানা যায়নি

✗আগে থেকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ার পরও কোনও সতর্কতামূলক/যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
✓হুঁশিয়ার করে দেওয়ার পরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি

✗তার বক্তব্য উদ্ধৃত করা হলো
✓তার বক্তব্য দেওয়া হলো

✗সাদ্দাম গ্রেফতার হওয়ার গুজবটি যাচাই করা সম্ভব হয়নি
✓সাদ্দামকে গ্রেফতারের খবরটি যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

✗প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞরা সহায়তা দিচ্ছেন
✓বিশেষজ্ঞরা সহায়তা দিচ্ছেন

✗আমাদের সবার সুপরিচিত নায়করাজ রাজ্জাক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন
✓নায়করাজ রাজ্জাক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন

✗তিনি তার নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে জানান
✓তিনি তার আবিষ্কার সম্পর্কে জানান

✗তারা উভয়েই এ বিষয়ে সম্মত হয়েছেন
✓তারা এ বিষয়ে সম্মত হয়েছেন

✗ঘটনার শেষ পরিণতি দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি
✓ঘটনার পরিণতি দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি

✗পুলিশ বলছে, মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ জানতে মৃতের ময়না তদন্ত করা হবে।
✓পুলিশ বলছে, মৃত্যুর কারণ জানতে ময়না তদন্ত করা হবে।

www.pathagar.com

×বিস্ফোরণের পর বিমানটি মাটিতে আছড়ে পড়ে।
✓বিস্ফোরণের পর বিমানটি মাটিতে পড়ে যায়।

×তারা সম্ভাব্য প্রস্তাবনাগুলো নিয়ে বিতর্ক করছিলেন।
✓তারা প্রস্তাবনাগুলো নিয়ে বিতর্ক করছিলেন।

×পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশ খেলতে ব্যর্থ হয়েছে।
✓পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশ খেলতে ব্যর্থ হয়েছে।

ওপরে সংবাদের ভাষার এমন কিছু সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা 'ব্যাকরণগত' ভুল না হলেও সংবাদের ভাষাকে অহেতুক জটিলতা, শোথতা ও ক্লিন্নতার দোষে দুষ্ট করে তোলে। সংবাদের ভাষাকে যতোটুকু এইসব দোষমুক্ত করা যাবে ভাষা ততোটুকুই নির্ভার, ঝরঝরে, প্রত্যক্ষ, তীক্ষ্ণ ও কার্যকর হয়ে উঠবে।

www.pathagar.com

ISBN : 984-300-002534-0